কাসীদায়ে বুরদা

কাসীদায়ে গাউসিয়া

কাব্যানুবাদ

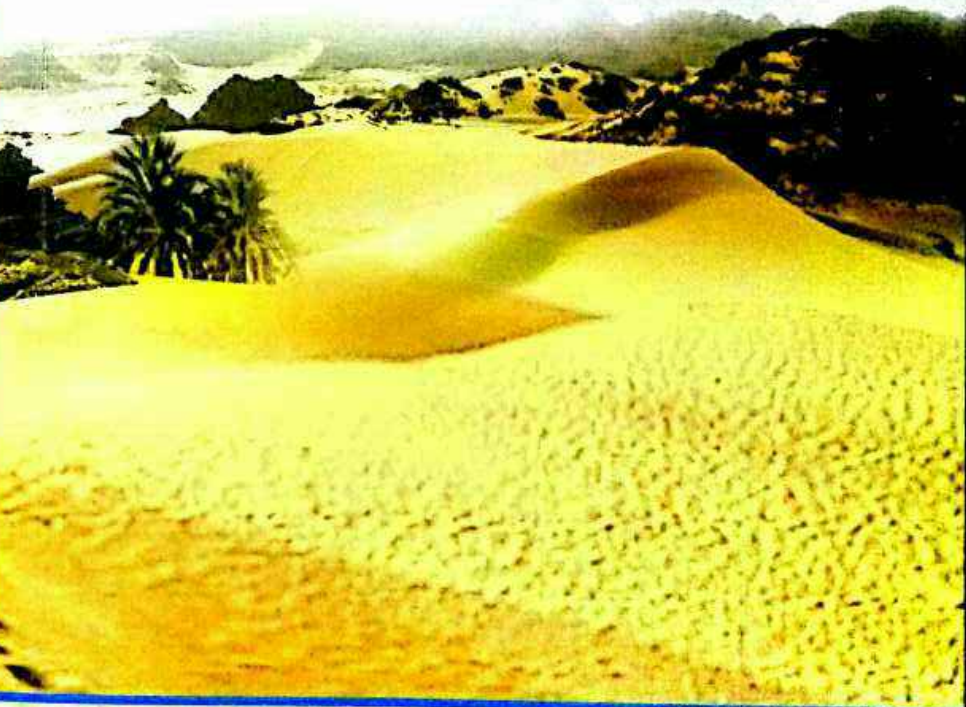

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
অনূদিত

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

ক্বাসীদায়ে বুরদা ক্বাসীদায়ে গাউসিয়া কাব্যানুবাদ

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
অনূদিত

আ'লা হযরত রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন
হামজারবাগ, চট্টগ্রাম।

কাসীদায়ে বুরদা কাসীদায়ে গাউসিয়া কাব্যানুবাদ

মূল : ইমাম শরফুদ্দীন বুসেরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

ও

গাউসুল আ'যম হযরত সায়্যিদ আব্দুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

কাব্যানুবাদঃ

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া।

খতীব, হযরত খাজা গরীবুল্লাহ শাহ্ (রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) জামে মসজিদ।

প্রকাশকাল :

রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী, অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

ডিসেম্বর ২০১৭ ঈসায়ী

কম্পোজঃ

মুহাম্মদ মুসলেহ্ উদ্দীন

মোবাঃ ০১৮২৮৮৫৩৫৩৩

প্রচ্ছদ

ইমেজ সেটিং লিঃ

মুদ্রণ

শব্দনীড়

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ১০০ টাকা

প্রকাশনায়

আ'লা হযরত রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন

রাজ আ/এ, হামজার বাগ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৮-৫৭৩৬৯৮

উৎসর্গ

আমার মুর্শিদে বরহক, যুগধারার মহান সংস্কারক, লক্ষ মুমিনের আধ্যাত্মিক পথনির্দেশক, আ-লে রাসূল, গাউসে যমান আল্লামা হাফেয ক্বারী সায়্যিদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)র পবিত্র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায়

এবং

পীরে তরীকত, আমিনে মিল্লাত, শাইখুল উলামা, ফকীহে বাঙ্গাল, মুফতী ক্বাযী মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম হাশেমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)র প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতায়।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

অভিমত

আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। জেনে খুবই আনন্দ হচ্ছে যে, মাকামে মাহমূদ'র অধিষ্ঠাতা আকা ও মাওলা হুযূর করিম রাউফ ও রাহীম সায়্যিদুনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র প্রতি নিবেদিত বিশ্বখ্যাত, কালজয়ী কাসীদা বুরদা (ইমাম বূসেরী আলাইহির রাহমাহ্ কৃত) শরীফ'র কাব্যানুবাদে নব সংযোজনা এনেছেন আমার স্নেহভাজন প্রিয় ছাত্র হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান আলকাদেরী। আল্লামা বুসেরীর পক্ষাঘাত হতে নিস্কৃতি ও পুরস্কার স্বরূপ নকশা খচিত বুরদা (চাদর) শরীফ প্রদানের অনন্য মু'জিযায়ে মুস্তফা যে কাসীদার বিনিময়ে নতুন করে সংঘটিত হয়েছিল, তা যেমন আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দিয়েছে, তেমনি আপামর উম্মতের জন্যও তা অফুরন্ত নেয়ামতের সওগাত এনেছে। যে কাসীদার নিবেদন নবীজির দর্শন লাভের মহান ওয়াসীলা সাব্যস্ত হয়েছে, তা মূল্যায়নের অবকাশ এখানে অসম্ভব। আল্লামা কবি রূহুল আমিনসহ অপরাপর একাধিক প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন এই কাসীদার অনুবাদ, পর্যালোচনা, বিশ্লেষন, টীকা ভাষ্য বা কাব্যানুবাদ করেছেন। স্নেহাস্পদ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামানও একজন খ্যাতিমান কবি। এ প্রতিভাকে তিনি শানে রেসালতের খেদমতে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই তাকে মুবারকবাদ। মনে হল, তিনি একাধিক বৈশিষ্টের সমন্বয় ঘটিয়েছেন এ প্রকাশনায়। এর সাথে তিনি যোগ করেছেন শাহেনশাহে বাগদাদ গাউসে পাক সায়্যিদুনা শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রচিত কাসীদায়ে গাউসিয়া শরীফের উচ্চারণসহ কাব্যানুবাদ। এতে করে অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু ও আধ্যাত্মিক সাধকের আত্মায় তৃপ্তি আনবে। এ কাজে তিনি অনেকটাই সফল হয়েছেন বলে মনে হয়।

এর বহুল প্রচার আমার ঐকান্তিক কামনা। নবী বন্দনার এ আবেদন আমাদের প্রিয় মাতৃভাষায় চর্চিত হোক আরো অধিক। আল্লাহ ও রাসূল এ প্রয়াস কবুল করত : সংশ্লিষ্ট সবাইকে উভয় জগতেই উত্তম প্রতিদান নসীব করুন । আমিন।

হযরতুল আল্লামা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান
অধ্যক্ষ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

অভিমত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র প্রশংসা ও তাঁর গুনবর্ণনা আল্লাহর কাছেও প্রিয় একটি আমল। তিনি নিজেও পবিত্র কুরআনের পরতে পরতে তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র মহিমা বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশস্তি ও তাঁর দুশমনদের নিন্দা বর্ণনায় ছিলেন একপায়ে খাড়া।

যদিও আল্লাহ তাঁর নবীকে কাব্য শিখিয়ে তাঁর কবি পরিচয় সনাক্ত করেননি, তবুও কবি সত্তা দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়াসকে গ্রহনেরও আশ্বাস দেন সূরা শুআরার শেষ দিকে। তাই সাহাবাগন নিজ নিজ কাব্য প্রতিভা দিয়ে নবীর বন্দনাগীতি রচনার মাধ্যমে তাঁকে খুশী করতে সচেষ্ট হন। এভাবে সাহাবাগনের একদল কবি ইসলামের সেবায় তাঁদের কাব্য নিবেদিত করেছেন। হাসসান বিন সাবিত, কা'ব বিন যুহাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রমূখের মত সাহাবীগণ ছিলেন এমনি শায়েরে রাসূল। এ ধারা অনুসৃত হতে থাকে পরবর্তী যুগে। পৃথিবীর সবভাষাতেই রাসূল প্রশস্তির এ পরিক্রমা যুগে যুগে বেড়েই চলে। আরবী ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। সাহাবায়ে রাসূলের এ ভাবধারা অনুসরণে আরবী ভাষায় শিহরণজাগানো আবেগমথিত এক প্রেম গাঁথা রচনা করে কালজয়ী ইমেজ গড়ে তোলেন আল্লামা শরফুদ্দীন বুসেরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)। তাঁর অবিস্মরণীয় এ অমরকীর্তির নাম কাসীদায়ে বুরদাহ শরীফ। দয়ার নবী এজন্য তাঁকে দান করেছেন আরোগ্য ও নকশী চাদর। সে কাসীদার টীকা টিপপনী, ব্যাখ্যা বিশ্লেষন হয়েছে পৃথিবীর বহু ভাষায়। বাংলা ভাষায়ও এর চর্চা রয়েছে অব্যাহত। কবি মাওলানা রুহুল আমিন, ড. ফজলুর রহমান এর কাব্যানুবাদ করেছেন। এ প্রয়াসকে আরো ব্যাপক জোরালো করতে এর উচ্চারণ অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকাসহ কাব্যানুবাদ করেছেন আমার স্নেহের ছাত্র, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রভাষক হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান। এ নিয়মে তিনি কাসীদায়ে গাউসিয়া শরীফও কাব্যানুবাদ করেন। যদিও এ কাজ দুরূহ, তথাপি তার সযত্ন পরিশ্রম এতে সফলতাই এনেছে বলে আমার বিশ্বাস। আশা করি, তা পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

এ কাজের বদৌলতে মূল রচয়িতা ইমাম বুসেরী এবং যাঁকে নিবেদন করা এ কাসীদা, সেই রহমতের নবীর নেক দৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলা তাকেও কবুল করুন। এ কাজ নবী প্রেম বৃদ্ধিতে সহায়ক হোক। আমিন।

উস্তাযুল ওলামা শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী
শাইখুল হাদীস
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

অভিমত

আল্লাহর প্রিয় হাবীব, রহমতুল্লিল আলামীন, অসংখ্য মু'জিযার অতল উৎস, সাহেবে লাওলাক সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র পবিত্র নাম উচ্চারণেও তাঁর ব্যাপক প্রশংসা হয়ে যায়। অপার কুদরতের মহান মালিক আল্লাহ তাআলা অতুল প্রেমোচ্ছাস নিয়েই সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি রাসুলে করীম রাউফ ও রাহীম হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে। তাঁর পবিত্র হাতে যে নিশানে শান থাকবে হাশর ময়দানে, সেটার নামও হবে লিওয়াউল হাম্‌দ। যে মর্যাদার আসনে সেদিন তাকে বসানো হবে তা মাকামে মাহমূদ। এ ভাবে সৃষ্টিকুলকেও মহান স্রষ্টা তাঁর প্রশংসার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের অজস্র গুনবর্ণনা উম্মতকেও প্রেরণা যোগায় নবীজির প্রশংসা করতে। সে ধারায় রচিত হয় অগণিত না'ত, কসীদা, গযল ইত্যাদির জপমালা। আরবী ভাষায় তাঁর প্রশংসা ধারায় সাহাবায়ে কেরাম তো আছেনই, অনেক অনারব কবি সাহিত্যিকও তাঁর প্রশংসায় কাসীদা লিখে নিজেদেরকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেন। হিজরী ৭ম শতাব্দীর গোড়ায় মিশরের বুসের নামক অঞ্চলে জন্মগ্রহনকারী ইমাম শরফুদ্দীন বুসেরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এ ধারার এক অমর কবি, যিনি তাঁর কাসীদা নিবেদনপূর্বক প্রিয় নবীর শুধু যে স্বপ্নদর্শন লাভ করেন তা নয়, বরং তিনি তাঁর মু'জিযায় দূরারোগ্য পক্ষাঘাত থেকে পূর্ণ সুস্থতা লাভ করেন। অধিকন্তু নবীজি কবির রচিত ছন্দায়িত কাসীদায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নকশাদার চাদরও দান করেন। যা তিনি জাগ্রত হয়ে বাস্তবেই পরিহিত অবস্থায় পেলেন। তাই কাসীদাটির নাম হয় কাসীদায়ে বুরদাহ। বহু ভাষায় বিশ্ববিখ্যাত এ কাসীদার অনুবাদ, কাব্যানুবাদ ব্যাখ্যা ইত্যাদি রচিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এ দেশেও একাধিক কাব্যানুবাদ হয়ে থাকলেও আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান সম্প্রতি এর নবতর সংযোজনরূপে উচ্চারণ, অনুবাদ ও কাব্যানুবাদ করলেন জানতে পেরে প্রীত হয়েছি। পাশাপাশি তিনি কাব্যানুবাদ করেছেন বড়পীর হযরত গাউসুল আযম শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাসীদায়ে গাউসিয়াও। যা অসংখ্য ত্বরীক্বতপন্থীদের রুহানী খোরাক। একাজেও তিনি সফল বলা যায়। আমার আশা, পাঠক ও বোদ্ধামহল এতে কিছু হলেও স্বাদের ভিন্নতা পাবেন। আমি এর বহুল প্রচার কামনা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ ও রাসূল এ খেদমত কবুল করুন, আমিন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

হযরতুল আল্লামা মুফতী ক্বাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ
প্রধান ফক্বিহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

অভিমত

মহান আল্লাহ্ তাআলার অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি তাঁর হাবীব সরওয়ারে কায়েনাত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 'রিফআতে যিকর' (সমুচ্চ আলোচিত হওয়া)র মর্যাদা দানে অনন্য স্বকীয়তায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব'র প্রশংসা যে যতই করুক তা শেষ হবার নয়। অনন্তকাল ধরে এ নাম থাকবে, থাকবে তাঁর প্রশংসাও।

রাসূল প্রশস্তি সুন্নাতে সাহাবা। হাসসান বিন সাবিত, কা'ব বিন যুহাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রমূখ সাহাবী এ ধারাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। নবী প্রশস্তি রচিত হয় বিশ্বের সব ভাষায়। পরবর্তীতে আরবী ভাষায় যাঁরা প্রিয় নবীর শানে কাসীদা লিখে বিশ্বখ্যাত হয়েছেন, ইমাম শরফুদ্দীন বুসেরী তাঁদের অন্যতম। তাঁর কাসীদার উপজীব্য নবীপ্রেম। পক্ষাঘাত রোগ হতে কোন চিকিৎসায় যখন তিনি আরোগ্য পাচ্ছেন না, তখন শরণাপন্ন হলেন প্রিয় নবীর। তাঁর শানে দরদভরা প্রাণ দিয়ে রচনা করলেন কাসীদায়ে বুরদা। এতে খুশী হলেন প্রিয়নবী। স্বপ্নে দেখা দিলেন তাঁকে। পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিলেন তাঁর এ আশেককে। তিনি অভারিতরূপে সুস্থ হয়ে ওঠলেন। নবীজি স্বপ্নে তাঁকে এক নকশাদার চাদরও দান করলেন। যে কাসীদা লিখে এমন সৌভাগ্য এল, এরই নাম কাসীদায়ে বুরদা। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান এর উচ্চারণ, অনুবাদ, কাব্যানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকা লিখে প্রকাশ করেছেন। তাঁর খেদমত কবুল হবার জন্য দু'আ করি। এখানে তিনি ব্যতিক্রমী প্রয়াস দেখিয়েছেন। আগাগোড়া কাব্যানুবাদে 'ন' বর্ণের অন্ত্যমিল রক্ষা করেছেন। এটি সুখপাঠ্যও হয়েছে। এ কাজের সাথে সংযুক্তি হয়েছে সায়্যিদুনা গাউসে পাকের কাসীদায়ে গাউসিয়ার কাব্যানুবাদও। আল্লাহ্ তাঁর লেখনীকে আরো শাণিত ও বেগবান করুন, আমীন।

হযরতুল আল্লামা হাফেজ মাওলানা
মোহাম্মদ সোলাইমান আনসারী
শাইখুল হাদীস
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

লেখক পরিচিতি ও ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِئِ الْخَلْقِ مِنْ عَدَم
ثُمَّ الصَّلٰوةَ عَلَى الْمُخْتَارِ فِى الْقِدَم
مَوْلَاىَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

আরবী ভাষা তো আছেই, পৃথিবীর যেখানেই ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে সেখানে সে ভাষাতেই রচিত হয়েছে ইসলামের রবি, সৃষ্টিকূলের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রশংসায় অসংখ্য কবিতা, কাসীদা, না'ত। আরবী ভাষায় বিশেষ ছন্দরীতিতে লিখিত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র না'ত বা প্রশংসামূলক কবিতাই হল কাসীদা।

আরবীতে কাসীদা রচয়িতাদের মধ্যে শায়েরে রাসুল সাহাবী হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কবিগণের মধ্যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম বুসেরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি কাসীদায়ে বুরদার কারণে। পাঠক মহলে এর খ্যাতি, গ্রহণযোগ্যতা, কারামত, ফযীলত এত ব্যাপক প্রচার পেয়েছে যে, এ কাসীদাটিই এনে দিয়েছে তাকে ঈর্ষণীয় সাফল্যের অমরত্ব।

তাঁর পুরো নাম ইমাম আবু আব্দুল্লাহ শরফুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল বুসেরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। মূল নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবু আবদুল্লাহ । বংশীয় উপাধি সানহাজী। মর্যাদার খেতাব শরফুদ্দীন। মিসরের 'দালাস' নামক জনপদে তাঁর মাতুলালয়। সেখানেই তাঁর জন্ম। পিতার নিবাস বুসির। জন্মের পর এখানেই লালিত-পালিত হন বলে 'বুসেরী' নামে সমধিক খ্যাত। উভয় স্থানের সাথে সম্পর্কিত হয়ে কারো কারো কাছে তিনি 'দালাসিরী' নামেও খ্যাত। জন্ম ১লা শাওয়াল ৬০৮ হিজরী, মোতাবেক ৭ই মার্চ ১২১৩ খৃষ্টাব্দ।

শিক্ষাকাল সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া না গেলেও তাঁর কাসীদা ও বিভিন্ন লেখায় প্রতীয়মান হয়, তিনি ইলমে হাদীস, ইতিহাস শাস্ত্র ছাড়া ইলমে কালামেও পান্ডিত্য অর্জন করেন। এ ছাড়া আরবী সাহিত্য, ইলমে বাদী', ইলমে বয়ান, নাহ্ভ, সরফ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াদিতে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

ভাষাতত্ত্ব, কাব্যকলায় তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসও ছিলেন, ছিলেন প্রসিদ্ধ লিপিকরও। শৈশবেই কবিত্বের উন্মেষ ঘটে। কাসীদায়ে বুরদাহ্ তাঁর অমরকীর্তি। এছাড়াও তিনি 'হামযা' বর্ণের অন্ত্যমিল রেখে রচনা করেন না'তে রাসুল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কাব্য 'আল কাসীদাতুল হামযিয়্যাহ'। কা'ব বিন যুহাইর'র বা-নাত সুআদ কাসীদার আদলে 'লাম' বর্ণের অন্ত্যমিলে রচিত 'যুখরুল মাআদ ফী মুআরাদাতি বা-নাত সুআদ'। 'নূন' বর্ণের অন্ত্যমিলে তাঁর আরো একটি কাসীদাগ্রন্থ আছে। তাঁর কাসীদাসমগ্রের সংকলন মিশর থেকে ১৯৫৫ খৃ. প্রকাশিত হয়। আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী, ইবনুল আম্মাদ হাম্বলী, ইবনে শাকের কুতুবী, ইবনে সায়্যিদুন্নাস, নিকলসন প্রমুখ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের খ্যাতিমান সাহিত্যিক, দার্শনিকগণ তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

কর্মজীবনে জীবিকার কারণে তিনি আমীর ওমারার সংস্পর্শে আসেন। একাধিক রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের আমলা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। লিপিকর হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। বিশেষ করে যাইনুদ্দীন ইয়াকুব বিন যুবাইর নামক আব্বাসী উযীরের অধীনে কয়েক বছর কর্মরত ছিলেন। এবং তাঁর শানে অনেক স্তুতি কাব্যও রচনা করেন। কাসীদায়ে বুরদার নবম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে তিনি নিজেই তা স্বীকার করেন।

এ সময় বাগদাদের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আব্বাসী খলীফা নাসের লেদীনিল্লাহ এবং পাশ্চাত্যের শাহ খাওয়ারিযমের দ্বন্দ্ব সংঘাত চরম আকার ধারণ করে। মঙ্গোলিয়ন শাসকদের দৌরাত্ম্য ও স্বেচ্ছাচারের প্লাবন ইসলামী দুনিয়ার অনেক অঞ্চল ভাসিয়ে নেয়। মিশর, সিরিয়া, দামেশক প্রভৃতি স্থানে তাদের ফৌজ পঙ্গপালের মত ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে হিজরী ৬৫৬ সনে আব্বাসী খেলাফতের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। দরবারী মেজাজের খলিফাদের সহানুভূতিতে কিছু সুবিধা ভোগের সুযোগ থাকলেও তাদের সহানুভূতিপুষ্টদের জন্য জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ হেন পরিস্থিতিতে ইমাম বুসেরী এ অনিশ্চিত জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। রাজকীয় প্রতিপত্তি যশখ্যাতি থেকে তাঁর মন মোহমুক্ত হয়ে ওঠে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও সহসা পাল্টে যায়। তাঁর চিন্তার গতি-প্রকৃতি আধ্যাত্মিক চেতনায় মোড় নেয়। তিনি তাসাওউফের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। সে সময়কার মিশরের মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সূফী আবুল আব্বাস আহমদ আল্ মুরসীর (ওফাত ৬৮৬ হিজরী) হাতে তরীকতের দীক্ষা নেন। হযরত বুসেরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র দ্বীনি কাসীদাসমূহে যে ভাব তরঙ্গের উচ্ছাস হৃদয় কাড়ে, তা সেই আস্তানায়ে ফয়েয থেকেই উৎসরিত বলে অনুমিত। সর্বোপরি, এ অনন্য কাসীদা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র দরবারে কবুল হওয়ায় তিনি স্বপ্নে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাক্ষাৎ ও নূর নবীজির নূরানী হাতের স্পর্শ এবং নকশী চাদর তাবাররুক স্বরূপ লাভ করেন। সাথে অর্ধাঙ্গ রোগ থেকেও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে ধন্য এ মহান আশেকে রাসুল জীবনের শেষ দশ বছর বাইতুল মুকাদ্দাসে সাধনা (রিয়াযত)'র মাধ্যমে অতিবাহিত করেন। অতঃপর নিজ আধ্যাত্মিক গুরুর চরণে অন্তিম সময় সমর্পণ করেন। সর্বশেষ সাধনালিপ্ত অবস্থায় ৬৯৪ বা ৬৯৫ হিজরী সনে কায়রোতে পরলোক গমন করেন।

কাসীদায়ে বুরদাহ্

আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র প্রশংসা সম্বলিত ইমাম বুসিরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত এক সুদীর্ঘ কবিতার নাম কাসীদায়ে বুরদাহ। এর আঙ্গিক বৈশিষ্ট হল, এটি দশটি বিশেষ শিরোনামের ফাস্‌ল বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্বমোট পদসংখ্যা ১৬৫, আবার কোন কোন সংস্করণে ১৬২ বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এর মূল শ্লোক (বা দ্বিপদী পংক্তি) সংখ্যা ১৬০, বাকী ১২টি 'ইলহাকী' বা ভিন্ন কারো সংযোজিত। তবে এর তর্জমা, টীকা, ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও কাব্যানুবাদে সংশ্লিষ্টজনের কাজে ১৬৫টি শ্লোকই লক্ষ্য করা যায়।

যশস্বী ও খ্যাতিমান কবি, সংবাদ ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান (কাব্যানুবাদক) এ কাসীদার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন, "ভাব, ভাষা ও ছন্দে এ এক রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ কবিতা। অলঙ্কার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও আঙ্গিকে আশ্চর্য সফল, সাবলীল ও প্রাণময় এ কাসীদা শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য।"

এ কাসীদার পরিচ্ছেদ বিন্যাসের প্রথমে ১২ পংক্তিতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র মুহাব্বত বর্ণনা এবং সবশেষে আল্লাহর কাছে হাজত পেশ ও মুনাজাতের মাধ্যমে ১২ পংক্তির ১০ম পরিচ্ছেদ সহকারে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। মধ্যভাগের বাকী আটটি পরিচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নরূপ :-

- প্রবৃত্তির তাড়না দমনের প্রসঙ্গে ১৬ পংক্তিতে ২য় পরিচ্ছেদ
- আল্লাহর রাসুলের প্রশংসায় ৩১ পংক্তিতে ৩য় পরিচ্ছেদ
- মাওলাদুন্নবী বা নবীর শুভ জন্ম প্রসঙ্গে ১৩ পংক্তিতে ৪র্থ পরিচ্ছেদ
- তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাওয়াতের বরকতময় প্রভাব বর্ণনায় ১৭ পংক্তিতে ৫ম পরিচ্ছেদ
- পবিত্র কুরআনের মর্যাদা বর্ণনায় ১৭ পংক্তিতে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
- মেরাজুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র বর্ণনায় ১৩ পংক্তিতে ৭ম পরিচ্ছেদ
- নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র যুদ্ধাভিযান প্রসঙ্গে ২২ পংক্তিতে ৮ম পরিচ্ছেদ
- আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রাসুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র শাফাআত কামনায় ১২ পংক্তিতে ৯ম পরিচ্ছেদ।

কাসীদার নাম

কাসীদাটির মূল নাম" "الكواكب الدرية في مدح خير البرية" (আলকাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফী মাদহি খাইরিল বারিয়্যাহ)। প্রথম দিকে এ নামেই এটি সমধিক খ্যাত ছিল। এর অর্থ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জনের প্রশংসায় সমুজ্জল তারকারাজি। বুরআহ (বা রোগমুক্তি) বলেও এ কাসীদার নাম প্রচলিত ছিল। এ কাসীদা কবির শেফা বা আরোগ্য লাভের মাধ্যম হওয়ায় এ নামটির প্রচলন। তা ছাড়া অনেকে এটি পাঠ করে প্রার্থনার বদৌলতে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করেছে। ফলে ক্রমান্বয়ে এ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

তবে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে এর সংক্ষিপ্ত নাম 'কাসীদায়ে বুরদাহ'। বুরদাহ বলা হয় বিচিত্র নকশার আলপনা খচিত চাদর বা ডোরা কাটা চাদর। এ চাদরে যেমন আকাঁ থাকে নানা রূপ নকশার সৌন্দর্য্য, তেমনি কাসীদা বুরদাহতেও চিত্রিত হয়েছে নবীজির প্রশংসায় বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়াদি। তাই এ নামটি যথাযথই। এ ছাড়াও কাসীদায়ে বুরদাহ নামটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে ঘটনার কারণে তা হলো এ কাসীদা রচনার পর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র উদ্দেশ্যে ভক্তি মুহাব্বত সহকারে এটি পাঠ করে ঘুমিয়ে পড়লে কবি স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করেন। স্বপ্নে এ কাসীদা পড়ে নবীজিকে শোনালে তিনি খুশি হয়ে নকশাদার চাদর মুবারক কবির গায়ে জড়িয়ে দেন। এতে তিনি পক্ষাঘাত হতে অলৌকিকভাবে আরোগ্য লাভ করেন। এটি পড়ে নবীজির নকশাদার চাদর পাওয়ায় 'বুরদাহ' নামে এর ব্যাপক খ্যাতি।

হযরত কা'ব বিন যুহাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রথম দিকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুসলমানদের নিন্দা করে। পরে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ছদ্মবেশে হাজির হয়ে কা'ব ইসলাম গ্রহণ করলে ক্ষমা পাবে কিনা জানতে চাইলে নবীয়ে রহমত সানন্দে সম্মতি দেন। তখন নবীর এমন মহানুভবতা দেখে কা'ব ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁর প্রশংসায় বিখ্যাত কাসীদা 'বা-নাত সুআদ' রচনা করে মজলিসে তা নবীজিকে পড়ে শোনান। মুগ্ধ নবীজি নিজ কাঁধ থেকে চাদর মুবারক নামিয়ে কবির গায়ে পরিয়ে দেন। এ কারণে বা-নাত সুআদ কাসীদাটিও কাসীদায়ে বুরদাহ্ নামে খ্যাতি পায়।

কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যারাই 'কাসীদা বুরদা'র নাম নেন বা শোনেন, সেখানে আল্লামা বুসেরীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কাসীদাটিই বুঝে থাকেন। অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষের কাছে পরিচিত ও সমাদৃত এবং বিশ্বজোড়া 'কাসীদায়ে বুরদাহ' নামে খ্যাতি এটিরই।

কাসীদায়ে বুরদাহ্ রচনার পটভূমি

একবার কবি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ অচল, এমনকি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কোন চিকিৎসাতে সুফল না পেয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। অবশেষে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল নিরাশার আশা, অসহায়ের সহায়, নিখিল বিশ্বের মূর্ত করুণা, রহমতের নবী, উম্মত-অন্তপ্রাণ হাবীবে রহমান হুযুর পূর নূর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মু'জিযা ও দয়ার কথা। এবার তিনি আরোগ্য লাভের প্রার্থনায় মোক্ষম মাধ্যম ওটাই নিলেন, যা স্বয়ং আদম (আলাইহিস্সালাম)ও তাঁর ফরিয়াদে যুক্ত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে সেটা হল রাহ্মাতুল্লিল আলামীনের মহান ওয়াসীলা। ভাবলেন, প্রিয় নবী খুশি হয়ে তাঁর দিকে দয়ার দৃষ্টি ফেরাবেন, এমন কিছু তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করবেন। তাঁর উচ্ছসিত প্রশংসায় সুদীর্ঘ একটি কাসীদাহ রচনা করা যাক। যেই ভাবা সেই কাজ। প্রাণভরা দরদ মেখে আবেগের আর্জি ঢেলে তিনি তৈরি করলেন কাসীদায়ে বুরদাহ শরীফের হাদিয়া।

এক জুমার রাতে পবিত্র দেহ মনে নির্জন কক্ষে নিভৃতে বসে নবীজির পাক চরণে পরম ভক্তির অর্ঘ্য এ কাসীদা আবৃত্তি করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। নিদ্রিত কবি এক শুভ স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েন। সহসা খুলে যায় তাঁর পূণ্য বরাত। স্বয়ং আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর আহবানে তাঁরই কুটিরে উপস্থিত। আনন্দে অভিভূত হয়ে স্বপ্নের মাঝে তিনি সেই কাসীদা আবৃত্তি করে প্রিয় নবীকে শোনাতে থাকেন। কাসীদার একটি লাইন পর্যন্ত পৌঁছলে দয়ার নবী নবূয়তের হাত মুবারক দিয়ে কবির সমস্ত দেহ মুছে দেন। লাইনটিতে ছিল -

كم أبرأت وصبا باللمس راحتُه
وأطلقتْ أربا من ربقة اللمم

অর্থাৎ "আপনার পবিত্র হাতের স্পর্শই তো কত রুগ্ন-পীড়িতকে আরোগ্য করে দিয়েছে...।"

শুধু কি তাই? নবীজি তাঁর নবুওয়তের পবিত্র দেহে জড়িত নকশাদার ইয়েমেনী চাদর মুবারক খুলে নিয়ে কবির গায়ে জড়িয়ে দেন। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় তাঁর। কিন্তু এ কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কবি গা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই দেখেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। সুরভিত কামরায় জেগে ওঠে আল্লাহর অপার শুকরিয়া আদায় করলেন তিনি। মু'জিযার সামনে এ আর এমন কী ? ইউসুফ (আলাইহিস্সালাম)'র জামা নিয়ে ভায়েরা যখন বাবা

ইয়াকুব (আলাইহিস্সালাম)'র দৃষ্টিহীন চোখের ওপর রাখলেন তখনই তিনি দৃষ্টি ফিরে পান। এ ঘটনাতে. পাক কুরআনেই বর্ণিত। সকাল বেলা তিনি ঘরের বাইরে আসলেন। পথেই একজনের দেখা হল। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান লিখেছেন, "তিনি আবু রাজা নামে কবিরই জনৈক বন্ধু।" মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান লিখেছেন, এক দরবেশের কথা। তিনি কবিকে দেখে বললেন, 'আপনি রাসূলে খোদার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশংসায় যে কাসীদাটি লিখেছেন তা আমাকে একটু শুনান। কবি বললেন, আমি তো তাঁর প্রশংসায় একাধিক কাসীদা লিখেছি, আপনি কোনটি শুনবেন? তিনি বললেন, যেটি أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِيْ سَلَم লাইন দিয়ে শুরু সেটিই। কবি অবাক ! বললেন, এটাতো এখনো কারো সামনে আনিনি। আপনি কি করে জানলেন ? ওই দরবেশ এবার বললেন, গতরাত এ কাসীদা যখন আপনি প্রিয় নবীকে শোনাচ্ছিলেন, তখন সেখানে আমিও ছিলাম। আপনি পড়ছিলেন, শুনার সময় নবীজি দুলছিলেন, মৃদু বাতাসে যেরূপ গাছের শাখারা দোলে। শুধু আমি নই, এ কাসীদা আল্লাহ তাআলা তখনই তাঁর খাস খাস বান্দাদের কাছে বিতরণ করিয়েছেন। আল্লাহর কাছেও এ কাসীদা নিঃসন্দেহে কুবল হওয়ায় অল্প দিনে এর খ্যাতি ও কারামত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রহণযোগ্যতা, মর্যাদা ও বরকত

কাসীদার জগতে অনেক সৃষ্টি রয়েছে। কিন্তু কাসীদায়ে বুরদার মত এত ব্যাপক খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা অন্য কাসীদার ক্ষেত্রে দেখা যায়না। বিশ্বের বহু দেশে বহু ভাষায় এর তর্জমা, ব্যাখ্যা, টীকা-ভাষ্য লিখা হয়েছে। মানব রচিত আর কোন গ্রন্থ নিয়ে এত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়না। আল্লাহ ও রাসুলের কাছে কবুল হওয়ায় এর এত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। উর্দু, ফার্সী, বাংলা, ইংরেজী, তুর্কী, জার্মান, বহু ভাষায় এটি অনূদিত হয়। খারপূতী, শেখযাদা এর বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

অতি জনপ্রিয় হওয়ায় এটি বহুদেশের শিক্ষালয়ে পাঠ্যসূচীতেও অর্ন্তভূক্তি পায়। শিক্ষা, গবেষণা ছাড়াও বহু আধ্যাত্মিক মহান উদ্দেশ্য সাধনেও এটি নিয়মিত পঠিত হয়ে আসছে সেই থেকে। সাধারণ জনগোষ্ঠির এক বিরাট অংশ বিপদে-আপদে নানাভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে থাকে। বিশেষতঃ রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ নিয়মে এ কাসীদা পাঠ অত্যন্ত ফলপ্রসু প্রয়াস হিসাবে বিবেচিত।

তারতীব ও প্রযোজ্য শর্তাদি

নেক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আধ্যাত্মিক বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট কিছু নিয়ম তারতীবও রাখা হয়েছে। যেমন ক. তেলাওয়াতের সময় পবিত্র অবস্থায়, অযুসহ থাকা। খ. ক্বিবলামুখী হয়ে বসা উত্তম। গ. আগে পরে ন্যূনপক্ষে ১১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করা। ঘ. বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করা। ঙ. আগ্রহ ও প্রভাব বৃদ্ধির জন্য ছন্দে, সুরে, একাগ্রতা সহকারে পাঠ করা। চ. বাক্যালাপ দ্বারা তেলাওয়াতে ছেদ না ঘটানো। ছ. ব্যুৎপত্তি ও অর্থ অনুধাবনে সক্ষম, অনুমতি প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরিচালনায় পঠিত হওয়া উত্তম। ঞ. প্রতি পংক্তি শেষে কবির স্বরচিত দরূদ শরীফের পূনরাবৃত্তি বাঞ্চনীয়। দরূদটি হল :-

مولايا صل وسلم دائما ابدا - علي حبيبك خير الخلق كلهم

মাওলা-য়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দা-ইমান আবাদা, আলা হাবীবিকা খাইরিল খালক্বি কুল্লিহিমি। পার্থিব-অপার্থিব অনেক বৈধ মনোষ্কামনার জন্য এর তেলাওয়াত অতীব বরকতময় ও ফযীলতপূর্ণ। ওলামায়ে কেরাম অনেক আমলের বর্ণনা দিয়েছেন। নিয়মানুসারে পঠিত হলে এর বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। যেমন- আয়ুর বরকতের জন্য সহস্র বার পাঠ করলে, অভাব ক্লিষ্টতায় তিনশ'বার, বিপদ মুক্তির জন্য একাত্তর বার, আয় উন্নতির লক্ষ্যে সাতশ বার, সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে একশ ষোলবার, কঠিন কাজ সহজ হওয়ার জন্য সাতশ একাত্তর বার পড়লে উদ্দেশ্য পূরণ হয়। দৈনিক একবার পাঠ করে সন্তানদের ফুঁক দিলে আয়ূ বৃদ্ধি হয়। জুমার পূর্ব রাত সত্তর বার করে সাত জুমা পর্যন্ত পড়লে সম্পদশালী ও সৌভাগ্যবান হওয়া যায়। এভাবে যে কোন নেক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ কাসীদার ওয়াযীফা অত্যন্ত ফলদায়ক। যা এ পরিসরে শেষ করা যাবে না। তারতীবের পূর্ণাঙ্গতার জন্য আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর পবিত্র নিরানব্বই নাম পূর্বাহ্নে পড়ে নেয়া উত্তম।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

আসমাউল হুসনা

بسم الله الرحمن الرحيم

هو الله الذي لااله الا هو الحمن الرحيم				
الملك	القدوس	السلام	المؤمن	المهيمن
العزيز	الجبار	المتكبر	الخالق	الباري
المصور	الغفار	القهار	الوهاب	الرزاق
الفتاح	العليم	القابض	الباسط	الخافض
الرافع	المعز	المذل	السميع	البصير
الحكيم	العدل	اللطيف	الخبير	الحليم
العظيم	الغفور	الشكور	العلي	الكبير
الحفيظ	المقيط	الحسيب	الجليل	الكريم
الرقيب	المجيب	الواسع	الحكيم	الودود
المجيد	الباعث	الشهيد	الحق	الوكيد
القوي	المتين	الولي	الحميد	المحصي
المبدئ	المعيد	المحي	المميت	الحي
القيوم	الواجد	الماجد	الواحد	الاحد
الصمد	القادر	المقتدر	المقدم	المؤخر
الاول	الاخر	الظاهر	الباطن	الوالي
المتعالي	البر	التواب	المنعم	المنتقم
العفو	الرؤف	مالك الملك	ذو الجلال	والاكرام
الرب	المقسط	الجامع	الغني	المغني
المعطي	المانع	الضار	النافع	النور
الهادي	البديع	الباقي	الوارث	الرشيد
الصبور	الصادق	الستار		

الذي ليس كمثله شئي هوالسميع العليم غفرانك ربنا واليك المصير نعم المولي ونعم النصير وصلي الله تعالي علي خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

******

الفصل الاول فی ذکر عشق رسول الله ﷺ

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র ইশক ও প্রেমের বর্ণনায়

১ম পরিচ্ছেদ

(১)

أمنْ تذكر جيرانٍ بذی ســــلمٍ
مزجت دمعا جَرَى من مقلةٍ بـــدمِ

উচ্চারণ

আমিন তাযাক্কুরি জীরা-নিম বিযী সালামী,
মাযাজাত দামআন জারা-মিম মুকলাতিম বিদামী।

সরল অনুবাদ

তোমার কি যী সালাম'র পড়শীদেরকে মনে পড়েছে ?
যাতে তোমার দু'চোখ হতে রক্ত মেশানো অশ্রু প্রবাহিত হল !

কাব্যানুবাদ

যি সলমের[১] পড়শীগণে হলোই বুঝি এমনি স্মরণ ?
খুন মেশানো অশ্রু ঝরায় প্রিয় তোমার দুইটি নয়ন!

---

[১] যু সালাম হারামাইন শরীফাইন'র মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল।

(২)

أَمْ هبَّتِ الريحُ مِنْ تلقاءِ كاظمـــةٍ
أوأَومض البرق في الظَّلْماءِ من إضـمِ

উচ্চারণ

আম হাববাতির রীহু মিন তিলক্বা-ই কা-যিমাতিন,
আও আওমাদ্বাল বারকু ফিয যোয়ালামা-ই মিন ইদ্বমী।

সরল অনুবাদ

নাকি কাযেমার[২] দিক হতে ভোরের হাওয়া বয়ে এল,
কিংবা অন্ধকার রাতে ইদ্বম[৩] গিরি হতে বিজলীর দ্যূতি চমকাল ?

কাব্যানুবাদ

কিংবা বুঝি ওই কা- যেমার ভোরের হাওয়ার হয় আগমন ?
আঁধার রাতে ইদ্বম হতে বিজলীর আলো হয় বিচ্ছুরণ।

---

[২]. কা-যিমাহ্: মদীনা মুনাওওয়ারার অপর একটি নাম।
[৩]. ইদ্বম: মদীনাতুর রাসুল'র দিকে এক মরু পর্বতের নাম।
নিজের রক্ত মেশা অশ্রুর প্রবাহ দেখে কবি নিজকেই প্রশ্ন করেছেন, তোমার কান্নার কি কারণ হতে পারে ? সম্ভাব্য তিনটি কারণ পংক্তিগুলোতে উল্লেখ হয়েছে।
১. যু-সালাম অঞ্চলের প্রতিবেশীদের কথা মনে পড়া।
২. কা-যেমা নামক এলাকা হতে প্রবাহিত ভোরের হাওয়ার সুবাস মদিরা নাকে আসায় সেখানকার প্রিয়জনের বিরহ তীব্র হয়ে ওঠা।
৩. ইদ্বম উপত্যকায় রাতের আঁধারে চমকে ওঠা বিজলীর আলোতে প্রিয় বসতি হঠাৎ নজরে আসায় অকাল বৃষ্টির মত সহসা এই কান্না।এর মধ্যে কোন কারণটি তোমাকে এমন আকস্মিক অশ্রুসিক্ত করে তুলল ? (স্বগত:প্রশ্ন)

(৩)

فما لعينيك إن قلت اكْفُفا هَمَتا
وما لقلبك إن قلت استفق يهمِ

উচ্চারণ

ফামা লিআইনাইকা ইন কুলতাকফুফা হামাতা,
ওয়া মা লিক্বালবিকা ইন কুলতাসতাফিক ইয়াহিমী।

সরল অনুবাদ

কী হলো তোমার দু'চোখের, তুমি তাদের থামতে বললে তারা আরো অশ্রু ঝরায় ?
কী হলো তোমার মনের, সংযত হতে বললে তা আরো ব্যাকুল, অস্থির হয়ে পড়ে ?

কাব্যানুবাদ

কীইবা হলো তোমার দু'চোখ বইছে, নাহি মানছে বারণ,
মনটাতে বা কী যে হলো, প্রবোধ নাহি মানছে এ ক্ষণ ?

(৪)

أيحسب الصبُ أنّ الحب منكتمٌ
ما بين منسجم منه ومضْطرمِ

উচ্চারণ

আইয়াহ্সাবুস সোয়াব্বু আন্নাল হুব্বা মুনকাতিমুন,
মা বাইনা মুনসাজিমিম মিনহু ওয়া মুদ্বত্বারিমী।

সরল অনুবাদ

প্রেমিক জন কি এটা মনে করে যে, প্রেম ভালবাসার 'অশ্রুধারা'
কিংবা বিরহের 'দীর্ঘশ্বাস' এ দুই লক্ষণ[৪] থেকে লুকায়িত থাকে ?

কাব্যানুবাদ

প্রেম লুকানো যায় বলে কি ভাবছে তোমার প্রেমিক সে মন ?
ফাঁস করে তা সিক্ত আঁখি, আনমনা রয় উদাস কেমন।

৪. প্রেমিকের হৃদয়ে গুপ্ত প্রেমের জানান দেয় এ দু'টি আলামত। বিরহ কাতর মনের আকুতি অশ্রু হয়ে এবং হৃদয় জ্বলা বাষ্প দীর্ঘশ্বাস হয়ে জানান দেয় তার গোপন প্রেমের। বাঁধভাঙ্গা প্রেম কি গোপন থাকতে পারে ?

(৫)

لولا الهوى لم ترق دمعاً على طللٍ
ولا أرقت لذكر البانِ والعَلمِ

উচ্চারণ

লাও লাল্ হাওয়া লাম তুরিক্ব দামআন আলা তোয়ালালিন,
ওয়ালা আরাকতা লিযিকরিল বা-নি ওয়াল আলামী।

সরল অনুবাদ

মুহাব্বতের ব্যামো যদি নাই হতো, তবে পুরানো বসতির চিহ্ন এক টিলায় বসে
অশ্রু ঝরাতে না, আর বা-ন বৃক্ষ ও চিহ্নরাজির স্মৃতি চারণে কাতর হতে না।

কাব্যানুবাদ

প্রেম না হলে ঝরাতে কি টিলায়[৫] বসে অঝোর নয়ন ?
নিদ কেন ধায় বা-ন[৬] ও আলাম[৭] বিরান ভূমির যে হয় স্মরণ ?

(৬)

فكيف تنكر حباً بعد ما شهدتْ
به عليك عدول الدمع والسقمِ

উচ্চারণ

ফাকাইফা তুনকিরু হুব্বান বা'দা মা শাহিদাত,
বিহী আলাইকা উদু-লুদ[৮] দাম্ই ওয়াস সাকামী।

সরল অনুবাদ

তোমার অশ্রু প্রবাহ এবং অনাহুত রোগ-ব্যাধি প্রেম ভালবাসার স্বাক্ষ্য
দেবার পরেও তুমি কী করে তা অস্বীকার করবে ?

কাব্যানুবাদ

কী করে গো এড়িয়ে যাবে প্রেমের জ্বালা সেই যে বেদন,
স্বাক্ষ্য দিছে অশ্রু তোমার, রুগ্ন তোমার মলিন বদন।

৫. টিলা হলো পুরাতন বসতি বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এক মরু টিলা।
৬. বা-নঃ মরু অঞ্চলের বৃক্ষ বিশেষ, যা ঋজু ও মসৃন সৌন্দর্যে প্রিয়জনের সাদৃশ্যে তার স্মরণ জাগায়।
৭. আলাম : হারানো স্মৃতির চিহ্নরাজি।
৮. عدول শব্দটি عادل (আ-দিল)র বহু বচন। (এক বচনের অধিক হওয়ায় এ প্রয়োগ) অর্থাৎ সে স্বাক্ষীদ্বয়, যা ন্যায় সঙ্গত।

(৭)

وأثبت الوجدُ خطَّيْ عبرةٍ وضنًى
مثل البهار على خديك والعنمِ

উচ্চারণ

ওয়া আসবাতাল ওয়াজ্‌দু খাত্তাই আবরাতিন ওয়া দোয়ানান[৯]
মিসলাল বাহা-রি আলা খাদ্দাইকা ওয়াল আনামী।[১০]

সরল অনুবাদ

তোমার প্রেমের অস্থিত্ব যেন তোমার দু'গন্ড জুড়ে হলুদাভ চেহারায় রক্তমেশা অশ্রুর রক্তাভ রেখা অঙ্কন করেছে। তাতে ফুলের বিশেষ রূপ রাঙা সৌন্দর্যের অবতারণা হয়েছে। (অর্থাৎ রোগ পাংশুটে বিবর্ণ চেহারায় খুন রাঙা-অশ্রু দু'ধারায় নেমে এসে এ রূপকল্প সৃষ্টি করেছে যে, হলুদের বুকে লালের ছোঁয়ায় এ যেন অপূর্ব এক হলদে গোলাপ।)

কাব্যানুবাদ

প্রেম প্রমাণে কাতর দেহ, কপোল বেয়ে অঝোর-নয়ন,
পীত বরণ ওই গন্ডে যেন, লালচে হলুদ রূপের কানন।

৯. ضنى (দ্বোয়ানান) রোগকাতর।
১০. العنم (আল আনাম) রক্তিম শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ বিশেষ। আবেগাতিশয্যে অশ্রুর সাথে রক্ত এসে ঈষৎ রক্তিমাভ হওয়ায় এরূপ উপমার প্রয়োগ।

(৮)

نعمْ سرى طيفُ منْ أهوى فأرقني
والحب يعترض اللذات بالألمِ

উচ্চারণ

নাআম সারা ত্বাইফু মান আহ্‌ওয়া ফাআররাকানী,
ওয়াল হুব্বু ইয়া'তারিদুল লাযযাতি বিল আলামী।

সরল অনুবাদ

হ্যাঁ, স্বীকার করি, যাঁকে আমি মন দিয়ে চাই,তাঁর মিলনাকাংখা আমার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়, আমাকে কাঁদায়। তাঁর মুহাব্বত আমার সুখস্বপ্নের সকল আনন্দকে বেদনায় পর্যবসিত করে[১১]।

কাব্যানুবাদ

হ্যাঁ গো, প্রেমাস্পদের খেয়াল, নিদ্রা-বিহীন নিশির বেদন,
প্রেম এনেছে ব্যথার জ্বালা, করলো সকল সুখ যে হরণ।

১১. এখানে এসে কবির স্বগতঃ প্রশ্নাবলির উত্তর তাঁর স্বীকারোক্তিতে প্রদত্ত হল যে, হ্যাঁ, তিনি নবী প্রেমগ্রস্থ। মদীনা শরীফের প্রাচীন নিদর্শনাদি তাঁকে ক্রমশঃ ব্যথাতুর করে তুলেছে। প্রেম ভালবাসার বেদনাহত কবি বুসেরী আত্মগত প্রশ্নের আদলে একান্ত মনের আকুতি প্রকাশ করলেন।

(৯)

يا لائمي في الهوى العذري معذرة
مني إليك ولو أنصفت لم تلـــمِ

উচ্চারণ

ইয়া লা-ইমী ফিল হাওয়াল উযরিয়্যী[১২] মা' যিরাতান,
মিন্নী ইলাইকা ওয়া লাও আনসাফতা লাম তালুমী।

সরল অনুবাদ

(মুহব্বতের প্রশ্নে) হে আমার তিরস্কারকারী, আমার এ বিষয়টি বনু উযরার প্রেমের মত। এখানে তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। ওজরটুকু মেনে নাও। ন্যায় সঙ্গত দৃষ্টি ভঙ্গি থাকলে তোমরা আমাকে তিরস্কার করতে না।

কাব্যানুবাদ

প্রেমের পথে নিন্দা আমার, দাওনা ছেড়ে বিরাগ ভাজন,
বিচার যদি করতে সঠিক, আসত না এই নিন্দা জ্ঞাপন।

[১২]. العذرى (আলউযরিয়্যী) বনু উযরার প্রতি নিসবত। ইয়ামেনের এক গোত্র, যাদের প্রেমাকর্ষন অদম্য রকম প্রবল। অত্যধিক প্রেমকাতর হওয়ায় তাদের অধিকাংশের আয়ু ত্রিশ পেরোত না। তাদের কাউকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমাদের হৃদয় গুলো অতি কোমল ও সংবেদনশীল। আমাদের মহিলারা অত্যধিক সুন্দরী। (ইতরুল ওয়ারদা) কারো ব্যাখ্যায়, এটা সে ওজর'র দিকে সম্পর্কিত, যা মেনে নিতে হয়।

(১০)

عَدتْكَ حالِي لا سِرِّي بمســـــتترٍ
عن الوشاة ولا دائي بمنحســـمِ

উচ্চারণ

আদাতকা হা-লীয়া লা সিররী বিমুসতাতিরী,
আনিল উশা-তি[১৩] ওয়ালা দা-ঈ বিমুনহাসিমী।

সরল অনুবাদ

আমার এ অবস্থা নিজ গন্ডিকেও ছাড়িয়ে গেল, সেই ব্যথা আর গোপন রইলনা। কুৎসা রটনাকারীর মুখ থেকে মুখে ছড়িয়ে আমার কষ্ট যেন পেছনে লেগেই রইল।

কাব্যানুবাদ

আমার এ হাল তোমায় পাবে, গোপন নাহি রয় সে বেদন,
নিন্দুকেরও নয় অজানা, রোগ নহে মোর সারার মতন।

(১১)

محضْتني النصح لكن لست أســمعهُ
إن المحب عن العذال في صــممِ

উচ্চারণ

মাহাদ্বতানিন নুসহা লা-কিন লাসতু আসমাউহু
ইন্নাল মুহিব্বা আনিল উযযা-লি ফী সোয়ামামী।

সরল অনুবাদ

হে তিরস্কার কারী, তুমি আমাকে উত্তম উপদেশই দিয়েছ বটে ; কিন্তু আমি তা শুনিনি। নি:সন্দেহ প্রকৃত প্রেমিক নিন্দুকের নিন্দায় কান দেয় না, এ ক্ষেত্রে সে যেন বধির।

কাব্যানুবাদ

শোনাও তুমি আচ্ছা কথা; কিন্তু আমার নেইতো শ্রবণ,
নিন্দুকে সে দেয় না আমল, বধির থাকে প্রেমিক যে জন।

[১৩]. الوشاة এক বচনে واشى (ওয়াশী)। অর্থাৎ যারা দাগ লাগায়। এখানে রূপকার্থে কুৎসা কারী।

(১২)

إنى اتهمت نصيحَ الشيب في عذَلٍ
والشيبُ أبعدُ في نصح عن التهـــم

উচ্চারণ

ইন্নিত তাহামতু নাসীহাশ শাইবি ফী আযালী,
ওয়াশ শাইবু আবআদু ফী নুসহিন আনিত তুহামী।

সরল অনুবাদ

নিজে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে আমার তিরস্কারে উৎসাহী উপদেশকারীকে আমি নিন্দনীয় মনে করি। অথচ বৃদ্ধকাল উপদেশের ক্ষেত্রে তিরস্কার থেকে অনেক দূরবর্তী। (যেহেতু প্রবীনরাই উপদেশ দেবার হকদার। এখানে প্রেম বিভোরতা লক্ষনীয়।)

কাব্যানুবাদ

জীবন ভাটায় শোনায় কথা, দেই সে মুখে ছাই অভাজন,
নিন্দনীয় নয় উপদেশ, ভাসল ভাটায় যার সে জীবন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

الفصل الثانى فى منع هوى النفس

নফস'র চাহিদা নিবৃত্তি প্রসঙ্গে

২য় পরিচ্ছেদ

(১৩)

فإنَّ أمَارتي بالسوءِ ما أتعظـــتْ
من جهلها بنذير الشيب والهـــرم

উচ্চারণ

ফা ইন্না আম্মারাতী বিস সু-ই মাত তাআযাত,
মিন জিহ্‌লিহা বিনাযীরিশ শাইবি ওয়াল হারামী।

সরল অনুবাদ

অত:পর আমার নফস, যা আমাকে মন্দ কাজে অত্যধিক আদেশ করে, বার্ধক্যে উপনীত বয়োজৈষ্ঠদের সতর্কতা সত্ত্বেও নিজ অজ্ঞতাবশে কোন উপদেশই শুনলো না[১৪]।

কাব্যানুবাদ

শুনলো না সে অজ্ঞতাতে নফসে আম্মা-রা মোর এমন,
যদিও ছিল অনেক দামী অভিজ্ঞতার সেই সে বচন।

[১৪]. অর্থাৎ আমার মন্দ কাজে ইচ্ছুক দাতা নফস কোন উপদেশ শুনেনি। প্রবীন, বয়স্ক লোকের সাবধানতা সত্ত্বেও মূর্খতা বশেই সে নসীহত শুনে নি।

(১৪)

ولا أعدّتْ من الفعل الجميل قرى
ضيفٍ ألمّ برأسي غيرَ محتشم

উচ্চারণ

ওয়ালা আ আদ্দাত মিনাল ফি'লিল জামীলি কিরা,
দ্বাইফিন আলাম্মা বিরা'সী গাইরা মুহতাশামী।

সরল অনুবাদ

আর, না আমার নফস সুন্দর আচরণের দ্বারা ওই অতিথির আপ্যায়ন করল, যে শুভ্রবসনে আমার মাথায় আসন নিল, নফস সে অতিথিকে অমর্যাদা করল।

কাব্যানুবাদ

করেনি যে তৈরী সে নফ্স্ শুভ কাজের পান ও ভোজন,
মাথার পরে শুভ্র শ্বেত যেই অতিথির হয় আগমন।

(১৫)

لو كنتُ أعلم أني ما أوقرُه
كتمتُ سراً بدا لي منه بالكتمِ

উচ্চারণ

লাও কুনতু আ'লামু আন্নী মা উওয়াক্কিরুহু,
কাতামতু সিররান বাদা-লী মিনহু বিল কাতামী।

সরল অনুবাদ

যদি আমি জানতাম যে, এ (সম্মানিত) অতিথির সমাদর করবো না, তবে (নফস'র দৃষ্টিতে) পক্কতার শ্বেতরূপ ত্রুটি, যা আমার মাথায় প্রকাশ পেয়েছে, তা (কলপের রং দিয়ে) ঢেকে দিতাম[১৫]। অথবা এর গুঢ় অর্থ হয়, অন্তত : আমার গুনাহ্র যে ত্রুটি এ যাবৎ প্রকাশ পেয়েছে, তা আমার তাওবা ও সংযত আচরণ দিয়ে পরিবর্তন করে দিতাম।

কাব্যানুবাদ

হায়, যদি মোর থাকতো জানা, তার সমাদর হয় যে কেমন,
প্রকাশ পাওয়া মোর ত্রুটিরে লুকিয়ে দিতাম ভিন্ন বরণ।

[১৫] বার্ধক্যের শুভ্রতা (চুল,দাঁড়ি পেকে যাওয়া) নফসর দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত, তবে তা মানুষকে সমীহ'র পর্যায়ে উন্নীত করে। তাই সেটা সম্মানেরই বিষয়।

(১৬)

منْ لي بردِّ جماحٍ من غوايتها
كما يُردُّ جماحُ الخيلِ باللُّجُمِ

উচ্চারণ

মান লী বিরাদ্দি জিমাহিন মিন গাওয়াইয়াতিহা,
কামা ইউরাদ্দু জিমাহুল খাইলি বিল লুজামী।

সরল অনুবাদ

অবাধ্য নফস'র দৌরাত্ম্য সামাল দেবার মত আমার কে আছে ?
যে ভাবে দুষ্ট ঘোড়াকে লাগাম দিয়ে বাগে আনা হয়।

কাব্যানুবাদ

নষ্টামী যা নফসে আমার, রুখবে তা কে আছে এমন ?
আনতে বাগে দুষ্ট ঘোড়ায় লাগাম টেনে থামায় যেমন।

(১৭)

فلا ترمْ بالمعاصي كسرَ شهوتها
إنَّ الطعام يقوي شهوةَ النَّهمِ

উচ্চারণ

ফালা-তারুম বিল মাআসী কাসরা শাহওয়াতিহা,
ইন্নাত ত্বাআমা ইউক্বাওভি শাহ্ওয়াতান নাহিমী।

সরল অনুবাদ

গুনাহ্র কাজে লিপ্ত থেকে নফসের খাহেশ দমন করতে চেওনা। ভোজন প্রিয়তা লোভের ইচ্ছাকে শক্তি যোগায়[১৬]।

কাব্যানুবাদ

পাপের কাজে লিপ্ত থেকে লিপ্সা কী তার করবি দমন ?
পেটুক মনে দ্যায় প্রেরণা, কাম বাসনা বাড়ায় ভোজন।

[১৬] নফস দমনের ক্ষেত্রে রসনা সংযত করা জরুরী। সাধকের ৩ টি গুন হল, কম খাওয়া, কম নিদ্রা ও কম কথা বলা।

(১৮)

والنفسُ كالطفل إن تُهْملهُ شبَّ على
حب الرضاعِ وإن تفطمهُ ينفطـمِ

উচ্চারণ

ওয়ান নাফসু কাত ত্বিফলি ইন তুহমিলহু শাব্বা আলা,
হুব্বির রিদ্বা-ই ওয়া ইন তাফত্বিমহু ইয়ানফাত্বিমী।

সরল অনুবাদ

আর এ 'নফস' হল দুধের শিশুর মত। তুমি যদি তাকে দুধ পান করতে দাও, সে দুধ পান করে যাবে, আর দুধের আকাংক্ষা বড় হয়ে গেলেও যাবেনা। ছাড়াতে চেষ্টা করলেই সে ছাড়বে, নচেৎ নয়। নফসকেও তার স্বভাবগত আচরণ থেকে সংযত না করলে ক্রমশ অবাধ্য হয়ে ওঠবে।

কাব্যানুবাদ

'নফস' দুধের শিশু,তারে রাখলে থাকে দুধেই মগন,
ছাড়াও যদি দুধের মায়া, আসবে ফিরে অন্য ভূবন।

(১৯)

فاصرفْ هواها وحاذر أن تُوَليَـهُ
إن الهوى ما تولَّى يُصْمِ أو يَصِـمِ

উচ্চারণ

ফাআসরিফ হাওয়া-হা ওয়া হা-যির আন তুওয়ালিয়াহু,
ইন্নাল হাওয়া মা তাওয়াল্লা ইউসমি আও ইয়াসিমী।

সরল অনুবাদ

তার বল্গাহীন ইচ্ছা আকাংখাকে সংযত রাখো, তাকে তোমার চালক বানাবেনা। সাবধান! কারণ, নফস যাকে বাগে পায়,তাকে ধংস করে অথবা ঘৃণিত করে ছাড়ে।

কাব্যানুবাদ

দাও তাড়িয়ে তার সে খেয়াল, মেনো না তার কোন শাসন,
বশ হলে তার মারবে প্রাণে, ঘৃন্য করে ছাড়বে জীবন।

(২০)

وراعها وهي في الأعمالِ سـائمةٌ
وإنْ هي استحلتِ المرعى فلا تُسِمِ

উচ্চারণ

ওয়া রা-ইহা ওয়াহিয়া ফিল আ'মা লি সা-ইমাতুন,
ওয়া ইন হিয়া ইসতাহলাতিল মারআ ফালা তুসিমী।

সরল অনুবাদ

আর নফসকে পর্যবেক্ষনে রেখো, ওটা আমলের ক্ষেত্রে ময়দানে চরে বেড়ানো প্রাণীর মত[১৭]। যদি তা চারণ ভূমে মজা পেতে থাকে, তবে তাকে সেখানে চরতে দিওনা।

কাব্যানুবাদ

খেয়াল রেখো তার চাতুরী, আমল জুড়ে তার দু' নয়ন,
চারণ ভূমির পায় মজাতো, রাখবে দূরে তার বিচরণ।

(২১)

كمْ حسنتْ لذةً للمرءِ قاتلـةً
مـن حيث لم يدرِ أنَّ السم فى الدسـمِ

উচ্চারণ

কাম হাসসানাত লাযযাতান লিলমারই কা-তিলাতান,
মিন হাইসু লাম ইয়াদরি আন্নাস সাম্মা ফিদ দাসামী।

সরল অনুবাদ

প্রবৃত্তির এ নফস ব্যক্তির (রসনার) স্বাদকে আকর্ষনীয় করে তোলে, যা ব্যক্তির জন্য প্রাণ সংহারক[১৮]। কারণ, সে ব্যক্তি জানতেই পারে না যে, চর্বিতে বিষ মেশানো থাকে।

কাব্যানুবাদ

নফস বলে স্বাদ মনোহর, কিন্তু ডেকে আনবে মরণ,
চর্বিতে রয় বিষের জ্বালা, জানে না যার হয় তা ভোজন।

---

[১৭] আমলের ক্ষেত্রে নফস'র সাথে ময়দানে চরে বেড়ানো প্রাণীর উপমার তাৎপর্য হল, যখন সে তাওবা করে আমলের দিকে মনোনিবেশ করে, তখন রিয়া, তাকাব্বুর ইত্যাদির শিকার হয়। কারণ, মানুষের মধ্যে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তাতে নফস খুশী হয়। তাই আত্মপ্রবৃত্তি যা পছন্দ করে, তা থেকে তাকে বিরত রাখতে হয়।

[১৮] প্রবৃত্তির প্ররোচনা প্রতারণার মত, যা থেকে বেঁচে থাকা মুশকিল, কিন্তু জরুরীও।

(২২)

واخش الدسائس من جوعٍ ومن شبع
فرب مخمصةٍ شر من التخـــمِ

উচ্চারণ

ওয়াখশাদ দাসা-ইসা মিন জু-ইঁও ওয়া মিন শাবাইন,
ফারুব্বা মাখমাসাতিন শাররুম মিনাত্ তুখামী।

সরল অনুবাদ

(রোযার দ্বারা) ভূখা অবস্থায় এবং অতি ভোজনের তৃপ্তি-নফস'র উভয় প্রকার ধোঁকাকে ভয় কর। অভুক্ততা অনেক ক্ষেত্রে পানাহার করা থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে।

কাব্যানুবাদ

পাঁয়তারাকে ভয় করো তার, ক্ষুধায় কিংবা হোক না ভোজন,
খাওয়ার চেয়েও ভুখার মাঝেই কম বুঝি কি হয় যে ছলন[১৯] ?

(২৩)

واستفرغ الدمع من عين قد امتلأتْ
من المحارم والزمْ حمية النـــدمِ

উচ্চারণ

ওয়াসতাফরিগিদ দামআ মিন আইনিন ক্বাদ্ ইমতালাআত,
মিনাল মাহা-রিমে ওয়াল যিম হিমইয়াতান নাদামী।

সরল অনুবাদ

ওই চোখ হতে উত্তম ভাবে অশ্রু বিসর্জন করো, যা নিষিদ্ধ বিষয়াদি দর্শনের দোষে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আর লজ্জাবনত তাওবার আবেদন সুরক্ষা আবশ্যক করে নাও।

কাব্যানুবাদ

দাও ছেড়ে সে পাপরাজি যার গ্লানির ধারায় বইছে নয়ন[২০],
নাও খুঁজে সে সুরক্ষা যা অনুতাপের দেয় গো দহন।

[১৯] নফস (রোযার) ভূখা অবস্থায় রিয়া (লোক দেখানো) দিয়ে, অতি ভোজনে অলসতা দিয়ে ধোঁকা দেয়। রিয়া বিশিষ্ট নফল রোযা অনুতপ্ত অলস মানসের চেয়ে নিকৃষ্টতর।

[২০] পাপক্লিষ্ট নয়ন অনুতাপ বিগলিত অশ্রুধারায় স্বচ্ছ ও নির্মল হয়ে ওঠে। তাওবার অশ্রুই পারে আল্লাহর গযবের আগুনকে নেভাতে।

(২৪)

وخالف النفس والشيطان واعصِهما
وإنْ هما محضاك النصح فاتَّهِـــمِ

উচ্চারণ

ওয়া খা-লিফিন না-সা ওয়াশ শাইত্বা-না ওয়া'সিহিমা,
ওয়া ইন হুমা মাহ্হাদ্বা-কান নুসহা ফাততাহিমী।

সরল অনুবাদ

নফস (দুষ্টমতি) ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করো, তাদের অবাধ্য হও। যদিও উভয়ের পরামর্শকে খাঁটি ও উত্তম মনে হয়[২১]। এদের কথা চাকচিক্যময়, মন ভোলানো হলেও (নিশ্চিত থেকো) এরা মিথ্যুক[২২]।

কাব্যানুবাদ

নফস ও শয়তানের তুমি বিরোধী হও, রও আমরণ,
সত্য যদিও শোনায় তারা, মিথ্যে জেনো সে সম্ভাষণ[২৩]।

[২১] শয়তান সত্যি কথা বললেও তা সৎ উদ্দেশ্যে নয়। তাই একে বরাবরই মিথ্যুক জানতে হবে। নফসও প্রতারক, তার বুদ্ধি মানে ফন্দি ও চক্রান্ত। হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) গনিমতের মাল পাহারা দেয়ার সময় শয়তান মানুষের বেশে এসে তা চুরি করতে গেলে তাকে ধরে ফেলেন। এরপর তাকে আল্লাহর রসূলের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে সে কাকুতি মিনতি অনুনয় বিনয় করে জানালো, সে পরিবার পরিজন নিয়ে বড় কষ্টে আছে। যে কারণে এ কাজে এসেছে। এবার ছেড়ে দিলে সে আর আসবেনা। পরদিন সকালে তিনি রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে গেলে তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "গত রাতে তোমার বন্দীটা কী করল, হে আবু হুরায়রা"? উত্তরে তিনি ঘটনাটি খুলে বললে রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সে আবার আসবে।" এ ভাবে একই ঘটনা তিন রাতে ঘটল। ঐ চোর তাকে বলল, 'যদি আমাকে ছেড়ে দেন, তাহলে আমি আপনাকে একটি ফযিলত পূর্ণ আয়াত বলে দেব, যা আপনাকে নিরাপদ রাখবে'। এ বলে সে তাকে আয়াতুল কুরসীর কথা জানাল। শুনে পেয়ারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ইরশাদ করলেন, "জান সে কে ? সে শয়তান" । সে ঠিক কথাটিই বলেছে; কিন্তু সে মিথ্যুক। (বুখারী শরীফ)

[২২] শয়তানের প্ররোচনা যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, তা প্রত্যাখ্যান করে যেতে হবে। কারণ শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহর বাণী " ইন্নাশ শায়ত্বানা লিল ইনসা-নি আদুওউম মুবীন"। (অর্থাৎ নি:সন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু)

(২৫)

ولا تطعْ منهما خصماً ولا حكماً
فأنت تعرفُ كيدَ الخصم والحكمِ

উচ্চারণ

ওয়ালা তুত্বি' মিনহুমা খাসমাঁও ওয়ালা হাকামান,
ফা আনতা তা'রিফু কাইদাল খাসমি ওয়াল হাকামী।

সরল অনুবাদ

এই দু'জাতের কাউকে মান্য করবে না। সে শত্রু হোক, কিংবা সালিশকার।
কেননা, তুমি তো জানই, শত্রু এবং সালিশকারের চালবাজী কেমন হয়[২৪]।

কাব্যানুবাদ

শত্রু কিবা সালিশ আসুক, এদের নাহি মানবে কখন,
তুমিই জানো পরিণামে কে পর তোমার, কে হয় আপন।

(২৬)

أستغفرُ الله من قولٍ بلا عملٍ
لقد نسبتُ به نسلاً لذي عُقمِ

উচ্চারণ

আস্তাগফিরুল্লাহা মিন কাওলিন বিলা আমালিন,
লাক্বাদ নাসাবতু বিহী নাসলান লিযী উকুমী।

সরল অনুবাদ

যা করি না, তা বলা থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।
যা দ্বারা বন্ধা নারীর প্রতি সন্তান সম্পর্কিত করলাম বলেই সাব্যস্থ হবে।

কাব্যানুবাদ

খোদার কাছে চাই ক্ষমা তার, কাজ না করে দেই যে ভাষণ,
বন্ধ্যা হতে বংশ ধারার কথাটিও শোনায় তেমন।

---

[২৪] শত্রুও অনেক সময় বন্ধুর ছদ্মবেশ নেয়, অথবা দু পক্ষে বিরোধ মেটাতে তৃতীয় পক্ষ সাজে শত্রুর লোক। নফস ও শয়তানের নির্দেশে শত্রুরও মধ্যস্থতাকারীর কাজ করার বদঅভ্যাস থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে মান্য করা মানে নিজের পায়ে কুড়াল মারা।

[২৫] বন্ধ্যা নারী থেকে বংশধারার কথা যেমন হাস্যকর ফাঁকা বুলি, তেমনি আমল ছেড়ে কথা বলাও অদ্রুপ। আল্লাহর বাণী, "তোমরা যা করো না, তা কেন বলো"(সূরা সাফ)। ?

(২৭)

أمرتُك الخيرَ لكنْ ما ائتمرْتُ به
وما استقمتُ فما قولى لك استقمِ

উচ্চারণ

আমারতুকাল খাইরা লা- কিন মা'তামারতু বিহী,
ওয়ামাস্ তাকামতু ফামা কাওলী লাকা স্তাকিমী।

সরল অনুবাদ

আমি তোমাকে ভাল কাজ করার নির্দেশ দিয়েছি; কিন্তু নিজে সে নির্দেশ মেনে চলি নি[২৫]। আমি নিজে সৎ পথে অটল থাকি নি। তাহলে তোমাকে অটল থাকতে বলার কী যথার্থতা আছে ?

কাব্যানুবাদ

তোমায় দিয়ে সদুপদেশ, সেই মতো নেই আমার চলন,
'ঠিক থেকো' সে বলার কী ফল, নিজের হলে পদস্খলন ?

(২৮)

ولا تزوّدتُ قبل الموت نافلةً
ولم أصلِّ سوى فرضٍ ولم اصمِ

উচ্চারণ

ওয়ালা তাযাওওয়াদ্তু কাবলাল মাওতি না-ফিলাতান,
ওয়া লাম উসাল্লি সিওয়া- ফারদ্বিন ওয়া লাম আসুমী।

সরল অনুবাদ

আমি মৃত্যুর আগে পরযাত্রার কোন পাথেয় যোগাড় করিনি।
ফরয নামাযটুকু ছাড়া না কোন নফল নামায পড়েছি, না কোন রোযা পালন করেছি।

কাব্যানুবাদ

মৃত্যুর আগে করিনি তো বাড়তি নেকীর রসদ চয়ন,
ফরয ছাড়া নামাযও নেই, অধিক রোযার নেই তো সাধন।

---

[২৫]. পবিত্র কুরআনে আছে, "তবে কি তোমরা মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদের ক্ষেত্রে থাক উদাসীন? " (সূরা বাকারা : আয়াত : ৪৪)

الفصل الثالث فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم
আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র প্রশংসায়

৩য় পরিচ্ছেদ

(২৯)

ظلمتُ سنَّةَ منْ أحيا الظلام إلـــى
إنِ اشتكتْ قدماه الضرَ من ورمِ

উচ্চারণ

যোয়ালামতু সুন্নাতা মান আহ্ইয়ায যোয়ালামা ইলা,
আনিশতাকাত[২৬] ক্বাদামা-হুদ্ দুররা মিন ওয়ারামী।

সরল অনুবাদ

আমি ওই মহান সত্তা (নবীজি)'র সুন্নাত (জীবনাচার)র প্রতি অবিচার করেছি, যিনি আঁধার রাত এভাবেই বিনিদ্র অতিবাহিত করতেন যে, তাঁর পবিত্র দু'পা ফুলে যেত।

কাব্যানুবাদ

সুন্নাতে তাঁর দেইনি আমল , রাত যে নবীর কাটতো এমন,
তাহাজ্জুদে ঠাঁই দাঁড়িয়ে, উঠতো ফুলে পাক দু' চরণ।

[২৬]. আরবী শব্দে 'ইশতাকাত' আছে। এর অর্থ পীড়িত হয়ে পড়ল। যার কর্তা চরণদ্বয়। অর্থাৎ ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠল।

(৩০)

وشدَّ من سغبٍ أحشاءه وطـــوى
تحت الحجارة كشْحاً مترف الأدمِ

উচ্চারণ

ওয়া শাদ্দা মিন সাগাবিন আহশা-আহু ওয়া তাওয়া,
তাহ্তাল হিজা-রাতি কাশহান মুতরিফাল আদামী।

সরল অনুবাদ

ক্ষুধা ও অভুক্ততার কারণে তিনি নিজ পবিত্র উদর মুবারক বেঁধে নিয়েছেন। আর সেই পবিত্র নাজুক উদরকে পাথর শিলায় চেপে রেখেছেন।

কাব্যানুবাদ

ক্ষিদেয় কাতর শূণ্য উদর, বাঁধেন সেথায় শক্ত বাঁধন।
চাপলো কোমল জঠর জুড়ে কঠিন শিলার সেই যে ভূষন[২৭]।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[২৭] হযরত তালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি একবার আল্লাহর রাসূলের নিকট অনাহারের কথা নিবেদন করলাম। পেটের কাপড় তুলে দেখালাম, একটা পাথর বেঁধেছি। তখন তিনি আমাকে তাঁর পেট মুবারক কাপড় উঠায়ে দেখালেন। সেখানে আমার দ্বিগুন অর্থাৎ দু'টি পাথর বাঁধা রয়েছে।

(৩১)

وراودتْه الجبالُ الشمُ من ذهبٍ
عن نفسه فأراها أيما شـــممِ

উচ্চারণ

ওয়ারা-ওয়াদাতহুল জিবা-লুশ শুম্মু মিন যাহাবিন,
আন নাফসিহী ফাআরা-হা আইয়ামা শামামী।

সরল অনুবাদ

উঁচু উঁচু স্বর্ণের পাহাড় গুলো নিজের দিকে তাঁকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করল; কিন্তু তিনি তাদেরকে দেখালেন যে, তাঁর হিম্মত আরো বেশী উঁচু[২৮]। (তিনি ক্ষুধা ক্লিষ্ট হয়েও নিজ স্রষ্টার ওপর ভরসায় তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।)

কাব্যানুবাদ

পাহাড় নিজেই যাচলো তাঁরে সোনার দেহ করল ধারণ,
জাগল না তাঁর একটু মোহ, ফিরল না তায় দুইটি নয়ন।

(৩২)

وأكدتْ زهده فيها ضرورتُـــه
إنَّ الضرورة لا تعدو على العِصَمِ

উচ্চারণ

ওয়া আক্কাদাত যুহদাহু ফীহা দ্বারু-রাতুহু,
ইন্নাদ দ্বারু-রাতা লাতা'দু আলাল ইসামী।

সরল অনুবাদ

তাঁর প্রয়োজন বা চাহিদা পাহাড়গুলোর প্রতি তাঁর অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততাকে আরো দৃঢ়তর করে দিল। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সুরক্ষার ওপর জাগতিক প্রয়োজন কখনো প্রবল হতে পারে না।

কাব্যানুবাদ

অনাসক্তি বাড়ায় আরো, যখন জাগে তাঁর প্রয়োজন,
তাঁর চাহিদা প্রবল কভু হবেই নাকো ছাপিয়ে সে পণ।

[২৮] আবু উসামা বাহেলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, একবার আমার পরওয়ার দিগার আমার কষ্ট লাঘব করার জন্য মক্কার পাহাড়গুলোকে সোনা রূপায় পরিণত করে আমাকে দেখালেন। আমি সবিনয়ে আরয করলাম, ইয়া আল্লাহ, আমি একদিন খেয়ে আপনার শোকর করব, আরেক দিন না খেয়ে ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ করে আপনার করুণা প্রাপ্ত হব। (সূত্রঃ জামে'তিরমিযী)

(৩৩)

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورةُ منْ
لولاه لم تَخْرج الدنيا من العـدمِ

উচ্চারণ

ওয়া কাইফা তাদউ ইলাদ দুনইয়া দ্বারু-রাতু মান,
লাওলা-হু লাম তাখরুজিদ দুনইয়া মিনাল আদামী।

সরল অনুবাদ

আর প্রয়োজন বোধ তাঁকে কী করে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করবে, যিনি না হলে সারা দুনিয়াই তো অস্থিত্ব লাভ করত না[২৯]।

কাব্যানুবাদ

জগত পানে চাহিদা সব কেমন করে টানবে সে মন,
না হলে তাঁর সত্তা, কভু দুনিয়াটাও হয় কি সৃজন ?

(৩৪)

محمد سيد الكونين والثقليـــن
والفريقَين من عُرْب ومنْ عجـمِ

উচ্চারণ

মুহাম্মাদুন সায়্যিদুল কাওনাইনি ওয়াস সাক্বালাইন,
ওয়াল ফারীক্বাইনি মিন উরুবিঁও ওয়া মিন আজামী।

সরল অনুবাদ

(তিনি কে ?) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (তিনি) দুনিয়া ও আখেরাতের সর্দার, জ্বিন ও ইনসানের সর্দার এবং আরব অনারব দুভাগেই শ্রেষ্ঠতম বলে স্বীকৃত। (সৃষ্টিকুলে যাঁর তুলনা নেই)

কাব্যানুবাদ

মুহাম্মদই দু'কুলপতি, জ্বিন-ইনসানের সে মান্য জন,
অনারব ও আরব জুড়ে নেই তুলনা, শ্রেষ্ঠ এমন।

[২৯] হাদীসে নবভী থেকে চয়নকৃত শব্দ বিশেষ প্রয়োগ পূর্বক সেই হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত প্রদত্ত। হাদীসে "لولاك" 'র ওপর আপত্তি এতে দূর্বল হয়ে যায় বৈকি।

(৩৫)

نبينا الآمرُ الناهي فلا أحـــدٌ
أبرَّ في قولٍ لا منه ولا نعـــمِ

উচ্চারণ

নাবিয়্যুনাল আ-মিরুন নাহী ফালা-আহাদুন,
আবাররা ফী কাওলি লা- মিনহু ওয়ালা নাআমী।

সরল অনুবাদ

আমাদের নবী সৎ কাজের আদেশ দাতা এবং অসৎ কাজের বারণকারী। তাই শরীয়তের কোন বিষয়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর সৃষ্টিতে আর কেউ নেই।

কাব্যানুবাদ

নবীর হাতেই আদেশ নিষেধ, তাঁর মতো নেই আর কোনজন,
'হ্যাঁ' কিবা 'না' বলার মাঝে দীপ্ত এতো কার উচ্চারণ[৩০] ?

(৩৬)

هو الحبيب الذي ترجى شفاعـته
لكل هولٍ من الأهوال مقتحـــمِ

উচ্চারণ

হুয়াল হাবীবুল লাযী তুরজা শাফাআতুহু,
লি কুল্লি হাওলিম মিনাল আহ্ ওয়ালি মুক্তাহিমী।

সরল অনুবাদ

তিনি আল্লাহর সেই হাবীব, (কিয়ামতের) ঘোর বিপদগুলোর প্রত্যেকটিতে যাঁর সুপারিশ প্রত্যাশা করা হয়।

কাব্যানুবাদ

সেই প্রেমময় যাঁর সুপারিশ প্রত্যাশিত হয় যে তখন,
কিয়ামতের ঘোর বিপদে বেহাল দশা হয় গো যখন।

[৩০] সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, যখন আল্লাহর রাসুল হজ্বের ফরযিয়ত বা অপরিহার্যতা ঘোষনা দিলেন, তখন এক সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্, "এটা কি এই বছর, না প্রত্যেক বছর ফরয ?" তখন পেয়ারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন, "আমি যদি 'হ্যাঁ' বলে ফেলি, তবে প্রতি বছরই তোমাদের জন্য তা অপরিহার্য হয়ে যাবে"। এতে শরীয়তের বিধানে তাঁর দখল বা হস্তক্ষেপ প্রমাণিত। এদিকেই এ শেএর-এ ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি আদেশ দাতা, নিষেধ কর্তাও।

(৩৭)

دعا إلى الله فالمستمسكون بـــه
مستمسكون بحبلٍ غير منفصـــمِ

উচ্চারণ

দাআ ইলাল্লা-হি ফালমুস্তামসিকু-না বিহী,
মুস্তামসিকু-না বিহাবলিন গাইরি মুনফাসিমী।

সরল অনুবাদ

তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করেছেন। অতএব, তাঁর আহবানকৃত নীতি- বিশ্বাসকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধারণকারীরা যেন এমন মজবুত (আল্লাহর) রশিকে আঁকড়ে ধরেছে, যা ছিড়ে যাবার মত নয়[৩১]।

কাব্যানুবাদ

ডাকলো সবে আল্লাহ্ পানে, সেই ডাকে দেয় সাড়া যে জন,
এমন রশিই ধরলো তারা যে রশি না ছিঁড়বে কখন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[৩১] পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৫৬ তম আয়াতে 'আলউরওয়াতুল উসকা' ও সূরা আ-লে ইমরান'র ১০৩ নং আয়াতে 'ওয়া তাসিমু বিহাবলিল্লাহি'র দিকে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে।

(৩৮)

فاق النبيين في خَلقٍ وفي خُلـُقٍ
ولم يدانوه في علمٍ ولا كـــرمِ

উচ্চারণ

ফা-কান নাবিয়্যীনা ফী খালকিঁও ওয়া ফী খুলুকিন,
ওয়া লাম ইউদা-নূহু ফী ইলমিঁও ওয়ালা কারামী।

সরল অনুবাদ

রূপ সৌন্দর্য আর সুন্দর চরিত্র সুষমায় তিনি সকল নবী-রাসূলকে অতিক্রম করে গেছেন। জ্ঞান-গরিমা এবং দান-দক্ষিনায় তাঁরা কেউ তাঁর কাছাকাছিও পৌছেননি[৩২]।

কাব্যানুবাদ

রূপ আর জ্ঞানে ছাড়িয়ে গেলেন, সকল নবীর অতুল ভুবন,
জ্ঞান-গরিমা, দান-দক্ষিনায় নিকটে তাঁর নেই কোনো জন।

(৩৯)

وكلّهم من رسول الله ملتمـــس
غرفاً من البحر أو رشفاً من الديمِ

উচ্চারণ

ওয়া কুল্লুহুম মিন রাসূলিল্লা-হি মুলতামিসুন,
গারফাম মিনাল বাহরি আও রাশফাম মিনাদ দিয়ামী।

সরল অনুবাদ

তাঁদের (আলাইহিস্সালাম) প্রত্যেকে যেন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দয়ার সাগর থেকে এক আঁজলা (চিলু বা হাতের তালু পরিমান) ও তাঁর জ্ঞান গরিমার অজস্র বর্ষন ধারা থেকে এক চুমুক'র পিপাসিত বা প্রত্যাশী।

কাব্যানুবাদ

সেই রাসূলের প্রত্যাশাতে তাঁরা সবাই রয় যে মগন,
আঁজলা পাতে তাঁর দরিয়ায়, চায় করুণার বিন্দু পতন।

---

[৩২]. সূরা কালামের "انك لعلى خلق عظيم " এবং হাস্সান বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)র কণ্ঠে "واحسن منك لم ترقط عيني واجمل منك لم تلد النساء" এ না'তের যেন আরো পরিস্ফুটন ঘটেছে এ পংক্তিতে।

(৪০)

وواقفون لديه عند حدهـــم
من نقطة العلم أو من شكلة الحكمِ

উচ্চারণ

ওয়া ওয়া-কিফূ-না লাদাইহি ইনদা হাদ্দিহিম,
মিন নুকত্বাতিল ইলমি আও মিন শাকলাতিল হিকামী।

সরল অনুবাদ

তাঁর ইলম ও হিকমতের বিশালত্বের স্বরূপ এমন যে, তাঁরা (আম্বিয়া কেরাম) সকলে তাঁর সামনে নিজ নিজ মর্তবা নিয়ে এরূপ দৃশ্যমান যে, তাঁর ইলমের মহাগ্রন্থের মাঝে নুক্তা (বিন্দু) সদৃশ এবং তাঁর হেকমত প্রজ্ঞার কিতাবের মধ্যে স্বর চিহ্ন যেন।

কাব্যানুবাদ

তাঁর সকাশে দাঁড়িয়ে সবাই, যার যতটুক মকাম আপন,
বিন্দু সমান জ্ঞান দরিয়ার, হিকমতে স্বরচিহ্ন যেমন[৩৩]।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

---

[৩৩] এখানে নবী-রাসূলের মর্যাদাকে খাটো ভাবার অবকাশ নেই; বরং তাঁদেরকে ফযীলত ও মর্যাদা নিজ নিজ অবস্থানে আল্লাহ তাআলা নিঃসন্দেহে দিয়েছেন। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)কে আল্লাহ উন্নীত করেছেন প্রভূত মর্যাদায়। আর সকল নবী-রাসূলের নুবওয়ত-রিসালতের মৌলিকত্বে কোন প্রভেদ নেই,তাঁরা সকলেই নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবী রাসূল (তথ্য প্রমাণে সূরা বাকারার ২৫৩ ও ২৮৫ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।) حسن يوسف دم عيسى يد بيضا دارى آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى

(৪১)

فهو الذي تم معناه وصورتــه
ثم اصطفاه حبيباً بارئُ النســمِ

উচ্চারণ

ফাহুয়াল্লাযী তাম্মা মা'না-হু ওয়া সূরাতুহু,
সুম্মাস তোয়াফা-হু হাবীবান বারিউন নাসামী।

সরল অনুবাদ

তিনি হলেন এমন সত্তা, যিনি আত্মিক ও বাহ্যিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। অত:পর জগত স্রষ্টা তাঁকে আপন হাবীব হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

কাব্যানুবাদ

তিনি এমন সত্তা যে তাঁর রূপের কায়া, গুন ভরা মন,
জগত স্রষ্টা তাইতো বানান বন্ধু তাঁরে, পরম আপন।

(৪২)

منزهٌ عن شريكٍ في محاســنه
فجوهر الحسن فيه غير منقســمِ

উচ্চারণ

মুনাযযাহুন আন শারীকিন ফী মাহা-সিনিহী,
ফাজাওহারুল হুসনি ফীহি গাইরু মুনকাসিমী।

সরল অনুবাদ

নিজ সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি তুলনার উর্ধে, সে সৌন্দর্যেও কোন শরীক থেকে তিনি পবিত্র। তিনি অবিভাজ্য এক রূপের খনি, সে একক সৌন্দর্যের আধারে কোন অংশীদার নেই।

কাব্যানুবাদ

তাঁর সে রূপে নেইকো জুড়ি, নাই উপমা সে রূপ মোহন,
রূপের খনি একক তিনি, সেই রূপে নাই ভাগ-বিভাজন[৩৪]।

[৩৪] অর্থাৎ তাঁর সৌন্দর্যের ভুবনে তাঁর তুলনা শুধুই তিনি। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিতে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন সমকক্ষ রাখেন নি।

(৪৩)

دعْ ما ادّعتْهُ النصارى في نبيهم
واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم

উচ্চারণ

দা' মাদ্দাআতহুন নাসা-রা ফী নাবিয়্যিহিম,
ওয়াহ্কুম বিমা শি'তা মাদহান ফীহি ওয়াহ্তাকিমী।

সরল অনুবাদ

খৃষ্টান সম্প্রদায় নিজেদের নবী (হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম) সম্পর্কে (ত্রিত্ববাদের) যে দাবী করেছে, (হে পাঠক) তুমি (আমাদের প্রিয় নবী সম্পর্কে) তা বলোনা[৩৫], এটা ছাড়া তোমার মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাক এবং সে আকীদায় মজবুত ,অটল থেকো।

কাব্যানুবাদ

নবীর শানে ঈসায়ীদের ছাড়ো দাবী- সেই সে বচন,
এই ছাড়া তাঁর প্রশংসা-গীত গাইতে থেকো চাইবে যা মন।

(৪৪)

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف
وانسب إلى قدره ما شئت من عظمِ

উচ্চারণ

ওয়ানসুব ইলা যা- তিহী মা শি'তা মিন শারাফিন,
ওয়ানসুব্ ইলা কাদরিহী মা শি'তা মিন ইযামী।

সরল অনুবাদ

যে টুকু চাও তাঁর সত্তার দিকে শরাফত বা আভিজাত্য নির্দেশ করো[৩৬], যেমনটি ইচ্ছা হয় তাঁর মহান মর্যাদার প্রতি মহিমা আরোপ করো।

কাব্যানুবাদ

ইচ্ছে মত যাও করে নাম, সত্তাতে যা হয় গো শোভন,
মহিমা তাঁর যাও, বলে যাও, তাঁর শানেতে উচিৎ যেমন।

[৩৫] পিতাবিহীন সৃজন প্রক্রিয়ার কারণে ঈসা (আলাইহিস্সালাম) সম্পর্কে খৃষ্টানদের মধ্যে অনেক অলীক আকীদা প্রচলিত। কারো মতে, তাঁর মধ্যে লাহুত ও নাসুত উভয়টা রয়েছে,তাই তিনি মানুষ ও আবার খোদাও (নাউযুবিল্লাহ) ! কারো মতে, তাঁর মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ প্রবিষ্ট হয়েছেন, কারো মতে, তিনি খোদার পরিবারের তিন সদস্যের একজন। অর্থাৎ তাঁর জননী মরিয়ম (আলাইহিস্সালাম), আল্লাহ্র স্ত্রী, তিনি পুত্র।

[৩৬] বস্তুত : নবীর প্রশংসা করা আল্লাহ্রই নির্দেশ। (সূত্র: সূরা ৩৩, আয়াত ৫৬)

(৪৫)

فإن فضل رسول الله ليس لـــــه
حدٌّ فيعرب عنه ناطقٌ بفـــــمِ

উচ্চারণ

ফাইন্না ফাদ্বলা রাসুলিল্লাহি লাইসা লাহু,
হাদ্দুন ফাইউরিবু আনহু না-তিকুম বিফামী।

সরল অনুবাদ

কেননা রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফযীলত ও মর্যাদার কোন সীমা নেই, যা কোন বাকশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি নিজ ভাষায় বর্ণনা করতে পারে।

কাব্যানুবাদ

মাহাত্ম্যে যাঁর নাই যে সীমা, খোদার রাসুল উদার এমন,
কোন মুখে যে বর্ণনা দেয়, কার বা আছে সেরূপ বচন ?

(৪৬)

لو ناسبت قدرَه آياتُه عظمـــاً
أحيا اسمُه حين يدعى دارسَ الرممِ

উচ্চারণ

লাও না-সাবাত কাদরাহু আ-য়া-তুহু ইযামান,
আহ্ইয়া ইসমহু হীনা ইউদআ দা-রিসার রিমামী।

সরল অনুবাদ

সুমহান মর্যাদার অনুপাতে যদি তাঁর মু'জিযা প্রকাশ পেত, তবে তাঁর নাম মুবারক যখনই উচ্চারণ করা হতো, মাটিতে মিশে যাওয়া মূর্দা হাড়গুলো জীবিত হয়ে যেত[৩৭]।

কাব্যানুবাদ

মু'জিযা তাঁর সে রূপ হলে মর্যাদা রয় ব্যাপক যেমন,
গোর দেশে সব চূর্ণ হাড়ে নামটি শুনেই আসত জীবন।

---

[৩৭] অর্থাৎ তাঁর মর্যাদা যেমন ব্যাপক, মু'জিযা সে অনুপাতে ব্যাপক হারে প্রকাশ পায়নি। তেমন হলে যখনই তাঁর নাম কারও মুখে উচ্চারিত হত, তখনই কবর ফুড়ে বিচূর্ণ হওয়া মৃতদের হাড়সমূহ জীবিত হয়ে ওঠত। কোন অনুবাদকের মন্তব্য, মৃতকে জীবিত করার চেয়ে পাথর কণা জীবিত মানুষের মত কথা বলাটা অনেক আশ্চর্যের, কারণ এর মধ্যে আদৌ কখনো প্রাণ ছিলনা।

(৪৭)

لم يمتحنا بما تعيا العقولُ بـــه
حرصاً علينا فلم نرْتبْ ولم نهـــمِ

উচ্চারণ

লাম ইয়ামতাহিন্না বিমা তা'ইয়াল উকুলু বিহী,
হিরসোয়ান আলাইনা ফালাম নারতাব ওয়ালাম নাহুমী।

সরল অনুবাদ

বুদ্ধি লোপ পায়, এমন নির্দেশ দিয়ে তিনি আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন নি[৩৮]। কারণ, আমাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম দয়া। ফলে আমরা তাঁর কোন নির্দেশ পালনে না সন্দিহান হয়েছি, না দ্বিধায় পড়েছি।

কাব্যানুবাদ

বুদ্ধি হারা হওয়ার মত দেন নি কভু হুকুম এমন,
মোদের ওপর তার দয়াতে দ্বিধায় কভু পড়বে না মন।

(৪৮)

أعيا الورى فهمُ معناه فليس يُرى
في القرب والبعد فيه غير مُنْفحـمِ

উচ্চারণ

আ'ইয়াল ওয়ারা ফাহ্মু মা'না-হু ফালাইসা ইউরা,
লিল কুরবি ওয়াল বু'দি ফীহি গাইরা মুনফাহিমী।

সরল অনুবাদ

তাঁর গুপ্ত রহস্য বুঝতে অপারগ সমগ্র সৃষ্টিজগত। তাঁর নৈকট্যে হোক,বা দূরবর্তী, যে কারো কাছে তাঁর প্রকৃত রহস্য আবিস্কারে হত বুদ্ধি হওয়া ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না।

কাব্যানুবাদ

সৃষ্টিকে দেয় বিমূঢ় করে তত্ত্ব ভেদে তাঁর সে গোপন,
যায় না দেখা, রয় অপলক দূরের হোক, কি নিকট সে জন[৩৯]।

---

[৩৮] আল্লাহ ও রাসূল সাধ্যের বাইরে কোন কাজ করতে আমাদেরকে বাধ্য করেন না। আর এ দ্বীনের মধ্যে আমাদের জন্য কোন কষ্ট বা অকল্যাণও রাখেন নি। এটা কুরআনে ও হাদীসে একাধিকবার বলা হয়েছে।

[৩৯] তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী এ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত জানায় যে, "লাম ইয়া' রিফনী হাকীকাতান গাইরু রাব্বী" (অর্থাৎ আমার স্রষ্টা ছাড়া আমার প্রকৃত স্বরূপ কেউ বুঝে নি)

(৪৯)

كالشمس تظهر للعينين من بعُدٍ
صغيرةً وتكلُّ الطرفَ من أمَمِ

উচ্চারণ

কাশ শামসি তাযহারু লিল আইনাইনি মিম বু'দিন,
সাগীরাতান ওয়া তাকিল্লুত তোয়ারফু মিন আমামী।

সরল অনুবাদ

(তাঁর স্বরূপ দর্শন অসম্ভব! বিষয়টির উদাহরণ সূর্যের মত এ ক্ষেত্রে) তিনি সূর্যের মত। দূর থেকে দেখলে দু'চোখের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রাকৃতি মনে হয়। কিন্তু সরাসরি দেখতে গেলে মানুষের চোখ আপনিই বন্ধ হয়ে যায়।

কাব্যানুবাদ

দূর থেকে ওই সূর্য যেমন দেখতে ছোট পায় দু'নয়ন,
নিকট থেকে দেখলে তারে, বুঁজবে আঁখি আপনি তখন[৪০]।

(৫০)

وكيف يُدْرِكُ في الدنيا حقيقتَه
قومٌ نيامٌ تسلوا عنه بالحُلُمِ

উচ্চারণ

ওয়া কাইফা ইউদরিকু ফীদ্দুনইয়া হাকীকাতাহু,
কাওমুন নিয়া- মুন তাসাল্লু আনহু বিল হুলুমী।

সরল অনুবাদ

আর ওই জনগোষ্টি কী করে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দুনিয়াতে অনুধাবন করতে পারবে; যারা সুখ-স্বপ্নের তৃপ্তি নিয়ে বেঘোরে ঘুমিয়ে আছে ?

কাব্যানুবাদ

জগৎ কুলে কেমন করে বুঝবে যে তাঁর স্বরূপ কেমন,
রইছে যারা ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে বিভোর, বেহুঁশ, মগন।

[৪০] সূর্যকে তার রশ্মির প্রখরতার কারণে, সরাসরি দেখার ক্ষমতা কারো নাই। আবার সূর্য অনেক দূরবর্তি হওয়ায় এ পৃথিবী থেকে তাকে আকারে ছোট মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতই সূর্যের আকার এত ছোট নয়। অবস্থানগত দূরত্বের কারনেই শুধু এমনটি দেখা যায়।

(৫১)

فمبلغ العلمِ فيه أنه بشرٌ
وأنه خيرُ خلقِ الله كلهمِ

উচ্চারণ

ফামাবলাগুল ইলমি ফীহি আন্নাহু বাশারুন,
ওয়া আন্নাহু খাইরু খালকিল্লাহি কুল্লিহিমী।

সরল অনুবাদ

সাধারণ মানুষের বোধ এতটুকুই যে, তিনি নিছক একজন মানুষই। কিন্তু ধ্রুব সত্য এই যে, আল্লাহর সৃষ্টিতে তিনি সর্বোত্তম। তাঁর সাথে কারো তুলনা চলে না[৪১]।

কাব্যানুবাদ

তাঁর বিষয়ে প্রান্ত জ্ঞানের,মানুষ তিনিই; কিন্তু এমন,
খোদার সৃষ্টি মাঝে তিনিই শ্রেষ্ঠতম, অতুল সৃজন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[৪১] নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য দেখে অনেক মানুষ তাঁকে নিজের মতই জ্ঞান করে। অথচ তা জঘন্য ভ্রান্তি। কারণ সমগ্র কায়েনাতের কাউকেই তাঁর সাথে তুলনা করা যায় না।
এ বিষয়টি ৪৯ নং শেএরে উদাহরণসহ উপস্থাপিত। হাদীসে রাসূলে স্পষ্টত: বলা হয়েছে "ايكم مثلى" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে আমার মত ? আর জেদ করে 'আমাদের মত' বলা কুফরী।

(৫২)

وكُلُ آيٍ أتى الرسل الكرام بها

فإنما اتصلتْ من نوره بهـــم

উচ্চারণ

ওয়া কুল্লু আ-য়িন আতার রুসুলুল কেরা-মু বিহা,

ফাইন্নামাত তাসোয়ালাত মিন নূরিহী বিহিমী।

সরল অনুবাদ

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস্সালাম) যা মু'জিযা নিয়ে এসেছেন, তার সবটাই আমাদের নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র নূরের বদৌলতে নসীব হয়েছে।

কাব্যানুবাদ

যে মু'জিযা সঙ্গে নিয়ে রাসুলগণের হয় আগমন,

তাঁরই নুরের উৎস হতে মিললো তাদের সে সব রতন[৪২]।

[৪২] কেননা সৃষ্টির আগেই আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর নূরে পাককে সৃষ্টি করেছেন, আর আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস্সালাম)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না হলে হে আদম, আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না"। আদম (আলাইহিস্সালাম)'র ললাটে থাকা নূরে মুহাম্মাদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সম্মানার্থে আদম (আলাইহিস্সালাম) ফেরেশ্তাদের সিজদা পেয়েছেন, তাঁর তাওবাও কবুল হয়েছে শেষ নবীর ওয়াসীলায় । (তাফসীরে কবীর দ্রষ্টব্য)

(৫৩)

فإنه شمسُ فضلٍ هم كواكبُهـا

يُظْهِرنَ أنوارَها للناس في الظُلـمِ

উচ্চারণ

ফাইন্নাহু শামসু ফাদ্বলিন হুম কাওয়া- কিবুহা,

ইউযহিরনা আনওয়া-রাহা লিন্নাসি ফিয যোলামী।

সরল অনুবাদ

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন ফযীলত মর্যাদার সূর্য, আর তাঁরা হলেন তাঁরই আলোদীপ্ত তারকার মত, মানুষের মনে অজ্ঞতার আধাঁরে তাঁর আলোই প্রদীপ্ত করেন।

কাব্যানুবাদ

মর্যাদার ওই সূর্য তিনি, তাঁরা সবাই তারার মতন।

মর্ত্যলোকের অন্ধকারে তাঁর সে জ্যোতির দেয় যে কিরণ।

(৫৪)

حتى اذا طلعت فى الكون عم هدا

ها العالمين واحيت سائرالامم

উচ্চারণ

হাত্তা ইযা তলাআত ফিল কাওনি আম্মা হুদা-

হাল আলামীনা ওয়া আহ্ইয়াত সা-য়িরাল উমামী।

সরল অনুবাদ

এক পর্যায়ে যখন নবুওয়তের সূর্য উদিত হয়ে গেল,তাঁর (হেদায়তের) আলো তখন পৃথিবীতে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে গেল। আলোর সে পরশমনির ছোঁয়ায় জাগিয়ে তুলল তামাম জগতের সকল জাতি-সম্প্রদায়, গোত্রকে।

কাব্যানুবাদ

সেই রবিরই ফুটলো কিরণ, উঠলো হেসে আলোয় ভুবন,

বিশ্ব জুড়ে জাগায় সবে, আনলো যে তা নতুন জীবন[৪৩]

[৪৩] পংক্তিদ্বয়ে সুরা নসর'র বিষয় বস্তুর পরিস্ফুটন ও প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়।

(৫৫)

أكرمْ بخَلْق نبيّ زانه خُلُـــقٌ
بالحسن مشتمل بالبشر متَّســـــمِ

উচ্চারণ

আকরিম বিখালকি নাবিয়্যিন যা-নাহূ খুলুকুন,
বিল হুসনি মুশতামিলিম বিল বাশারি মুত্তাসিমী।

সরল অনুবাদ

প্রিয় নবীর পবিত্র অবয়ব জুড়ে কতই না আভিজাত্য! 'যাকে খুলুকে আযীম'র অলঙ্কার আরো সুসজ্জিত করেছে। অপূর্ব সৌন্দর্য আর প্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট কী পবিত্র চেহারা!

কাব্যানুবাদ

অপূর্ব সেই নবীর সুরত আখলাকে যার অলংকরণ,
ললাট এমন প্রশস্ত, তায় খেলছে রূপের সজীব কানন।

(৫৬)

كالزهر في ترفٍ والبدر في شرفٍ
والبحر في كرمٍ والدهر في هِمَمِ

উচ্চারণ

কায যাহরি ফী তারাফিন, ওয়াল বাদরি ফী শারাফিন,
ওয়াল বাহ্‌রি ফী কারামিন, ওয়াদ দাহ্‌রি ফী হিমামী।

সরল অনুবাদ

তাঁর পবিত্র শরীর পুষ্পকোমল। স্নিগ্ধ উদার আভিজাত্যে যেন পূর্ণিমার চাঁদ। দয়া ও বদান্যের ব্যাপক প্রবাহে যেন অতল সাগর এবং সদিচ্ছার প্রত্যয়ে কালের প্রবাহ যেন[৪৪]।

কাব্যানুবাদ

কোমল রূপে পুষ্প নাজুক, উদার, স্নিগ্ধ চাঁদ সে ধরণ,
সৎ সাহসে থ' বনে যুগ, দয়ার সাগর বিশাল সে মন।

[৪৪] এ উপমা, উদাহরণ সাধারণ পাঠককে উপলব্ধির কাছে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই। নয়তো সৃষ্টির কোন কিছুকে তাঁর সাথে তুলনা করা ধৃষ্টতার নামান্তর। তিনি উপমার উর্ধে। কারণ যাঁ'র ওয়াসীলায় অন্য সব সৃষ্টির অস্তিত্ব হয়েছে, তাঁর সাথে কোন সৃষ্ট বস্তুর তুলনা চলে না। তবে ন্যূনতম কোন গুন বৈশিষ্টের সাদৃশ্য থাকলে বাহ্যিক উপমা বৈধ। যেমন انما انا بشر مثلكم।

(৫৭)

كانه وهو فردٌ من جلالتـــــه
في عسكرٍ حين تلقاه وفي حشمِ

উচ্চারণ

কাআন্নাহু ওয়া হুয়া ফারদুন মিন জালালাতিহী,
ফী আসকারিন হীনা তালকা-হু ওয়া ফী হাশামী।

সরল অনুবাদ

তাঁর তেজস্বিতার ধরণ এমন ছিল যে, তিনি আপন স্বভাব সুলভ ব্যাক্তিত্ব নিয়ে একাকী থাকলেও দেখতে মনে হবে তিনি সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন[৪৫]।

কাব্যানুবাদ

সৎ সাহস ও তেজস্বিতায় থাকলে একাও দেখায় এমন,
বীর সেনানীর ঘেরায় তিনি, সঙ্গে আরো ভক্ত, স্বজন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[৪৫] আল্লাহর ওয়াদা তো তাঁর নিরাপত্তার জন্য ঘোষিতই আছে - وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (দ্র. সূরা মায়েদা, আয়াত ৬৭)

(৫৮)

كأنما اللؤلؤ المكنون فى صدفٍ
من معْدنَي منطقٍ منه ومُبْتَسـم

উচ্চারণ

কাআন্নামাল লু' লুউল মাকনূনু ফী সোয়াদাফিন,
মিম মা'দানাই মানতিকিম মিনহু ওয়া মুবতাসিমী।

সরল অনুবাদ

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা বলা ও মৃদু হাসি এ'দুটি প্রিয় অবস্থা যেন দু'টি রত্নখনি, যা থেকে নি:সরিত হয় ঝিনুকের বুকে লুকানো মুক্তো রাজি।

কাব্যানুবাদ

ঝিনুক বুকে লুকিয়ে থাকা আনকোরা সব মুক্তো যেমন,[৪৬]
কথা ও হাসির ছড়ায় দ্যুতি নুরের দু'টি সে প্রস্রবন।

(৫৯)

لا طيبَ يعدلُ تُرباً ضم أعظُمَـهُ
طوبى لمنتشقٍ منه وملتثـم

উচ্চারণ

লা-ত্বীবা ইয়াদিলু তুরবান দোয়াম্মা আ'যুমাহু,
তু-বা লিমুনতাশিকিম মিনহু ওয়া মুলতাসিমী।

সরল অনুবাদ

কোনো সুরভি মদিরা ওই ধুলোমাটির সমান হবে না, যা তাঁর দেহ মুবারকের সাথে লেগে আছে। ধন্য সে ব্যক্তি, যে সেই পবিত্র মাটির সুঘ্রান নিতে পেরেছে এবং তা চুমোতে পেরেছে।

কাব্যানুবাদ

পাক দেহ সেই ছোঁয় যে মাটি, তার সম নেই খোশবু এমন[৪৭],
ঘ্রাণ নিলে আর চুমলে তারে, ধন্য মানি সেই সে জীবন।

---

[৪৬] যখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা বলতেন এবং মৃদু হাসতেন, তখন তাঁর শুভ্র, সুন্দর পবিত্র দাঁত মুবারকের ঝিলিক প্রকাশ পেত। সেই রূপকল্পই এই পংক্তিদ্বয়ে মূর্ত হয়ে ওঠেছে।

[৪৭] মু'জিযাপূর্ণ বেলাদত যেমন, ওফাত ও নয় কম অশ্চার্যের। তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধান উভয়টাই অভিনব, গোসল দিতে আলী (রা:)র অনুভূতি যা স্বাক্ষ্য দেয়।

الفصل الرابع فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم

নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র শুভ আবির্ভাবের বর্ণনায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(৬০)

أبان مولدُه عن طيب عنصـره
يا طيبَ مبتدأٍ منه ومختتـم

উচ্চারণ

আবা-না মাওলিদুহু আন ত্বীবি উনসুরিহী,
ইয়া ত্বীবা মুবতাদাইম মিনহু ওয়া মুখতাতামী।

সরল অনুবাদ

তাঁর শিশু দেহের পবিত্র ঘ্রাণ প্রকাশ করে দিল তাঁর শুভাগমনের ঐতিহাসিক ক্ষণ,[৪৮] কী মনমাতানো সুগন্ধ তাঁর আসার এবং যাওয়ার শুভক্ষণে!

কাব্যানুবাদ

'অপূর্ব সেই দেহের সুবাস জানান দিল তাঁর আগমন,
অবাক করা জন্ম শুভ, সেই মদিরা যাবারও ক্ষণ।

---

[৪৮] আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহ:) বলেন -

جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند-اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام

(যে মনোরম প্রভাতে উদিত হল তৈয়বার চাঁদ, সেই চিত্তহরা শুভ মুহূর্তেকে লাখো সালাম।

(৬১)

يومٌ تفرَّس فيه الفرس أنهـــمُ
قد أَنْذِروا بحلول البؤْس والنقـمِ

উচ্চারণ

ইয়াউমুন তাফাররাসা ফীহিল ফুরসু আন্নাহুম,
ক্বাদ উনযিরূ বিহুলু লিল বু'সি ওয়ান নিকামী।

সরল অনুবাদ

এটা সেই দিন, যেদিন পার্সীরা (গণক, পূর্বাভাষ বা সামগ্রিক অবস্থা দ্বারা) জেনে গেল যে, অচিরেই তাদের রাজত্বের বিলুপ্তি ঘটবে এবং তারা শাস্তি ভোগ করবে, তাদের এ মর্মে সতর্ক করা হল।

কাব্যানুবাদ

জানলো সেদিন পার্সীরা সব, আশংকাতে ভরল যে মন,
জীবন হবে কঠিন কত, নামল সাজার এই কি সমন?

(৬২)

وبات إيوان كسرى وهو منصدعٌ
كشملِ أصحاب كسرى غير ملتئـمِ

উচ্চারণ

ওয়া বা-তা আইওয়া নু কিসরা ওয়া হুয়া মুনসাদ্বিউন,
কাশামলি আসহাবি কিসরা গাইরা মুলতাইমী।

সরল অনুবাদ

কিসরা বাদশা (নওশিরওয়ান)'র প্রাসাদ চুড়া সেই (মীলাদে মোস্তাফার) রাতে ভেঙ্গে পড়ল, যেভাবে তার সৈন্যদলও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, যাদের সংগঠিত হবার মত আর অবকাশ থাকেনি।

কাব্যানুবাদ

কিসরাদের ওই প্রাসাদ চুড়া পড়লো ভেঙে সেই সে লগন,
সিপাইরা তার বাঁচতে গিয়ে প্রানপণেতে পালায় যেমন।

(৬৩)

والنار خامدةُ الأنفاسِ من أسـفٍ
عليه والنهرُ ساهي العينِ من سدمِ

উচ্চারণ

ওয়ান না-রু খা-মিদাতুল আনফা-সি মিন আসাফিন,
আলাইহি ওয়ান নাহরু সা-হীল আইনি মিন সাদামী।

সরল অনুবাদ

নবীজির শুভাগমনের পবিত্র মুহূর্তে পারসিকদের পূজার অগ্নিকুন্ড (যা হাজার বছর ধরে জ্বলছিল) বাদশার আফসোসে ঠান্ডা নি:শ্বাস ফেলে নিভে গেল। ফোরাত নদী বাঁধভাঙ্গা উচ্ছাস নিয়ে দু'কুল ছাপিয়ে সা-ওয়া হ্রদে গিয়ে পড়ে[৪৯]। মূল ফোরাত শুকিয়ে যায়।

কাব্যানুবাদ

দম হারিয়ে নিভল আগুন, জ্বলছিল যা সহস্র সন,
ফোরাত নদী উঠল ফেঁপে দু'কুল ছেপে বয় যে পরাবন।

[৪৯] ফোরাত কুফার নিকটবর্তী বিখ্যাত নদী। যার ওপর শাহে কিসরা নওশিরওয়ান পুল তৈরী করে এক আলীশান মহল ও তার আশে পাশে অনেক গীর্জা ও পূজার অগ্নিকুন্ড বানায়। সে ঐতিহাসিক তারিখে ফোরাত হঠাৎ ফুলে ফেঁপে বাঁধ ভাঙ্গা গতিতে দুকুল ছাপিয়ে দামেশক ও ইরাকের মধ্যবর্তী সাদাহ হ্রদে গিয়ে পতিত হয় ও মূল নদী শুকিয়ে যায়। এগুলো ছিল আখেরী নবীর আবির্ভাব কালীন সংকেত।

(৬৬)

والجنُ تهتفُ والأنوار ساطعـــةٌ

والحق يظهرُ من معنىً ومن كَلِمِ

উচ্চারণ

ওয়াল জিন্নু তাহ্‌তিফু ওয়াল আনওয়া-রু সা-ত্বিআতুন,

ওয়াল হাক্কু ইয়াযহারু মিন মা' নান ওয়া মিন কালিমী।

সরল অনুবাদ

(তাঁর শুভাগমনে) জ্বিন জাতি অদৃশ্য থেকে স্বাগত সম্ভাষণের আওয়াজ তুলেছিল, নূরের জ্যোতিতে আলোর উৎসব উদযাপিত হয়েছিল[৫১]। আর নবুওয়তের সত্য আলোক উদ্ভাসে সরবেই প্রকাশিত হয়েছিল।

কাব্যানুবাদ

জ্বিন ঘোষে তাঁর আগমনী, নূরের আলোয় হাসল ভুবন,

জাহের-বাতেন সত্যালোকে মু'জিযারই প্রকাশ এমন।

[৫১] নবী জননী হযরত আমেনা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)র বর্ণনা মতে, সে পবিত্র মুহূর্তে এমন নূর প্রকাশিত হয়েছিল, যার আলোতে পূর্ব পশ্চিম আলোকিত। এমন কি সিরিয়ার দালানকোটা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছিল। এভাবে নূরের আলোয় প্রকাশ্যরূপে এবং জ্বিনের আওয়াজে অপ্রকাশ্য বা অদৃশ্য ভাবেও হক বা তাঁর নবুওয়তের দীপ্তি প্রকাশ পায়।

(৬৪)

وساءَ ساوة أنْ غاضت بحيرتُهـا

ورُدَّ واردُها بالغيظ حين ظمـي

উচ্চারণ

ওয়া সা-আ সা-ওয়াতা আন গা-দ্বাত বুহাইরাতুহা,

ওয়া রুদ্দা ওয়া-রিদুহা বিল গাইযি হীনা যোয়ামী।

সরল অনুবাদ

সাওয়া বাসীদের হ্রদের পানি শুকিয়ে যাওয়া তাদের দু:খ ডেকে আনল, তৃষ্ণার্ত লোক পানি নিতে এসে শুষ্ক হ্রদ দেখে ক্ষুব্ধমনে ফিরে গেল[৫০]।

কাব্যানুবাদ

সাওয়া বাসীর দু:খ আনে হ্রদ শুকানোর এই অঘটন,

তৃষ্ণাতেও জল না পেয়ে নিরাশ ফেরে ক্ষুব্ধ সে মন।

(৬৫)

كأنّ بالنار ما بالماء من بـــلل

حزْناً وبالماء ما بالنار من ضَـرم

উচ্চারণ

কাআন্না বিন্না-রি মা- বিল মা-ই মিন বালালিন,

হুযনাওঁ ওয়া বিল মা-ই মা বিন্না-রি মিন দ্বারামী।

সরল অনুবাদ

বস্তুত, যে তারল্য ও সিক্ততা পানিতে থাকে, তা যেন আগুনে এসে গেল। একই ভাবে দু:খ বিষন্নতায় আগুনের ধর্ম এল পানিতে। অর্থাৎ প্রচন্ড বিষাদে আগুন নিভে গেল, আর পানি শুকিয়ে গেল।

কাব্যানুবাদ

পানির থাকে তারল্য যা আগুন হল ঠিকই তেমন,

বিষন্নতায় জল শুকিয়ে আগুনসম দেয় যে দহন।

[৫০] জলোচ্ছ্বাসে ফোরাত নদী পানিশূণ্য (শুষ্ক) হয়ে যায়। অত:পর হ্রদের পানিও শুকিয়ে যায়। দুটোই শুকিয়ে যাওয়ার বর্ণনা বিদ্যমান।

(৬৭)

عَمُوا وصمُّوا فإعلانُ البشائر لــمْ
تُسمعْ وبارقةُ الإنذار لم تُشـــــَم

<u>উচ্চারণ</u>

আমূ ওয়া সোয়াম্মূ ফা-ইলা-নুল বাশায়িরি লাম,
তুসমা'ওয়া বা-রিক্বাতুল ইনযা-রি লাম তুশামী।

<u>সরল অনুবাদ</u>

তারা অন্ধ হয়ে গেছে, হয়ে গেছে বধির (যারা আলোর বন্যা চোখ থাকতেও দেখেনি,কান থাকতে জ্বিনের সরব অভিবাদন শোনে নি, এমন সত্যবিমুখ) সুখবার্তার ঘোষণা যাদের কানে যায়নি, সতর্কতার সচকিত করা আলোর দ্যূতিও যাদের চোখে পড়েনি[৫২]।

<u>কাব্যানুবাদ</u>

চোখ থেকেও অন্ধ তারা, কর্ণে নাহি লয় তা শ্রবণ,
সুসংবাদে দেয়নি তো কান,বিজলী ভয়ে চায় নি কখন।

(৬৮)

من بعد ما أخبر الأقوامَ كاهِنُهُمْ
بأن دينَهم المعوجَّ لم يقـــــمِ

<u>উচ্চারণ</u>

মিম বা'দি মা আখবারাল আক্বওয়া-মা কা-হিনুহুম,
বিআন্না দীনাহুমুল মুআওওয়াজা লাম ইয়াকুমী।

<u>সরল অনুবাদ</u>

তাদের নিজ নিজ গণকেরা এ কথা জানিয়ে দেবার পরেও যে, তাদের বক্র (যা সরল নয়) দ্বীন আদৌ আর টিকবে না। (তথাপি তারা সত্য স্বীকার করল না।)

<u>কাব্যানুবাদ</u>

জানিয়ে দেবার পরেও তাদের, ছিল যারা গণক আপন,
বক্র তাদের দ্বীন যে কভু টিকবে না, সে অলীক স্বপন।

[৫২] নবুওয়তের এমন প্রমাণ অলৌকিক লক্ষনাদি প্রকাশ সত্ত্বেও যারা ঈমানের সৌভাগ্য বঞ্চিত রয়ে গেছে, তাদের বাহ্যিক চোখ কান কোন কাজেই আসল না।

(৬৯)

وبعد ما عاينوا في الأفق من شُهُب
منقضّةٍ وفق ما في الأَرض من صنمِ

<u>উচ্চারণ</u>

ওয়া বা'দা মা আ-য়ানু ফিল উফুক্বি মিন শুহুবিন,
মুনক্বাদদ্বাতিন ওয়াফকা মা ফিল আরদ্বি মিন সোয়ানামী।

<u>সরল অনুবাদ</u>

তারা ঈমান আনেনি এটাও দেখার পরে যে, আকাশের প্রান্ত হতে আগুনের হল্কা পড়ছে, তদ্রুপ তাদের জড়মূর্তি গুলো মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

<u>কাব্যানুবাদ</u>

আকাশ জুড়ে তারার ছোটাছুটি তারা দেখল যখন,
মূর্তিরা সব পড়ল ঝুঁকে, দেখেও তাদের ফিরল না মন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

(৭০)

حتى غدا عن طريق الوحي منهزمٌ
من الشياطين يقفو إثر مُنــــهزِمِ

উচ্চারণ

হাত্তা গাদা আন ত্বরীকিল ওয়াহ্য়ি মুনহাযিমুন,
মিনাশ শায়া-ত্বীনি ইয়াকফু ইসরা মুনহাযিমী।

সরল অনুবাদ

অভিশপ্ত শয়তানের দল ওয়াহী (ঐশী বাণী) অবতরণ কালে আসমানের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে আড়িপাতার) রাস্তা থেকে এমন ভাবে পালিয়ে গেল, যেমন প্রাণভয়ে একের পেছনে অন্যজন ছুটে পালায়[৫৩]।

কাব্যানুবাদ

ওহীর পথে আড়িপাতা ছাড়ল অভিশপ্ত সে জন,
শয়তানেরা একের পিছে অপর ছুটে পালায় এমন।

[৫৩] শেষ নবীর আবির্ভাবের পূর্বে জ্বিন শয়তানেরা আসমানের দরজায় দাঁড়িয়ে ওহীর বিষয়ে শুনে নিত এবং এসে গণকদের সরবরাহ করত। শেষ নবীর আবির্ভাবের পর হতে তা বন্ধ হয়ে যায়, কারণ শয়তানদের শিহাব (তারা)'র ফুলকি নিক্ষেপ করে ফেরেশতারা তাড়া করত। যা রাতের বেলা হঠাৎ তারা খসে পড়ার মতই দেখায়। হযরত সাওয়াদ বিন কারব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আমার এক জ্বিন বন্ধু ছিল। সে আমাকে ভবিষ্যতের অনেক সংবাদ জানিয়ে দিত। আমি লোকদেরকে তা জানিয়ে দিতাম । এতে তাদের কাছে আমার সম্মান বেড়ে যায়। একদিন সে আমাকে এসে বলল, আমাদের জন্য আসমানী সংবাদ জানার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। যখনই আমরা আসমানের দিকে যেতে চাইলাম তখন আমাদের দিকে ফেরেশতারা তারকাবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। এবার তুমি সৎপথ খুঁজে দেখ। লুওয়াই বিন গালেব গোত্র হতে এক পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে, যিনি এক আল্লাহর পথে হেদায়ত করেন এবং মূর্তিপূজা ও শির্ক থেকে বারণ করেন। এভাবে তিন দিন সে আমাকে একই কথা বলল। এতে ইসলামের প্রতি আমার অন্তরে আকর্ষন জাগে। এক পর্যায়ে আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র খেদমতে হাজির হয়ে গেলাম এবং ইসলামে দীক্ষিত হয়ে ধন্য হলাম।

(৭১)

كأنهم هرباً أبطالُ أبرهـــــةٍ
أو عسكرٌ بالحَصَى من راحتيه رُمِي

উচ্চারণ

কাআন্নাহুম হারাবান আবত্বা-লু আবরাহাতিন,
আও আসকারুম বিল হাসোয়া মির রা-হাতাইহি রুমি।

সরল অনুবাদ

(নিক্ষিপ্ত তারকার ভয়ে শয়তান জ্বিন পলায়নের উদাহরণ ছিল), তারা যেন আবরাহার সৈন্যদের মতই পলায়ন রত। অথবা ঐ সেনাদলের মত, যাদের প্রতি হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) র পবিত্র হাতের তালুদ্বয় হতে পাথুরে ধূলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল[৫৪]।

কাব্যানুবাদ

আবরাহার ওই সৈন্য যেমন, পালায় ছুটে তারাও তেমন,
বদর মাঠে কাফের ছুটে যেমন করে রাখতে জীবন

[৫৪] পংক্তিদ্বয়ে পলায়নরত শয়তানদের উদাহরণ দু'টি পরাস্ত বাহিনীর সাথে দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি আবরাহার হস্তীবাহিনী, যার বর্ণনা সুরা ফীল এ রয়েছে। অপরটি বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপরীতে আসা সৈন্য বাহিনী। যেটার ইঙ্গিত সূরা আনফালের এ আয়াতে রয়েছে,
"وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى"
[অর্থাৎ যখন বদর যুদ্ধের সূচনায় আপনি ধুলো নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন তা আপনি করেন নি; বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই করেছিলেন।]

(৭২)

نبذاً به بعد تسبيحٍ ببطنهمـــا

نبذَ المسبِّح من أحشاءِ ملتقـــمِ

উচ্চারণ

নাবযাম বিহী বা'দা তাসবীহিম বিবাত্বনিহিমা,

নাবযাল মুসাব্বিহি মিন আহ্শা-ই মুলতাক্বিমী।

সরল অনুবাদ

রাসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধের ময়দানে ওই অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন, যখন সেগুলো মু'জিযা স্বরূপ তাঁর পবিত্র হাতের মুঠোতে তাসবীহ পড়ছিল। তাঁর ওই তাসবীহকারী কঙ্কর নিক্ষেপ তাসবীহ পাঠকারীকে [অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আলাইহিস্সালাম) কে] ওই মাছের উগলে দেয়ার মত, যে সামুদ্রিক মাছটি হযরত ইউনুস (আলাইহিস্সালাম)কে গিলে নিয়ে ছিল[৫৫]।

কাব্যানুবাদ

মাছের উদর হতে ছিল তাসবীহকারীর সে উদগীরন,

তাসবীহ পড়া পাথর কণাও সে হাত হতে ছুটলো যেমন।

[৫৫] তাসবীহকারী ইউনুস (আলাইহিস্সালাম)কে মাছের পেট হতে উগলে দেয়া যেমন তার সম্প্রদায়ের জন্য (দোযখ হতে) মুক্তির কারণ ছিল, তেমনি তাসবীহকারী কঙ্করকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র পবিত্র (মুজিযার) হাত থেকে নিক্ষেপ করাও শত্রুর আক্রমন হতে সাহাবীদের নাজাতের কারণ ছিল। উভয় নিক্ষেপের মধ্যে নাজাত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যগত মিল ছিল।

الفصل الخامس فى ذكر يمن دعوته صلى الله عليه وسلم
তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বরকত পূর্ণ আহবানের বর্ণনায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(৭৩)

جاءتْ لدعوته الأشجارُ ســـاجدةً

تمشى إليه على ساقٍ بلا قـــدمِ

উচ্চারণ

জা-আত লিদা'ওয়াতিহিল আশজা-রু সাজিদাতান,

তামশী ইলাইহি আলা সা-কিম বিলা কাদামী।

সরল অনুবাদ

আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখের আহবানে বৃক্ষও সিজদায় ঝুঁকে হাজির হল।

পা বিহীন কান্ডের ওপর ভর দিয়ে সে চলে এল।

কাব্যানুবাদ

সিজদানত বৃক্ষ এল তাঁর আহ্বান হলোই যখন,

কান্ড 'পরে আসল ছুটে নেই যদিও তার দু চরণ।

(৭৪)

كأنّما سَطَرتْ سطراً لما كتبتْ
فروعُها من بديع الخطِّ في اللّقَمِ

উচ্চারণ

কাআন্নামা সাতোয়ারাত সাত্বরান লিমা কাতাবাত,
ফুরু-উহা মিম বাদীইল খাত্ত্বি ফিল লাকামী।

সরল অনুবাদ

সেই বৃক্ষ আসতে পথে এমন রেখার টান টানল, যাতে এর ডাল-পালা পথের বুকে এক অভিনব কায়দায় (তাঁর মু'জিযার কথা) লিখে দিল।

কাব্যানুবাদ

নিজ শাখাতে টানল সে টান, পথের বুকে এমনি আঁকন,
শির নোয়ায়ে লিখল বুঝি তাঁর মহিমার বিরল লিখন।

(৭৫)

مثلَ الغمامة أنّى سار سائرةً
تقيه حرَّ وطيسٍ للهجير حَمِى

উচ্চারণ

মিসলাল গামা-মাতি আন্না-সারা সা-ইরাতান,
তাকীহি হাররা ওয়াত্বীসিন লিল হাজীরি হামী।

সরল অনুবাদ

সে রূপ তিনি যেখানেই যেতেন, মেঘখন্ড ছায়া দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করত। গ্রীষ্মের দুপুরে জ্বলন্ত চুলার মত খরতাপ থেকে তাঁকে রক্ষা করে চলত[৫৬]।

কাব্যানুবাদ

মেঘের দলে যেমন চলে যে পথে তাঁর হয় সে গমন,
ভর দুপুরে গগণ চুলার তাপের যেন হয় নিবারণ।

[৫৬] এটা তাঁর অন্যতম মু'জিযা ছিল, যা মা খাদীজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), বুহাইরা পাদ্রীসহ অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছিল।

(৭৬)

أقسمْتُ بالقمر المنشق إنّ لـــه
من قلبه نسبةً مبرورة القســـمِ

উচ্চারণ

আকসামতু বিল কামরিল মুনশাক্কি ইন্না লাহু,
মিন কাল্‌বিহী নিসবাতাম মাবরূরাতাল কাসামী।

সরল অনুবাদ

আমি (দ্বিখন্ডিত) চাঁদের নির্ভুল শপথ করছি যে, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কলব মোবারকের সাথে এ চাঁদের অপূর্ব এক সম্পর্ক বিদ্যমান[৫৭]!

কাব্যানুবাদ

শপথ দৃঢ় ওই সে চাঁদের বক্ষেতে যার হয় বিদারণ,
কলবে পাকের সঙ্গে চাঁদের ভাব মিতালীর কী সংযোজন!

(৭৭)

وما حوى الغار من خير ومن كرمٍ
وكُلُّ طرفٍ من الكفار عنه عـمِى

উচ্চারণ

ওয়ামা হাওয়াল গা-রু মিন খাইরিন ওয়া মিন কারামিন,
ওয়া কুল্লু ত্বরফিম মিনাল কুফফারি আনহু আমী।

সরল অনুবাদ

আরো শপথ ওই সম্মান মর্যাদার, যা সওর গুহা ধারণ করেছে; কাফিরদের চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ার মত গুহায় থাকা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সিদ্দীক আকবর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দুজনকে দেখতে পেল না।

কাব্যানুবাদ

শপথ আরো সেই মহিমার সওর গুহার যা সঞ্চয়ন,
দৃষ্টি হারায় কাফের যত অন্ধ তাদের রয় যে নয়ন।

[৫৭] যে ব্যক্তি সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে শপথ বা কসম করে তার শপথ সত্য ও নির্ভেজাল। চাঁদের বুকে তাঁর ইশারায় দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঐতিহাসিক মু'জিযার চিহ্ন বিদ্যমান। আর স্বয়ং রাসূলের পবিত্র বক্ষদেশও বিদীর্ণ হয়েছিল।

(৭৮)

فالصِّدْقُ في الغار والصِّدِّيقُ لم يرِيا
وهم يقولون ما بالغـار مــن أرِمِ

উচ্চারণ

ফাস্ সিদ্কু ফিল গা-রি ওয়াস সিদ্দীকু লাম ইউরায়া,
ওয়াহুম ইয়াকুলু-না মা বিলগা-রি মিন ইরামী।

সরল অনুবাদ

তখন 'সত্য' [অর্থাৎ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি সত্যের মূর্তরূপ] ও সত্যায়নকারী (অর্থাৎ সিদ্দীকে আকবর) উভয়েই গুহায় অবস্থানরত ছিলেন, যাঁরা তাদের দৃষ্টিগোচর হন নি। আর তারা বলছিল, এ গুহায় কেউ থাকতে পারে না।

কাব্যানুবাদ

যায়নি দেখা গুহার মাঝে 'সিদ্ক্' ও সিদ্দীক সে দু'জন,
বলল তারা,কই এখানে পড়েনি তো কারোর চরণ।

(৭৯)

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على
خير البرية لم تنسُج ولم تحُــــمِ

উচ্চারণ

যোয়ান্নুল হামামা ওয়া যোয়ান্নুল আনকাবূতা আলা,
খাইরিল বারিয়্যাতি লাম তানসুজ ওয়া লাম তাহুমী।

সরল অনুবাদ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র শত্রুরা ভেবে নিল যে, যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন,তবে এর মুখে কবুতর ডিম পাড়তনা এবং মাকড়সাও জাল বুনত না[৫৮]।

কাব্যানুবাদ

কবুতরে ডিম দেবে কি ? ঘোরায় তাঁদের মগজ ও মন,
থাকলে নবী, মাকড়সা কি হেথায় করে জালের বুনন ?

[৫৮] কবুতরের ডিম পাড়া এবং মাকড়সার জাল বোনা প্রমাণ করছে এখানে কেউ প্রবেশ করে নি। করলে এ সবই অক্ষত থাকত না। অথচ আল্লাহর হুকুমে এখানে মরু অঞ্চলের বাবল বৃক্ষ এসে দাড়াঁয়, কবুতর এসে বাসা বাঁধে ও ডিম পাড়ে, উপরে মাকড়সা জাল বুনে, এগুলো অতিদ্রুতই সম্পন্ন হয়ে যায়।

(৮০)

وقايةُ الله أغنتْ عن مضاعفـــةٍ
من الدروع وعن عالٍ من الأطُمِ

উচ্চারণ

ওয়েকা-য়াতুল্লাহি আগনাত আন মুদ্বা-আফাতিন,
মিনাদ দুরূই ওয়া আন আ-লিম মিনাল উতুমী।

সরল অনুবাদ

আল্লাহ তাআলার সংরক্ষণ তাঁকে দ্বিগুন শত্রু কুলের পুরো বর্ম, সুদৃঢ় উচুঁ কেল্লা, শিরস্ত্রাণ, তথা বিপুল সমর সরঞ্জাম, এসব কিছু থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ করে দেয়।

কাব্যানুবাদ

দ্বিগুন পুরু বর্ম, উচুঁ কেল্লা-এ সব কী আয়োজন,
থাকলে খোদার সুরক্ষা যে কিছুই কি আর হয় প্রয়োজন ?

(৮১)

ما سامنى الدهرُ ضيماً واستجرتُ به
إلا ونلتُ جواراً منه لم يُضَـــــمِ

উচ্চারণ

মা সা-মানীদ দাহ্রু দ্বাইমান ওয়াস্তাজারতু বিহী,
ইল্লা ওয়া নিলতু জাওয়ারাম মিনহু লাম ইউদ্বামী।

সরল অনুবাদ

আমার ওপর বহমান কাল (বা সময়ের মানুষ) যখনই কোন দুঃখ-বেদনা দিয়ে নিপীড়ন করেছে এবং আমি তাঁর কাছে সহায় চেয়েছি,তখনই আমি তাঁর আশ্রয় পেয়েছি। ফলে সময় আমাকে কষ্ট দিতে পারে নি।

কাব্যানুবাদ

নবীর কাছে চাইলে সহায় দেয়নি সময় আমায় পীড়ন,
তাঁর করুণা যেই জুটেছে দুঃখ আমার হয় যে মোচন।

(৮২)

ولا التمستُ غنى الدارين من يده
إلا استلمت الندى من خير مستلمِ

উচ্চারণ

ওয়ালা ইলতামাস্তু গিনাদ দা-রাইনি মিন ইয়াদিহী,
ইল্লা স্তালামতুন নাদা মিন খাইরি মুস্তালামী।

সরল অনুবাদ

আমি তাঁর দয়া দক্ষিণা ভরা পবিত্র হাত হতে উভয় কুলের ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্য চেয়ে তাঁর দানের পবিত্র হাত চুমে ধন্য হইনি, (অর্থাৎ তাঁর দান হতে বঞ্চিত হয়েছি) এমন কখনও হয়নি[৫৯]।

কাব্যানুবাদ

হাত হতে তাঁর ভিক্ষা চেয়ে দুই জগতের প্রাচুর্য ধন,
পবিত্র হাত যেই চুমেছি, ভাগ্য খুলে, ধন্য জীবন।

(৮৩)

لا تُنكرِ الوحيَ من رؤياهُ إنّ لـــه
قلباً إذا نامتِ العينان لم يَنَـــم

উচ্চারণ

লা তুনকিরিল ওয়াহ্য়া মিন রু'ইয়া-হু, ইন্না লাহু,
ক্বালবান ইযা না-মাতিল আইনা-নি লাম ইয়ানামী।

সরল অনুবাদ

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বপ্ন দর্শন যে ওয়াহী বা ঐশী প্রত্যাদেশ, তা অস্বীকার করো না। কেননা তাঁর সুমহান অন্তরাত্মা কখনো নিদ্রাগ্রস্থ হয় না। যদিও পবিত্র দু'চোখ নিদ্রিত হয়।

কাব্যানুবাদ

অস্বীকারে যেওনা তো, আল্লাহ্‌র ওহী তাঁর যা স্বপন,
যদিও দু'চোখ নিদ-বোঁজা রয়, ঘুমায় না তাঁর পবিত্র মন।

[৫৯] আ'লা হযরতের এ ছত্রেও বুসেরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র এ পংক্তিরই প্রতি ধ্বনি,

ہم بھکاری وہ کریم انکا خدا ان سے فزوں—اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی

(৮৪)

وذاك حين بلوغٍ من نبوتـــــه
فليس يُنكرُ فيه حالُ مُحتلـــــم

উচ্চারণ

ওয়া যা-কা হীনা বুলু-গিম মিন নুবুওওয়াতিহী,
ফা লাইসা ইউনকারু ফীহি হা-লু মুহ্‌তালামী।

সরল অনুবাদ

এটা বয়:প্রাপ্ত হওয়ার সময়ের কথা, আর তখনই তো স্বপ্ন দর্শনের যথার্থ বয়স[৬০]। যে বয়সে নবীর স্বপ্নাদেশ (ওয়াহী বিধায়) অস্বীকার করা যায় না।

কাব্যানুবাদ

নবুওয়তের পূর্ণশশী ষোলকলায় পৌঁছে যখন,
উড়িয়ে দেয়া যায় কি ভরা যৌবনের ওই সত্য স্বপন ?

(৮৫)

تبارك الله ما وحيٌ بمكتسَـــبٍ
ولا نبيٌّ على غيبٍ بمتهَـــــمِ

উচ্চারণ

তাবা-রাকাল্লাহু মা ওয়াহ্‌ইউম বিমুকতাসাবিন,
ওয়ালা নাবিয়্যুন আলা গাইবিম বিমুত্তাহামী।

সরল অনুবাদ

মহান আল্লাহ্‌ বরকত ময়, ওহীর নেয়ামত ইচ্ছে হলে কেউ অর্জন করে নিতে পারে না। আর কোন নবীকে ওহীর (গায়েবী সংবাদ) বিষয়ে মিথ্যা অপবাদ বিদ্ধ করাও যায় না। (ওহী সত্য, নবী রাসুলগণ সত্য।)

কাব্যানুবাদ

আল্লাহ্‌ তা'আলার বরকত অতি, নয়তো ওহী অর্জিত ধন,
মিথ্যে কী হয় গায়বী খবর হয় যদি তা নবীর বচন?

[৬০] সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ওহী হতে পারে না, শুধু নবীর স্বপ্নই ওহী, যা অনস্বীকার্য খোদায়ী নির্দেশ হিসাবে বিবেচিত। এজন্য ইবরাহীম'র (আলাইহিস্‌সালাম) পুত্র যবাইয়ের স্বপ্নাদেশ কার্যকর করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। নবীর স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশনা মানতে উম্মত বাধ্য।

(৮৬)

اياته الغر لا يخفى على احد
بد ونها العدل بين الناس لم يقم

উচ্চারণ

আয়া-তুহুল গুররু লা- ইয়াখফা আলা আহাদিন,
বিদু-নিহাল আদলু বাইনান না-সি লাম ইয়াকুমী।

সরল অনুবাদ

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওওয়াতের নিদর্শনাদি অতি সুস্পষ্ট, কারো কাছে গোপন নয়। এ ঐশী নির্দেশনা ছাড়া মানুষের মাঝে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

কাব্যানুবাদ

মু'জিযা তাঁর উদ্ভাসিত, কারো কাছে নেই যে গোপন,
সে সব বিনে লোকের মাঝে হয় না কায়েম হকের বচন।

(৮৭)

كم أبرأت وصِباً باللمس راحتُه
وأطلقتْ أرباً من ربقة اللمـــمِ

উচ্চারণ

কাম আবরাআত ওয়াসিবাম বিল্লামসি রা-হাতুহু,
ওয়া আত্‌লকাত্ আরিবাম মির রিবকাতিল লামামী।

সরল অনুবাদ

কত রুগ্ন,পীড়িত তাঁর ছোঁয়াতে পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গেল, তাঁর স্পর্শে কত বিকৃত মস্তিষ্ক পর্যন্ত সুস্থ হয়ে গেল। (অতএব, আমার সুস্থতাও অচিরেই কাম্য।)

কাব্যানুবাদ

তাঁর ছোঁয়াতেই সুস্থ সবল হয় যে কত অসুস্থ জন,
হাত লাগালেই পাগল জনের হয় স্বাভাবিক সব আচরণ।

(৮৮)

وأحيتِ السنةَ الشهباء دعوتُـــه
حتى حكتْ غرّةً في الأعصر الدُهُمِ

উচ্চারণ

ওয়া আহ্‌য়াতিস সানাতাশ শাহবা-আ দা'ওয়াতুহু,
হাত্তা হাকাত গুররাতান ফিল উ'সুরিদ দুহুমী।

সরল অনুবাদ

খরাশুষ্ক মৃত বছরকে তাঁর পবিত্র মুখের দোয়া সজীব, জীবন্ত করে তুলে[৬১]। শস্য, শ্যামল রূপ এক পর্যায়ে মরুর বুকে কালচে সবুজ রঙে শোভনীয় হয়ে ওঠে।

কাব্যানুবাদ

খরায় মরা কতই না সন তাঁর দোয়াতে পায় তো জীবন,
মরুর বুকে কালচে সবুজ ফুটলো শ্যামল রূপ কী শোভন !

(৮৯)

بعارضٍ جاد أو خِلْت البطاحَ بها
سَيْبًا من اليمِّ أو سيلاً من العَـرِمِ

উচ্চারণ

বি আ- রিদিন জা-দা আও খিলতাল বিত্বা-হা বিহা,
সাইবাম মিনাল ইয়াম্মি আও সাইলাম মিনাল আরিমী।

সরল অনুবাদ

সেই দোয়ার প্রকাশ ঘটল সেই মেঘখন্ড হতে, যা প্রবল বর্ষন হয়ে নেমে এল। মনে হবে, 'আরিম' উপত্যকার বাঁধ ভেঙ্গে সাগরের জোয়ারসম প্লাবন ছুটল।

কাব্যানুবাদ

সেই সে মেঘের অযুত ধারা প্রবল জোরে বর্ষে যখন,
সাগর বুঝি আসল ছুটে, বাঁধ আরিমে ধসল প্লাবন।[৬২]

---

[৬১] নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র দু'হাত তুলে দোয়া করার সাথে সাথে দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টি ও খরাতে হঠাৎ মুষল ধারে বৃষ্টি নামে, তাঁর দোয়ার হাত নামানোর আগেই। এমন একাধিক ঘটনা বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

[৬২] সাবা রাজ্যের আরিম বাঁধ, যা ভেঙ্গে জনপদ ভেসে গিয়েছিল। যে বিবরণ সূরা সাবায় বিদ্যমান।

الفصل السادس فى ذكر شرف القران
আলকুরআনের মহিমা বর্ণনায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(৯০)

دعْني ووصفيَ آياتٍ له ظهــرتْ
ظهورَ نارِ القرى ليلاً على علــمِ

উচ্চারণ

দা'নী ওয়া ওয়াসফিয়া আয়াতিন লাহু যোয়াহারাত,
যুহূরা নারিল কিরা লাইলান আলা আলামী।

সরল অনুবাদ

আমাকে বলতে দাও তাঁর নবুওয়তের সে নিদর্শনাবলি, যা এতটাই সুস্পষ্ট, যেমন, অতিথিবৎসল আরব গণ উন্মুক্ত নিমন্ত্রণের আলামত স্বরূপ রাতের বেলায় পাহাড়ের চুড়ায় আগুন জ্বালিয়ে দিত[৬৩]।

কাব্যানুবাদ

দাও অবকাশ, বলব তাঁরই মু'জিযা যার প্রকাশ এমন,
রাতের বেলা পাহাড় চুড়ায় জানায় আগুন দাওয়াত যেমন।

[৬৩] অতিথি বৎসল আরবরা উন্মুক্ত যিয়াফতের আহবান স্বরূপ সন্ধ্যার পরে পাহাড় চুড়ায় আগুন জ্বালাত, যাতে অনেক দূর অবধি মানুষ দাওয়াত পায়।

(৯১)

فالدُّرُّ يزداد حسناً وهو منتظــمٌ
وليس ينقصُ قدراً غير منتظــمِ

উচ্চারণ

ফাদ্দুররু ইয়াযদাদু হুসনান ওয়া হুয়া মুনত্বাযিমুন,
ওয়া লাইসা ইয়ানকুসু কাদরান গাইরা মুনতাযিমী।

সরল অনুবাদ

অলংকার বানিয়ে ব্যবহারোপযোগী করায় মুক্তোরাজির সৌন্দর্য ও মূল্য আরো বেড়ে যায়। তবে খণির মাঝে অব্যবহৃত পড়ে থাকলেও তার মূল্য কিন্তু কমে যায় না।

কাব্যানুবাদ

মুক্তো রাজির বাড়বে শোভা, করলে তারে অলংকরণ,
এমনি পড়ে রইলেও বা কমবে কি তার দাম সে কখন ?

(৯২)

فما تَطاول آمالِ المديح إلــى
ما فيه من كرم الأخلاق والشِّيمِ

উচ্চারণ

ফামা তাত্বাওয়ালা আ-মালুল মাদীহি ইলা,
মা-ফীহি মিন কারামিল আখলা-ক্বি ওয়াশ শিয়ামী।

সরল অনুবাদ

অতএব, প্রশংসাকারীর আকাংখা ওই বিষয়ের প্রতি কেন বাড়বে না, যা তাঁর মহিমাময় স্বভাব চরিত্রের মাঝে বিদ্যমান ?

কাব্যানুবাদ

তাঁর স্বভাবের তারিফকারীর কেনই বা না ঝুঁকবে ও মন,
রহমতের ওই হৃদয় জুড়ে সেই মহিমা রয় প্রতিক্ষণ।

(৯৩)

آياتُ حق من الرحمن مُحدثـــةٌ
قديمةٌ صفةُ الموصوف بالقـــدمِ

উচ্চারণ

আয়াতু হাক্কিম মিনার রাহমানি মুহদাসাতুন,
কাদীমাতুন সিফাতুল মাওসূ-ফি বিল কিদামী।

সরল অনুবাদ

আল্লাহর অবতীর্ণ আয়াত সমূহ নিরেট সত্য, পঠন ও লিখন রীতিতে নশ্বর বটে; কিন্তু কুদরতের অবিনশ্বর সত্তার গুণাবলী এর অন্তর্নিহিত বাণীসমূহ অবিনশ্বরই।

কাব্যানুবাদ

দয়াল প্রভুর সত্য আয়াত, উদ্ভূত হয় যার উচ্চারণ,
নশ্বর নয় অর্থ যে এর, গুণ সে প্রভুর অনন্ত ক্ষণ।

(৯৪)

لم تقترنْ بزمانٍ وهي تُخبرنـــا
عن المعادِ وعن عادٍ وعـن إرَمِ

উচ্চারণ

লাম তাকতারিন বিযামানিন ওয়া হিয়া তুখবিরুনা,
ওয়া আনিল মাআ-দি ওয়া আন আ-দিন ওয়া আন ইরামী।

সরল অনুবাদ

(ওই আয়াত গুলো এ অর্থে কাদীম বা অবিনশ্বর যে,) এগুলো সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে এ গুলো আমাদের সর্বকালের সংবাদ জানায়। যেমন, পরকালের (ভবিষ্যত), আ'দ সম্প্রদায় (অতীত) অথবা ইরামের বা (শাদ্দাদের) স্বর্গোদ্যানের।

কাব্যানুবাদ

কালের সাথে যুক্ত তো নয়, ত্রিকালেরই সেই বিবরণ,
আ-দ, ইরামের বর্ণনা দেয়, হাশরেরও কয় সে যেমন।

(৯৫)

دامتْ لدينا ففاقت كلَّ معجـزةٍ
من النبيين إذ جاءت ولم تـــدمِ

উচ্চারণ

দা-মাত লাদাইনা ফাফা-ক্বাত কুল্লা মু'জিযাতিন,
মিনান নাবিয়্যীনা ইয্ জা-আত ওয়া লাম তাদুমী।

সরল অনুবাদ

এ (আয়াত) গুলো আমাদের কাছে স্থায়ী রয়ে যাবে। তাই এটি অপর নবীগণের মু'জিযার চেয়ে প্রবলতর। কেননা তা এক সময় ছিল, এখন নেই; কিন্তু কুরআন এ নবীর শাশ্বত মু'জিযা।

কাব্যানুবাদ

মোদের কাছে থাকবে কুরআন, মু'জিযা তাঁর সে উচ্চাসন,
নবীগণে যা এনেছেন, কালেরগতি করল গোপন।

(৯৬)

محكماتٌ فما يبقين من شبـــهٍ
لِذى شقاقٍ وما يبغين من حَكَـمِ

উচ্চারণ

মুহ্কামা-তুন ফামা ইউবকীনা মিন শুবহিন,
লিযী শিকা-কিন, ওয়া মা ইয়াবগীনা মিন হাকামী।

সরল অনুবাদ

এ আয়াত সমূহ এত অকাট্য, সুদৃঢ় যে, কোন শত্রুর জন্যই তা সংশয়ের অবকাশ রাখেনি। আর এ কুরআন অন্য কোন মীমাংসাকারীর হস্তক্ষেপও চায় না।

কাব্যানুবাদ

শত্রুতেও রয় না সওয়াল, এমন দৃঢ় তার আলাপন,
ফায়সালাও চূড়ান্ত এর, চায় না কারো হস্তক্ষেপন।

(৯৭)

ما حُوربتْ قطُّ إلا عاد من حَرَبٍ
أعدى الأعادي إليها ملْقِيَ السلمِ

উচ্চারণ

মা হুরিবাত কাত্তু ইল্লা আ-দা মিন হারাবিন,
আ'দাল আ আ-দী ইলাইহা মুলকিয়াস্ সালামী।

সরল অনুবাদ

কুরআনের বিপক্ষে যেই লড়তে এসেছে, কঠিন থেকে কঠিনতর শত্রুরাও রণে ভঙ্গ দিয়ে এর দিকে নতজানু হয়ে ফিরতে বাধ্য হয়েছে এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে।

কাব্যানুবাদ

এর বিপরীত তর্ক নিয়ে এসেছে যেই শত্রু যখন,
পরাস্ত হয় চিত্ত কঠোর, নেয় পরাজয় করেই বরণ।

(৯৮)

ردَّتْ بلاغتُها دعوى معارضها
ردَّ الغيورِ يدَ الجاني عن الحُرَمِ

উচ্চারণ

রাদ্দাত বালা-গাতুহা দাওয়া মুআ-রিদ্বিহা,
রাদ্দাল গুয়ূরি ইয়াদাল জা-নী আনিল হুরামী।

সরল অনুবাদ

পবিত্র কুরআনের আলংকরিক সৌন্দর্য সমস্ত বিরূদ্ধবাদীর দাবীকে এমনভাবে প্রতিহত করে দিয়েছে, যে ভাবে একজন সম্ভ্রমবোধসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর হেরম (একান্ত ব্যক্তি সম্ভ্রম) থেকে কোন দূরাচারের হস্তক্ষেপকে দূরে রাখে।

কাব্যানুবাদ

শত্রু করে প্রতিহত অনন্য এর অলংকরণ,
অভিজাতে হঠায় যেমন দুষ্টমতির সে আগ্রাসন।

(৯৯)

لها معانٍ كموج البحر في مددٍ
وفوق جوهره في الحسن والقيمِ

উচ্চারণ

লাহা-মাআ-নিন কা মাওজিল বাহ্‌রি ফী মাদাদিন,
ওয়া ফাওকা জাওহারিহী ফিল হুসনি ওয়াল কিয়ামী।

সরল অনুবাদ

পবিত্র কুরআনের আয়াত গুলোর মর্মার্থ পরস্পরকে সহায়তায় সাগরের তরঙ্গমালার মত। আর সৌন্দর্য ও মূল্যমানে তা মনিমুক্তার চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান।

কাব্যানুবাদ

অর্থ যেন ঢেউ সাগরের, পরস্পরে সে যোগসাধন,
রূপে ও গুণে অমুল্য তা, মুক্তো-মনি হয়না এমন।

(১০০)

فما تعدُّ ولا تحصى عجائبها
ولا تسامُ على الإكثار بالسأمِ

উচ্চারণ

ফামা তু'আদ্দু ওয়া লা তুহ্‌সা আজা-ইবুহা,
ওয়া লা তুসা-মু আলাল ইকসা-রি বিস সাআমী।

সরল অনুবাদ

আয়াতের অভিনবত্ব, বৈচিত্র্য কোনভাবেই গনণা করা যায় না। অত্যধিক হারে পঠণসত্ত্বেও এতে অবসাদ, কি একঘেঁয়েমী আসে না।

কাব্যানুবাদ

বিচিত্রতার অন্ত যে নেই, কী অভিনব সেই বিবরণ,
পাঠক মনে বিরক্তি নেই, বারংবারই হোক না পঠন।

(১০১)

قَرَّتْ بها عين قاريها فقلتُ لـــه
لقد ظفرتَ بحبل الله فاعتصـــمِ

উচ্চারণ

কাররাত বিহা আইনু ক্বা-রীহা ফাকুলতু লাহু,
লাক্বাদ যোয়াফারতা বিহাবলিল্লা-হি ফা'তাসিমী।

সরল অনুবাদ

ওই আয়াতের তেলাওয়াত দ্বারা তেলাওয়াতকারীর চোখ শীতল হয়। তাই তাকে বলবো, আল্লাহ্‌র রজ্জু ধারণ করে তুমি সফল হয়েছো। অতএব, দৃঢ় ভাবেই তা ধরে রেখো।

কাব্যানুবাদ

কুরআন পড়ে পাঠক তোমার শীতল হলে ওই দু'নয়ন,
বলব, তুমি সফল, ধরো খোদার রশি জোর সে এমন।

(১০২)

إن تتلُها خيفةً من حر نار لظـــى
أطفأْتَ حر لظى منْ وردِها الشّيـمِ

উচ্চারণ

ইন তাতলুহা খী-ফাতাম মিন হাররি না-রি লাযা,
আত্‌ফা'তা হাররা লাযা মিন ওয়িরদিহাস সিয়ামী।

সরল অনুবাদ

হে পাঠক, যদি তুমি কুরআনের আয়াত দোযখের আগুনকে ভয় করে তেলাওয়াত করে থাক, তবে বিশ্বাস রেখ যে, আয়াতে করীমার শীতল পানি দিয়ে তুমি তা নিভিয়ে দিলে।

কাব্যানুবাদ

জাহান্নামের অগ্নি ভয়ে হয় যদি তার সত্য পঠন,
তেলাওয়াতের শীতল পানি ঠিকই করে সে নির্বাপন।

(১০৩)

كأنها الحوض تبيضُّ الوجوه بـه
من العصاة وقد جاؤوه كالحُمَـمِ

উচ্চারণ

কাআন্নাহাল হাওদু তাবইয়াদ্দুল উজু-হু বিহী,
মিনাল উসা-তি ওয়া ক্বাদ জাউ-হু কাল্ হুমামী।

সরল অনুবাদ

এ আয়াত সমূহ পাপী বান্দাদের জন্য হাওযে কাওসার বা বেহেশতী ঝর্ণার মত। যার দ্বারা তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে, অথচ যা দীর্ঘদিন দোযখে থেকে কয়লার মত হয়ে গিয়েছিল[৬৪]।

কাব্যানুবাদ

পাপীর মুখও হাসবে আলোয়, বেহেশতে রয় এ প্রস্রবণ,
দোযখ থেকে আসার কালে কয়লা সম গায়ের বরণ।

(১০৪)

وكالصراط وكالميزان معْدلـــةً
فالقسطُ من غيرها في الناس لم يقمِ

উচ্চারণ

ওয়াকাস সিরা-তি ওয়া কালমিযা-নি মা' দিলাতান,
ফালক্বিসতু মিন গাইরিহা ফিন্না-সি লাম ইয়াকুমী।

সরল অনুবাদ

এ কুরআন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুল সিরাতের মত এবং মীযানের মত। সুতরাং পবিত্র কুরআন এমন ঐশী গ্রন্থ, এটাকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু দ্বারা মানব সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

কাব্যানুবাদ

হাশরে পুলসিরাত, মিযান সত্য ফোটায় ঠিক সে যেমন,
ইনসাফে এ কুরআনও তাই নয়তো কোথা, ন্যায়ের শাসন ?

[৬৪] নহরে হায়াত এক বেহেশতী ঝর্ণা। ছাড়া পাওয়া দোযখীকে এখানে গোসল করানো হলে তার রং উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। যা ইতোপূর্বে কয়লার মত কালো ছিল। কথাটি বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনা ভিত্তিক।

(১০৫)

لا تعجبنْ لحسودٍ راح ينكرها
تجاهلاً وهو عينُ الحاذق الفهمِ

উচ্চারণ

লা-তাজাবান লিহাসূদিন রা-হা ইউনকিরুহা,
তাজা-হুলান ওয়া হুয়া আইনুল হা-যিকিল ফাহিমী।

সরল অনুবাদ

হিংসুক যদি জেনে বুঝে এর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে, এতে আশ্চর্য কী ? এটা তার না বুঝার ভান। কেননা সে অন্য বিষয়াদিতে সূচতুর ও সপ্রতিভ।

কাব্যানুবাদ

অবোধ সাজায় অবাক কী আর, জ্বলছে যাদের হিংসুটে মন,
ভান করে সে সত্য এড়ায়, আর বিষয়ে চতুর সে জন।

(১০৬)

قد تنكر العينُ ضوءَ الشمس من رمد
وينكرُ الفمُ طعمَ الماءِ من سقمِ

উচ্চারণ

ক্বাদ তুনকিরুল আইনু দূ-আশ শামসি মিন রামাদিন,
ওয়া ইউনকিরুল ফামু ত্বা'মাল মা-ই মিন সাকামী।

সরল অনুবাদ

অনেক সময় চোখের পীড়াজনিত সমস্যায় পড়েও কারো কাছে সূর্যের কিরণও কষ্টকর অনুভূত হয়। আবার কারো জ্বর পীড়ায় মিষ্ট পানির স্বাদও লাগে তেঁতো। (তেমনি রুচির বিকৃতি ঘটলে কুরআনের সত্যতাও মেনে নিতে পারে না অনেকে।)

কাব্যানুবাদ

চোখের পীড়ায় ভর দুপুরে সয়না কারো সূর্য-কিরণ,
রোগীর মুখেও রুচে না যে মিষ্ট পানির স্বাদটি গ্রহন।

الفصل السابع فى ذكر معراج النبى صلى الله عليه وسلم
মে'রাজুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণনায়

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১০৭)

يا خير من يمّم العافون ساحتَه
سعياً وفوق متون الأينُق الرُّسُمِ

উচ্চারণ

ই'য়া খাইরা মাই ইয়াম্মামাল আ'ফূনা সা-হাতাহূ,
সা'ইয়ান ওয়া ফাওকা মুতূনিল আইনুকির রুসুমী।

সরল অনুবাদ

যে দাতাদের দুয়ারে প্রত্যাশা নিয়ে ছুটে আসে প্রার্থীরা পদব্রজে, কিংবা দ্রুতগামী উটের পিঠে বসে, সেই দাতাদের মধ্যে হে সর্বোত্তম।

কাব্যানুবাদ

উটের পিঠে কিংবা হেটে ছুটেই আসে প্রত্যাশী জন,
যাঁদের দ্বারে দয়া নিতে, তুমিই তাঁদের শ্রেষ্ঠ, রাজন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

(১০৮)

ومنْ هو الآيةُ الكبرى لمعتبـــرٍ
ومنْ هو النعمةُ العظمى لمغتنـــمِ

উচ্চারণ

ওমা মান হুয়াল আ-য়াতুল কুবরা লিমু' তাবিরিন,
ওয়ামান হুয়ান নি'মাতুল উযমা লিমুগতানিমী।

সরল অনুবাদ

হে সেই মহান সত্ত্বা, যিনি তাঁদের জন্য (আল্লাহ্‌র) সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যাঁরা উপলব্ধি করে। আর যিনি (স্রষ্টার) মহান অনুগ্রহ তাঁদের জন্য, যারা তাঁকে অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে।

কাব্যানুবাদ

হে বিধাতার শ্রেষ্ঠ নিশান, ভাবলে বুঝে যোগ্য যে জন,
বিবেচকের জন্য তুমি খোদার দেয়া পরম সে ধন।

(১০৯)

سَرَيْتَ من حرمٍ ليلاً إلى حـــرمٍ
كما سرى البدرُ في داجٍ من الظلمِ

উচ্চারণ

সারাইতা মিন হারামিন লাইলান ইলা হারামিন,
কামা সারাল বাদরু ফী দা-জিম মিনায যুলামী।

সরল অনুবাদ

হে আল্লাহ্‌র হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনি হারাম থেকে হারাম (অর্থাৎ মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা) পর্যন্ত রাতের ভাগে ভ্রমণ করেছেন, যে ভাবে আধাঁর রাতে (আলো ছড়িয়ে) দ্বাদশীর পূর্ণচাঁদ আকাশ পাড়ি দেয়।

কাব্যানুবাদ

হারাম থেকে হারাম তোমার শেষ নিশিথে চলল ভ্রমন,
আঁধার রাতে পূর্ণ শশী দেয় পাড়ি কি উচ্চ গগণ!

(১১০)

وبتَّ ترقى إلى أن نلت منزلـــةً
من قاب قوسين لم تُدركْ ولم تُرَمِ

উচ্চারণ

ওয়া বিত্তা তারকা ইলা আন নিলতা মানযিলাতান,
মিন ক্বা-বা কাওসাইনি লাম তুদরাক ওয়া লাম তুরামী।

সরল অনুবাদ

আপনি উর্ধ্বগমন করেছেন সেই রাতেই, যাতে কা-বা কাওসাইন'র[৬৫] মর্যাদায় (অর্থাৎ কুদরতের নিকটতম অবস্থানে) উপনীত হয়েছেন, যা অন্য কারো দ্বারা না পাওয়া যায়, না আশাও করা যায়।

কাব্যানুবাদ

চললে তুমি খোদার টানে সেই নিশিথে উর্ধ গমন,
উঠলে ক্বা-বা কাওসাইন-এ কে পায় এমন উচ্চ আসন ?

(১১১)

وقدمتْكَ جميعُ الأنبياء بهـــا
والرسلِ تقديمَ مخدومٍ على خـدمِ

উচ্চারণ

ওয়া কাদ্দামাতকা জামীউল আম্বিয়ায়ি বিহা,
ওয়ার রুসুলি তাকদীমা মাখদুমিন আলাল খাদামী।

সরল অনুবাদ

এ উচ্চ মর্যাদার কারণে সকল নবী-রাসুল আপনাকে (ইমাম হিসাবে) সামনে দিলেন। সেবক যে ভাবে মুনিবকে সামনে দিয়ে নিজে পেছনে থাকে।

কাব্যানুবাদ

এই নামাযে ইমাম তুমি, নবী ও রাসুল মুক্তাদি হন,
মুনিবকে তার সামনে নিয়ে সেবক পিছে দাড়াঁয় যেমন।

---

[৬৫] নৈকট্যের চূড়ান্ত সীমার প্রতীকী প্রকাশ, দুই ধনুকের একত্র হওয়া।

(১১২)

وأنت تخترقُ السبعَ الطباقَ بهــم

في موكب كنت فيه صاحب العلمِ

উচ্চারণ

ওয়া আনতা তাখতারিকুস সাবআত ত্বিবা-কা বিহিম,
ফী মাওকাবিন কুন্‌তা ফীহি সা-হিবাল আলামী।

সরল অনুবাদ

আপনি সাত আসমান বিদীর্ণ করে ফেরেশতার বহর সঙ্গে নিয়ে চলছেন উর্ধলোকে, আপনি নিশান উঁচিয়ে তাতে ছিলেন মধ্যমনি।

কাব্যানুবাদ

চললে তুমি ধাপে ধাপে দীর্ণ করে সপ্ত গগণ,
নূর-মিছিলের অগ্রভাগে নিশান নিয়ে তোমার গমন।

(১১৩)

حتى إذا لم تدعْ شأواً لمســتبقٍ

من الدنوِّ ولا مرقىً لمُسْــــــتَنَمِ

উচ্চারণ

হাত্তা ইযা-লাম তাদা' শা'ওয়ান লিমুস্তাবিকিন,
মিনাদ দুনুওওয়ি ওয়ালা মারক্বান লিমুসতানিমী।

সরল অনুবাদ

উর্ধলোক যাত্রায় তিনি গন্তব্যের অন্ত রাখেন নি, যা কোন অভিযাত্রীর থাকে। বা কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশীর জন্য নৈকট্য ও উন্নতির সম্ভাব্য সোপান অবশিষ্ট রাখেন নি।

কাব্যানুবাদ

উর্ধগামীর লক্ষ্য যা হয় নেই বাকী, তাঁর এই সে চলন,
সৃষ্টি ছেড়ে প্রভুর ধারে অন্তসীমার প্রান্তে চরণ।

(১১৪)

خَفضْتَ كلَّ مقامٍ بالإضــــافة إذ

نوديت بالرفْع مثل المفردِ العلــمِ

উচ্চারণ

খাফাদ্বতা কুল্লা মাকামিন বিল ইদ্বা-ফাতি ইয,
নূ-দীতা বির রাফই মিসলাল মুফরাদিল আলামী।

সরল অনুবাদ

আপনি অন্য কারো মর্যাদার তুলনায় সকল মকাম (অবস্থান) কে ছাড়িয়ে গেছেন, কেননা আপনাকে আহবান করা হয়েছে সর্বোচ্চ মকামে, যেরূপ নিজস্ব নামের কোন একক সত্তাকে ডাকা হয়[৬৬]।

কাব্যানুবাদ

সবাইকে যে রাখলে নিচে মকাম তোমার উচ্চ এমন,
খোদার ডাকে টানলো কাছে, একক সখায় করলো আপন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[৬৬] اضافت দ্বারা সম্বন্ধ বাচক বিশেষ্য যের বিশিষ্ট হয়, যার আলামত নিচে থাকে। আর منادى علم مفرد রফع হয়, যেমন يا زيدُ -এ ব্যাকরণ বিধির প্রতিও এখানে ইঙ্গিত নিহিত।

(১১৫)

كيما تفوزَ بوصلٍ أي مســـــتترٍ
عن العيون وسرٍ أي مكتتـــــمِ

উচ্চারণ

কাইমা তাফু-যা বিওয়াসলিন আই বিমুসতাতিরিন,
আনিল উয়ূনি ওয়া সিররিন আই মুকতানিমী।

সরল অনুবাদ

যাতে আপনি সফলকাম ও ধন্য হয়ে যান সেই ঐশী মিলন বা একান্ত নৈকট্যে, যা সৃষ্টিকুলের অদেখার জগতে। তাতে এমন খোদায়ী রহস্য নিহিত ছিল, যা ভেদ করার সাধ্য কারো নেই[৬৭]।

কাব্যানুবাদ

মিলন সুধায় ধন্য হবে, যে অভিসার রইল গোপন,
রহস্যটা আচ্ছাদনে, দেখতে পারে কোন সে নয়ন ?

(১১৬)

فحزتَ كل فخارٍ غير مشـــــتركٍ
وجُزْتَ كل مقامٍ غير مزدحـــمِ

উচ্চারণ

ফাহুযতা কুল্লা ফিখারিন গাইরা মুশতারিকিন,
ওয়া জুযতা কুল্লা মাকামিন গাইরা মুযদাহিমী।

সরল অনুবাদ

আপনি সব মহিমান্বিত গুন এ ভাবে অর্জন করে নিলেন, যাতে কেউ আপনার সমকক্ষ রইল না। আর সব উচুঁ মকাম আপনি এমন ভাবে অতিক্রম করে গেছেন, যেখানে আর কেউ ছিল না।

কাব্যানুবাদ

সব মহিমা কুড়িয়ে নিলে, নাই যেথা আর শরীক এমন,
সব ছাড়িয়ে একাই গেলে লা-মকানের অতুল ভ্রমণ।

[৬৭] এটা একান্ত নৈকট্যে আল্লাহ তালার নিজ হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে 'উদনু মিন্নী' বলে করা আহবানের প্রতি ইঙ্গিত।

(১১৭)

وجلَّ مقدارُ ما وُلّيتَ من رُتـــبٍ
وعزَّ إدراكُ ما وليتَ من نِعَـــمِ

উচ্চারণ

ওয়াজাল্লা মিকদারু মা-উল্লীতা মিন রুতাবিন,
ওয়া আযযা ইদরা-কু মা উল্লীতা মিন নিআমী।

সরল অনুবাদ

যে সকল মর্যাদার অধিকারী আপনাকে করা হয়েছে, তা অনেক মহান। আর যে নেয়ামতরাজির মালিক আপনাকে বানানো হয়েছে, কারো পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

কাব্যানুবাদ

মহান তোমার সে মর্যাদা, পায়নি তো কেউ সে উচ্চাসন,
তোমার হাতে যেই নেয়ামত, সৃষ্টিকুলে কে পায় এমন?

(১১৮)

بُشرٰى لنا معشرَ الإسلام إنّ لنـــا
من العناية ركناً غير منهـــــدمِ

উচ্চারণ

বুশরা-লানা মা'শারাল ইসলা-মি ইন্না লানা,
মিনাল ইনায়াতি রুকনান গাইরা মুনহাদিমী।

সরল অনুবাদ

হে মুসলিম জনগোষ্টি, আমরা ভাগ্যকে ধন্য মানি, কেননা আমাদের (অস্থিত্ব রক্ষায়) এমন মজবুত খুঁটি আছে যা ভেঙ্গে পড়ে না।

কাব্যানুবাদ

ভাগ্য মোদের ধন্য অতি ইসলামী ভাই, হে জনগণ,
আছে মোদের এমন খুঁটি, কক্ষনো তা যায় না ভাঙন।

(১১৯)

لما دعا اللهُ داعينا لطاعتـــــه

بأكرم الرسل كنا أكرم الأمـــم

উচ্চারণ

লাম্মা দাআল্লাহু দা-ইয়ানা লিত্বা-আতিহী,

বিআকরামির রুসুলি কুন্না আকরামাল উমামী।

সরল অনুবাদ

যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহবানকারী রাসুলকে তাঁর নৈকট্যে আমন্ত্রন জানিয়েছেন, সেই সুবাদে শ্রেষ্ঠতম রাসুলের উম্মত হিসাবে আমরাও হয়েছি শ্রেষ্ঠতম উম্মত।

কাব্যানুবাদ

খোদার পথে ডাকেন যিনি, তাঁকেই প্রভু ডাকলো যখন,

শ্রেষ্ঠ রাসুল হওয়ায় তিনি, শ্রেষ্ঠ জাতি মোরাও তখন।

الفصل الثامن فى ذكر جهاد النبى صلى الله عليه وسلم

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জিহাদের বর্ণনায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(১২০)

راعتْ قلوبَ العدا أنباءُ بعثتـــه

كنْبأةٍ أجفلتْ غُفْلا من الغَنـــمِ

উচ্চারণ

রা-আত কুলুবাল ইদা' আনবা-উ বি' সাতিহী,

কানাব্‌আতিন আজফালাত গুফ্‌লাম মিনাল গানামী।

সরল অনুবাদ

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়ত প্রকাশের সংবাদ দুশমনদের অন্তরাত্মাকে ভয় পাইয়ে দিল। যেরূপ আকস্মিক শব্দ অসতর্ক ছাগলপালকে তাড়া করে।

কাব্যানুবাদ

নবুওয়তের এলান কাঁপায় শত্রুদের ওই শঙ্কিত মন,

হঠাৎ কোন শব্দ উদাস ছাগল ছানায় ছোটায় যেমন।

(১২১)

ما زال يلقاهمُ في كل معتـــركٍ
حتى حكوا بالقَنا لحماً على وضـمِ

উচ্চারণ

মা-যা-লা ইয়ালকাহুম ফী কুল্লি মু'তারাকিন,
হাত্তা হাকাও বিলকানা লাহমান আলা ওয়াদ্বামী।

সরল অনুবাদ

রাসুলে মুআযযাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক রণাঙ্গনে শত্রুদের মোকাবেলা করতে থাকেন। তখন বীর কেশরী সাহাবাগণের তীর বর্শার ফলায় শত্রুদের অবস্থা হয় কসাইয়ের কাঠে ঝুলে থাকা মাংসের মত।

কাব্যানুবাদ

সব জেহাদে সামনে থাকেন শত্রুকুলে করতে নিধন,
তাদের হালত কর্তিত গোশ কসাইর কাঠে যেরূপ ঝুলন।

(১২২)

ودُّوا الفرار فكادوا يَغبِطُون به
أشلاءَ شالتْ مع العِقْبان والرَّخـمِ

উচ্চারণ

ওয়াদ্দুল ফিরারা ফাকা-দু- ইয়াগবিতু-না বিহী,
আশলা-আ শালাত মাআল ইকবা-নি ওয়ার রুখামী।

সরল অনুবাদ

দুশমনেরা রণক্ষেত্র হতে পালাতে চাইত, আর যাদের গোশত চিল শকুনের মুখে করে উপড়ে চলে গেছে, তাদের অবস্থার প্রতি ঈর্ষান্বিত হত। অর্থাৎ এদের মত হলেই না কত ভাল ছিল !

কাব্যানুবাদ

শত্রুকুলের ইচ্ছে হতো যেমন করেই হোক পলায়ন,
ওদের মত চিল শকুনে নিলেই ভালো উর্ধ গগন।

(১২৩)

تمضي الليالي ولا يدرون عدَّتَهـا
ما لم تكنْ من ليالي الأشهر الحُرُمِ

উচ্চারণ

তামদিল লায়ালী ওয়ালা ইয়াদরু-না ইদ্দাতাহা,
মা লাম তাকুম মিন লায়া-লিল আশহুরিল হুরুমী।

সরল অনুবাদ

তারা রাত কাটাত বটে, ওই রাতের হিসাবও তারা জানতনা। যতক্ষণ না হারাম মাস এসে উপস্থিত হত, তাদের উৎকণ্ঠার রাত শেষ হতো না।

কাব্যানুবাদ

এক এক করে কাটত যে রাত জানত না তার সঠিক গণন,
না এলে ওই যুদ্ধ হরা হারাম মাসের মুক্ত সে ক্ষণ।

(১২৪)

كأنما الدينُ ضيفٌ حل ســاحتهم
بكل قَرْمٍ إلى لحم العدا قَـــرِمِ

উচ্চারণ

কাআন্নামাদ্ দীনু দ্বোয়াইফুন হাল্লা সা-হাতাহু,
বিকুল্লি কারমিন ইলা লাহ্মিল ইদা' কারিমী।

সরল অনুবাদ

দ্বীন ইসলাম যেন বীর সাহাবার কাছে সর্দারের সাথে আসা কাংখিত এক মেহমান, যে কিনা শত্রুর মাংসেই তুষ্ট হয়।

কাব্যানুবাদ

তাঁদের কাছে এ দ্বীন যেন, সেই অতিথির হয় আগমন,
শত্রুর ওই মাংসে শুধু, যার অনুরাগ, তুষ্ট সে মন।

(১২৫)

يَجُرُّ بحرَ خَميسٍ فوقَ ســـابحةٍ
ترمى بموجٍ من الأبطال ملتَطِـمِ

উচ্চারণ

ইয়াজুররু বাহরা খামীসিন ফাওকা সা-বিহাতিন,
তারমী বিমাওজিম মিনাল আবত্বা-লি মুলতাত্বিমী।

সরল অনুবাদ

এ দ্বীন'র প্রবল আকর্ষণ ক্রুদ্ধ সাগরের মত যুদ্ধ পাগল ঘোড়সাওয়ার বীর সেনাদের এ ভাবেই উচ্ছসিত করছে, যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালা প্রচন্ড আক্রোশে একের পর এক বেলাভূমে আছড়ে পড়ে। শাহাদতের তীব্র নেশা তাদেঁরকে এ ভাবেই আকর্ষণ করে।

কাব্যানুবাদ

অশ্বারোহী পঞ্চবাহুর[৬৮] বীর সেনাতে ফুঁসছে ও রণ,
সাগরতীরে তরঙ্গ সব আছড়ে পড়ার যেমনি ধরন।

[৬৮] খামীস, খামসা (বা পাঁচ) থেকে, এ বাহিনী (মুকাদ্দামা, কলব, মায়মানা, মায়সারা ও মুয়াখখারাহ বা সা-কাহ) পাঁচ বাহতে সজ্জিত বলে এ শব্দে অনূদিত।

(১২৬)

من كل منتدب لله محتســـبٍ
يسطو بمستأصلٍ للكفر مُصْطلِـــمِ

উচ্চারণ

মিন কুল্লি মুনতাদিবিন লিল্লাহি মুহতাসিবিন,
ইয়াসতু বিমুস্তা-সিলিন লিল কুফরি মুসত্বালিমী।

সরল অনুবাদ

প্রত্যেক এমন প্রার্থনাকারী, যাঁর প্রার্থনা গৃহীত হয়, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় কামী। তাঁরা প্রত্যেকে উপর্যূপরি আঘাত হেনে চলেছেন। কুফরের মূলোৎপাটনকারীর নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তাঁরাও উৎপাটনকারী।

কাব্যানুবাদ

খোদার কাছে কবুল তাঁরা পূণ্যমনে আশার পোষণ,
কুফর মূলে আঘাত হানে, নবীর দোয়ায় মূলোৎপাটন।

(১২৭)

حتى غدتْ ملةُ الإسلام وهي بهمْ
من بعد غُربتها موصولةَ الرَّحِـمِ

উচ্চারণ

হাত্তা গাদাত মিল্লাতুল ইসলা-মি ওয়া হিয়া বিহিম,
মিম বা'দি গুরবাতিহা মাওসূলাতার রাহামী।

সরল অনুবাদ

ইসলামী মিল্লাত, যা আত্মনিবেদিত সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেই সজীব, সরব হয়ে আছে, তাঁরা আজ দৈন্যদশা মুক্ত, অগণিতজন আত্মার আত্মীয় বেষ্টিত।

কাব্যানুবাদ

তাদেঁর থেকেই দ্বীন ইসলামের আসলো ফিরে নতুন জীবন,
স্বজন বিহীন সহায়হীনে জুটলো যেন লক্ষ আপন।

(১২৮)

مكفولةً أبداً منهمْ بخـــير أبٍ
وخير بعْلٍ فلم تيتمْ ولم تَئِـــمِ

উচ্চারণ

মাকফু-লাতান আবাদাম মিনহুম বিখাইরি আবিন,
ওয়া খাইরা বা'লিন, ফালাম তাইতাম ওয়া লাম তায়িমী।

সরল অনুবাদ

এ দ্বীন তাঁদের দ্বারা পালিত হবে সব সময়, সর্বোত্তম জনক ও সর্বোত্তম পতির তত্ত্বাবধানে, ফলে এ দ্বীন ইয়াতীমও হবে না, বিধবাও হবে না। (পিতার বর্তমানে সন্তান যেমন ইয়াতীম হয় না, তেমনি রাসুল শাসিত দ্বীনও হবে না অনাথ এবং সাহাবায়ে কেরামের অতন্দ্র প্রহরা সধবার স্বামীর মত তার সুরক্ষা দেবে।)

কাব্যানুবাদ

পিতার হাতে পুত্র যেন, বিবির স্বামী রইলে যেমন,
থাকবে সদা রক্ষিত দ্বীন, ইয়াতীম-অনাথ হয় কি তখন ?

(১২৯)

هُمُ الجبال فسلْ عنهم مصادمهـم
ماذا رأى منهمُ في كل مصطدمِ

উচ্চারণ

হুমুল জিবা-লু ফাসাল আনহুম মাসা-দিমাহুম,
মা-যা রাআ-মিনহুম ফী কুল্লি মুসত্বাদিমী।

সরল অনুবাদ

তাঁরা রণক্ষেত্রে পাহাড়ের মত অটল, অবিচল। বিশ্বাস না হয়, তাঁদের সম্পর্কে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে জিজ্ঞেস করো, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের কাছ থেকে কী (নৈপূণ্য) দেখেছে ?

কাব্যানুবাদ

যুদ্ধ মাঠে পাহাড়সম রয় অবিচল সাহাবীগণ,
রনাঙ্গনে শুধাও, তাঁদের কেমন ছিল অস্ত্রক্ষেপণ?

(১৩০)

فسلْ حُنيناً وسل بدراً وسل أُحداً
فصول حتفٍ لهم أدهى من الوخمِ

উচ্চারণ

ফাসাল হুনাইনান, ওয়াসাল বাদারান, ওয়াসাল উহুদা,
ফুসূলা হাতফিন লাহুম আদহা মিনাল ওয়াখামী।

সরল অনুবাদ

হুনাইন,বদর ও উহুদ থেকে জেনে নাও, তাদের মরণ দশার কত প্রকারভেদ, যা তাদের জন্য মহামারীর চেয়েও ছিল ভয়াবহ।

কাব্যানুবাদ

শুধাও হুনাইন, বদর এবং উহুদ মাঠে সেই বিবরণ,
মড়ক চেয়েও কঠিনতর কয় প্রকারের হয় যে মরণ ?

(১৩১)

المُصْدِرِي البيضِ حُمراً بعد ما وردتْ
منَ العدا كلَّ مسودٍّ من اللِمَـــمِ

উচ্চারণ

আল মুসদিরিল বীদ্বি হুমরান বা'দা মা ওয়ারাদাত,
মিনাল ইদা কুল্লা মুসওয়াদ্দিম মিনাল লিমামী।

সরল অনুবাদ

তাঁরা (সাহাবীগণ) এমনই বীর সৈনিক যে, রজত-শুভ্র তরবারী হেনে জওয়ান শত্রুদের মাথার কালো কেশ চিরে তা রক্ত রঙ্গিন রূপে বের করে আনেন।

কাব্যানুবাদ

রজত শুভ্র কৃপাণতেগে শত্রুখুনে রাঙ্গায় যে রণ,
শত্রু যুবার মাথার কালো কেশ চিরে তার হয় আগমন।

(১৩২)

والكاتِبِينَ بِسُمْرِ الخَط ما تركتْ
أقلامُهمْ حَرْفَ جسمٍ غيرَ مُنْعَجِـمِ

উচ্চারণ

ওয়াল কা-তিবীনা বিসুমরিল খাত্তি মা- তারাকাত,
আকলামুহুম হারফা জিসমিন গাইরা মুনআজিমী।

সরল অনুবাদ

তাঁরা বর্শাগ্র দিয়ে লিখে থাকেন। তাঁদের সূঁচালো বর্শার ফলারূপ কলমগুলো শত্রুদেহ-রূপ খাতার কোন অংশ বিনা আঁচড়ে ছাড়ে নি।

কাব্যানুবাদ

তাম্রবরণ বর্শার আগায় লিখেন, তাঁদের এই যে ধরণ,
ছাড়ে না তো শত্রুদেহ, আঁচড় কাটে সেই সে লিখন।

(১৩৩)

شاكِي السلاحِ لهم سيما تميزُهمْ
والوردُ يمتازُ بالسيما من السَّـلَمِ

উচ্চারণ

শা-কিস সিলা-হি লাহুম সীমা তুমায়্যিযুহুম,
ওয়াল ওয়ারদু ইয়ামতা-যু বিস সীমা মিনাস সালামী।

সরল অনুবাদ

তাঁরা (সাহাবীগণ)ও সম্পূর্ণ সশস্ত্র, তবে বিশেষ আলামত তাঁদেরকে আলাদা করে দেখায়। যেমন কাঁটাযুক্ত হলেও গোলাপবৃক্ষ অন্য কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ থেকে ফুলের শোভায় পৃথক দেখায়।

কাব্যানুবাদ

অস্ত্রধারী হলেও তাঁদের চেনায় এরূপ পৃথক ধরণ,
কাঁটার ঘেরায় রয় যদিও, রূপ গোলাপের টানবে নয়ন।

(১৩৪)

تُهْدى إليك رياحُ النصرِ نشْرهمُ
فتَحسبُ الورد في الأكمام كل كمِى

উচ্চারণ

তুহ্‌দী ইলাইকা রিয়াহুন নাসরি নাশরাহুম,
ফাতাহ্‌সাবুল ওয়ারদা ফিল আকমা-মি কুল্লা কামী।

সরল অনুবাদ

খোদায়ী সাহায্যের বার্তাবাহী হাওয়া তোমার কাছে সুবাস মদিরার উপহার নিয়ে আসে, এ (সুসজ্জিত) রূপ দেখে মনে হবে, প্রত্যেকটি সাহসী যোদ্ধা যেন কলির আবরণে থাকা ফুটনোম্মুখ পুষ্প।

কাব্যানুবাদ

ঐশী বিজয় বার্তা বায়ে লয় উপহার তোমার কানন,
এরা যেন কলির মাঝে পুষ্প ভাবে মুগ্ধ এ মন।

(১৩৫)

كأنهمْ في ظهور الخيل نَبْتُ رُباً
منْ شِدّة الحَزْمِ لا من شدّة الحُـزُمِ

উচ্চারণ

কাআন্নাহুম ফী যুহূরিল খাইলি নাবতু রুবান,
মিন শিদ্দাতিল হাযমি লা-মিন শিদ্দাতিল হুযুমী।

সরল অনুবাদ

তাঁরা যেন টিলায় গজানো তৃণলতার মতো ঘোড়ার পিঠে সেঁটে থাকা সাহসী অশ্বারোহী। এ ভঙ্গিমা সাহস ও সতর্কতার, স্থানগত সংকীর্ণতার কারণে নয়।

কাব্যানুবাদ

ঘোড়ার পিঠে সেই আরোহী, টিলায় গজা গুল্ম যেমন,
ভয়-ভীতিহীন, দু:সাহসী, যুদ্ধ নিপুণ সৈন্য এমন।

(১৩৬)

طارتْ قلوبُ العدا من بأسهمْ فَرَقاً
فما تُفرِّقُ بين الْبَهْمِ والْبُهَــــمِ

উচ্চারণ

ত্বা-রাত কুলূবুল ইদা মিন বা' সিহিম ফারাকান,
ফামা তুফাররিকু বাইনাল বাহমি ওয়াল বুহমী।

সরল অনুবাদ

সাহাবায়ে কেরামের প্রচন্ডতার ভয়ে শত্রুপক্ষের অন্তর যেন শুন্যে উড়াল দেয়, ফলে তারা মেষ শাবকের তাড়া খেল, না কি বাহাদুর কোন লোকের ধাওয়া খেল তা বুঝতে পারে না। অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত তারা ভেড়ার পদ শব্দেও পালাতে থাকে।

কাব্যানুবাদ

তাঁদের ভয়ে শত্রুসেনার প্রাণ ওড়ে, হুঁশ হয় যে হরণ,
বুঝতে না পায়, মেষ না মানুষ, ছুটছে কেবা তাদের পেছন।

(১৩৭)

ومن تكن برسول الله نُصـــرتُه
إن تلقَهُ الأسدُ فى آجامها تجـمِ

উচ্চারণ

ওয়ামান তাকুন বিরাসুলিল্লাহি নুসরাতুহু,
ইন তালকাহুল উস্‌দু ফী আ-জা-মিহা তাজিমী।

সরল অনুবাদ

আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে যার কাছে সাহায্য আসে, সে যদি গহীন বনে বাঘ-সিংহের সামনে পড়ে যায়, তারাও তাঁকে সমীহ করে সরে যায়, আক্রমন করেনা।

কাব্যানুবাদ

রাসুল হতে ভাগ্যে কারো সহায় এলে সেই শুভক্ষন,
তাঁকে দেখে বাঘও ভয়ে লেজ গুটায়ে সরবে পেছন।

(১৩৮)

ولن ترى من وليٍ غير منتصـــرٍ
به ولا من عدوٍّ غير منقصـــمِ

উচ্চারণ

ওয়ালান তারা-মিন ওয়ালিয়্যিন গাইরা মুনতাসারিন,
বিহী ওয়ালা মিন আদুওওয়িন গাইরা মুনকাসিমী।

সরল অনুবাদ

তুমি কখনো তাঁর এমন কোন প্রিয় উম্মতকে পাবে না, যাঁকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষ থেকে সাহায্য করা হয় না। আর না তাঁর এমন কোন দুশমন পাবে, যে বিপর্যস্থ হয় না।

কাব্যানুবাদ

দেখবে না তাঁর কভু কোন সহায়বিহীন প্রেমিক, স্বজন,
নেই তো এমন শত্রু কোন, বিপর্যস্ত নয় সে জীবন।

(১৩৯)

أحلَّ أمتَه في حرْز ملَّتـــــه
كالليث حلَّ مع الأشبال في أجَـمِ

উচ্চারণ

আহাল্লা উম্মাতাহু ফী হিরযি মিল্লাতিহী,
কাল্লাইসি হাল্লা মাআল আশবালি ফী আজামী।

সরল অনুবাদ

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ উম্মতকে দ্বীনের দূর্গে সুরক্ষিত করলেন, যেরূপ সিংহ তার আপন শাবককে নিজ গুহার মধ্যে নিরাপদে রাখে।

কাব্যানুবাদ

দ্বীনের দূর্গে সুরক্ষিত করেন নবী উম্মত আপন,
বনের গুহায় সিংহ নিজের শাবকটাকে বাঁচায় যেমন।

(১৪০)

كم جدَّلتْ كلماتُ الله من جدلٍ
فيه وكمْ خَصَمَ البرهانُ من خَصِمِ

উচ্চারণ

কাম জাদ্দালাত কালিমা-তুল্লাহি মিন জাদালিন,
ফীহি ওয়া কাম খাসসামাল বুরহানু মিন খাসামী।

সরল অনুবাদ

আল্লাহর বাণী (অর্থাৎ কুরআন) নবীজির (নবুওয়ত) প্রসঙ্গে অনেক বির্তক কারীর সাথে মোকাবেলা করে তাঁদের পরাস্ত ও হতবাক করে দেয়। ঐশী প্রমাণাদি এমন বহু শত্রুদেরকে শাণিত যুক্তিতে পরাভূত করে ছেড়েছে।

কাব্যানুবাদ

খোদার বাণী রুখলো কত তর্ককারীর সে আস্ফালন,
নবীর শানে ঝগড়াটেদের থামায়, প্রমাণ দেয় অগণন।

(১৪১)

كفاك بالعلم في الأُمِّيِّ مُعجزةً
في الجاهلية والتأديب في اليُتُم

উচ্চারণ

কাফা-কা বিল ইলমি ফিল উম্মিয়্যি মু'জিযাতান,
ফিল জা-হিলিয়্যাতি ওয়াত তা' দীবি ফিল ইউতুমী।

সরল অনুবাদ

হে পাঠক, তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাহেলী যুগেও নিজে প্রথাগত জ্ঞান অন্বেষণ ছাড়া অহরহ জ্ঞান বিতরণের মু'জিযা রাখেন। আর পিতৃহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজে অসাধারণ শিষ্টাচারে জগৎ বিমোহিত করেছেন।

কাব্যানুবাদ

মু'জিযা তাঁর, না পড়েও অজ্ঞ যুগেই জ্ঞান বিতরণ,
ইয়াতীম হয়েও মধুর কথায়, শিষ্টাচারে মুগ্ধ ভুবন।

الفصل التاسع فى طلب مغفرة من الله تعالى وشفاعة من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআ-লিহী ওয়া সাল্লাম'র শাফাআত যাচনায়

নবম পরিচ্ছেদ

(১৪২)

خدْمتُه بمديحٍ استقيلُ به
ذنوبَ عمرٍ مضى في الشعر والخِـدَمِ

উচ্চারণ

খাদামতুহু বিমাদীহিন আস্তাকীলু বিহী,
যুনূবা উমরিন মাদ্বা ফিশ শি'রি ওয়াল খিদামী।

সরল অনুবাদ

আল্লাহ্ রাসুলের খেদমতে প্রশংসাগীতি (আসীদা) অর্পণ করলাম, যাতে গত জীবনের ওই সব গুনাহ্ থেকে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি, যা কবিতার মাধ্যমে দুনিয়ার সম্পদশালীদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে করেছি।

কাব্যানুবাদ

নবীর শানে বন্দনাগীত, চাইছি সেবায় পাপের মোচন,
ধনীর সেবায় কাব্য লীলায় যা করেছি অতীত জীবন।

(১৪৩)

إذْ قلّداني ما تُخْشي عواقبُـــه
كأنّني بهما هدْيٌ من النّعَـــمِ

উচ্চারণ

ইয কাল্লাদা-নী মা তুখশা আওয়াকিবুহু,
কা আন্নানী বিহিমা হাদইউম মিনান নাআমী।

সরল অনুবাদ

কেননা, এ দু'টি বিষয় আমার গলায় লাগিয়েছে পাট্টা, যার পরিণতি আশংকাজনক। এ দু'টির কারণে আমি যেন যবাইয়ের অপেক্ষায় চতুষ্পদ এক প্রাণী।

কাব্যানুবাদ

বদ পরিণাম দুইটি বিষয় গলায় দিল বেড়ির বাঁধন,
হলকুমে তেগ হানবে আমার কুরবানীরই পশুর মতোন।

(১৪৪)

أطعتُ غيّ الصبا في الحالتين وما
حصّلتُ إلاّ على الآثام والنــدمِ

উচ্চারণ

আত্বা'তু গাইয়াস সিবা ফিল হা-লাতাইনি ওয়া মা,
হাসসালতু ইল্লা আলাল আ-সা-মি ওয়ান নাদামী।

সরল অনুবাদ

আমি (নিরর্থক কাব্য লীলা ও দুনিয়ামুখী বিত্তবানদের মনতুষ্টি-এ) উভয় অবস্থায় শিশু সুলভ বিভ্রান্তিরই অনুগামী হয়েছি। ফলে পাপাচার ও তার গ্লানিতে মনঃস্তাপ ছাড়া কিছুই অর্জন করিনি।

কাব্যানুবাদ

উভয় হালে করেছিনু শিশুর খেলে নষ্ট জীবন,
পাপাচারের গ্লানি ছাড়া আর কিছু নেই হাসিল এখন।

(১৪৫)

فياخسارةَ نفسى في تجارتهـــا
لم تشترِ الدين بالدنيا ولم تَسُـــمِ

উচ্চারণ

ফাইয়া খাসা-রাতা নাফসী ফী তিজারাতিহা,
লাম তাশতারিদ দীনা বিদ্দুনইয়া ওয়ালাম তাসুমী।

সরল অনুবাদ

আমার প্রবৃত্তির জন্য আফসোস! তার ব্যবসায় ক্ষতির কারণে। সে দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতের লাভ পেল না। এমনকি দ্বীনের মূল্য জানতেও চাইল না।

কাব্যানুবাদ

লেনদেনে তোর ক্ষতিই শুধু, আফসোস কী করলিরে মন!
দুনিয়া ছেড়ে কিনলি না দ্বীন, চাইলি না তার মূল্য কেমন।

(১৪৬)

ومن يبعْ آجلاً منه بعاجلـــهِ
يَبِنْ له الْغَبْنُ في بيعٍ وفي سَــلمِ

উচ্চারণ

ওয়া মাই ইয়াবি' আ-জিলাম মিনহু বিআ-জিলিহী,
ইয়াবিন লাহুল গাবনু ফী বাইয়িন ওয়া ফী সালামী।

সরল অনুবাদ

যে ব্যক্তি দুনিয়াবী সুখের বিনিময়ে আখেরাতের সুখ শান্তিকে বিকিয়ে দেয়, তার শুধু ক্ষতিই হল! চাই তাঁর লভ্য বা প্রাপ্য নগদ হোক, কি প্রতিশ্রুত।

কাব্যানুবাদ

দুনিয়া কিনে বেচলো যেবা আখেরাতের স্বর্গ কানন,
নগদ কিংবা বাকীর লভ্য লোকসানে সব খোয়ায় তখন।

(১৪৭)

إنْ آتِ ذنباً فما عهدي بمنتقض
من النبي ولا حبلي بمنصـــرم

উচ্চারণ

ইন আ-তি যামবান ফামা আহ্দী বিমুনতাকিদ্বিন্,
মিনান নাবিয়্যি ওয়া লা হাবলী বিমুনসারিমী।

সরল অনুবাদ

আমি পাপ করেছি বটে, কিন্তু আমার মত পাপীর জন্য নবীর সুপারিশের ওয়াদা তো ভঙ্গ হবার নয়, আর আমার আশার রশিও ছিড়ে যাবার মত নয়।

কাব্যানুবাদ

পাপী আমি, তবু নবীর দয়ার আছে অটুট যে পণ,
তাঁর শাফাআত এমন রশি, ছিড়বে না এই শক্ত বাঁধন।

(১৪৮)

فإنّ لي ذمةً منه بتســـميتي
محمداً وهو أوفى الخلق بالذِمـم

উচ্চারণ

ফাইন্না লী যিম্মাতাম মিনহু বিতাসমিয়াতী,
'মুহাম্মদান' ওয়া হুয়া আওফাল খালক্বি বিয যিমামী।

সরল অনুবাদ

আমার জন্য তাঁর সুপারিশের যিম্মাদারী টুটবে না। কারণ, আমার নাম রাখা হয়েছে তাঁর পবিত্র নামে মুহাম্মদ। তিনি হলেন সৃষ্টিকুলে সবচেয়ে বেশী ওয়াদা পূরণকারী।

কাব্যানুবাদ

যিম্মায় আছি তাঁর আমি, মোর নামটি 'মুহাম্মদ' গো যখন,
সৃষ্টি জুড়ে তাঁর মত কার প্রতিশ্রুতি হয় সে পূরণ ?

(১৪৯)

إن لّم يكن في معادي آخذاً بيدى
فضلاً وإلا فقلْ يا زلةَ القـــدم

উচ্চারণ

ইল্লাম ইয়াকুন ফী মাআদী আ-খিযাম বিয়াদী,
ফাদ্বলান ওয়া ইল্লা ফাকুল ইয়া যাল্লাতাল কাদামী।

সরল অনুবাদ

পরকালে তিনি যদি অনুগ্রহ পূর্বক আমার হাত ধরে আমাকে উদ্ধার না করেন, তবে হে আত্মসত্তা, নিজকে বল, 'ধিক তোর পদস্খলনের জন্য, আফসোস!'

কাব্যানুবাদ

না হলে মোর আখেরাতে তাঁর করুণায় পারের তরণ,
আফসোস, তুই কপাল পোড়া, কেমন রে তোর পদস্খলন!

(১৫০)

حاشاه أن يحرمَ الراجي مكارمَـه
أو يرجعَ الجارُ منه غير محتـــرم

উচ্চারণ

হা-শা-হু আই ইঁউহ্রামার রা-জী মাকা-রিমাহু,
আও ইয়ারজিআল জা-রু মিনহু গাইরা মুহ্তারামী।

সরল অনুবাদ

আল্লাহর পানাহ্ ! এমন তো হতে পারে না যে,তাঁর দান দক্ষিণার প্রত্যাশাকারী কেউ কখনো বঞ্চিত হয়, কিংবা তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়ে কেউ বিমুখ হয়।

কাব্যানুবাদ

খোদার পানাহ্ তাঁর করুনা বঞ্চিত কেউ হয় কি কখন ?
তাঁর আশ্রয়ের প্রত্যাশী কেউ যায় কি ফিরে হতাশ এমন ?

(১৫১)

ومنذُ ألزمتُ أفكاري مدائحـه
وجدتُهُ لخلاصي خيرَ مُلتـــزِم

উচ্চারণ

ওয়া মুনযু আলযামতু আফকারী মাদা-ইহাহু,
ওয়াজাদতুহু লিখালাসী খাইরা মুলতাযিমী।

সরল অনুবাদ

যে দিন থেকে আমি ধ্যান-ধারণায়, চিন্তা-চেতনায় তাঁর গুনগান করাকেই আবশ্যক করে নিলাম, নিজের নাজাত তথা পারলৌকিক মুক্তির জন্য তাঁকে উত্তম জামিন হিসাবেই উপলব্ধি করলাম।

কাব্যানুবাদ

তাঁর তা'রীফে যে দিন হতে সঁপে দিলাম এই ভাঙ্গা মন,
পেলাম তাঁকে মোর নাজাতে জানের চেয়েও নিকট, আপন।

(১৫২)

ولن يفوتَ الغنَى منه يداً تَرِبـتْ
إنّ الحيا يُنْبِتُ الأزهارَ في الأكَمِ

উচ্চারণ

ওয়ালাই ইয়াফূতাল গিনা-মিনহু ইয়াদান তারিবাত,
ইন্নাল হায়া ইউনবিতুল আযহা-রা ফিল আকামী।

সরল অনুবাদ

তাঁর দানে ধনশালী ব্যক্তির বদান্যতাও ফেরায় না কোন রিক্ত হস্ত প্রার্থীকে। তাঁর দান ঢালা বৃষ্টির মত। ঢালুর দিকে পড়তে গিয়েও তা উঁচু ঢিবিতে ফুল-ফল উদগত করে।

কাব্যানুবাদ

নিঃস্ব জনে ফেরায় না তো, তাঁর দয়াতে ধনীর যে ধন,
বৃষ্টি যেমন ফলায় ফসল, টিলার মাথায় পুষ্পিত বন।

(১৫৩)

ولمْ أردْ زهرةَ الدنيا التي اقتطفتْ
يدا زُهيرٍ بما أثنى على هَـــرِم

উচ্চারণ

ওয়া লাম উরিদ যাহরাতাদ দুনইয়াল্লাতী ইকতাত্বাফাত,
ইয়াদা-যুহাইরিন বিমা আসনা আলা হারামী।

সরল অনুবাদ

দুনিয়ার যশ খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে আমি এ কাসীদা নিবেদন করছি না, যা হরম বিন সিনান'র বন্দনা গেয়ে কবি কা'ব বিন যুহাইর অর্জন করতে চেয়েছিলেন।

কাব্যানুবাদ

এই দুনিয়ার সুখ-ঐশ্বর্য, যশ-খ্যাতি নয় এর আবেদন,
হরম'র ওই স্তুতিতে যুহাইর যা চায় করতে চয়ন।

الفصل العاشر فى ذكر المناجات وعرض الحاجات
মুনাজাতের উল্লেখ ও আর্জিতে

দশম পরিচ্ছেদ

(১৫৪)

يا أكرمَ الخلق ما لي منْ ألوذُ بـه

سواك عند حلول الحادث العَـمِمِ

উচ্চারণ

ইয়া আকরামাল খালকি মা-লী মান আলু- যু বিহী,

সিওয়া- কা ইনদা হুলূলিল হা-দিসিল আমামী।

সরল অনুবাদ

হে সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত (শ্রেষ্ঠ নবী), সর্ব ব্যাপক মহা বিপর্যয়ে আপনি ছাড়া আমার আর এমন কেউ নেই যে, যাঁর কাছে আমি আশ্রয় চাইবো।

কাব্যানুবাদ

সৃষ্টিতে হে শ্রেষ্ঠতম, তুমি বিনে কে মোর এমন ?

ঘোর বিপদের ঘনঘটায়, আশ্রয়ে যাঁর লই গো শরণ।

(১৫৫)

ولن يضيق رسولَ الله جاهُك بـي

إذا الكريمُ تجلَّى باسم منتقـمِ

উচ্চারণ

ওয়া লাই ইয়াদ্বীকা রাসুলাল্লাহি জা-হুকা বী,

ইযাল কারীমু তাজাল্লা বি ইসমি মুনতাকিমী।

সরল অনুবাদ

হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য (সুপারিশ করলে) আপনার মর্যাদায় ঘাটতি হবে না, যে দিন দয়ালু আল্লাহ্ প্রকাশিত হবেন শাস্তিদাতা রূপে। (অর্থাৎ বিচার দিবসে)

কাব্যানুবাদ

মোর লাগি হে, দাও যদি সেই সুপারিশের একটি বচন,

নবী তোমার শান-মানেতে তিল পরিমাণ কী সংকোচন ?

(১৫৬)

فإنّ من جودك الدنيا وضرّتَهـا

ومن علومك علمَ اللوحِ والقلـمِ

উচ্চারণ

ফাইন্না মিন জু-দিকাদ দুনইয়া ওয়া দোয়াররাতাহা,

ওয়া মিন উলু-মিকা ইলমাল লাওহি ওয়াল ক্বালামী।

সরল অনুবাদ

কেননা, দুনিয়া আখেরাত বা ইহ-পরকালের অযুত নেয়ামত আপনারই বদান্যতার কণা মাত্র। আর লওহ ও কলমের জ্ঞান আপনারই জ্ঞান-রূপ খনি থেকে উৎসরিত।

কাব্যানুবাদ

তোমার দয়া-কৃপার দানে সুজলা হয় দুই যে ভুবন,

লওহ ও ক্বালাম ধরলো সেটাই, করলে যেটুক জ্ঞান-বিতরণ।

(১৫৭)

يا نفسُ لا تقنطي من زلةٍ عظمــتْ
إنّ الكبائرَ في الغفران كاللــممِ

উচ্চারণ

ইয়া নাফসী লা- তাকনাত্বী মিন যাল্লাতিন আযুমাত,
ইন্নাল কাবা-ইরা ফিল গুফরা-নি কাল লামামী।

সরল অনুবাদ

হে আমার নফস (আত্মা), পাপের বোঝা বড় দেখে (আল্লাহর রহমত থেকে) নিরাশ হবে না। কেননা তাঁর ক্ষমাশীলতার সামনে এগুলো অতি ক্ষুদ্র।

কাব্যানুবাদ

পাপের বোঝা বড় বলে নিরাশ তুমি হও না হে মন,
মহান প্রভুর ক্ষমার কাছে তুচ্ছ এ সব, কী আর এমন ?

(১৫৮)

لعلّ رحمةَ ربي حين يقســـمها
تأتي على حسب العصيان في القِسمِ

উচ্চারণ

লা আল্লা রাহমাতা রাব্বী হীনা ইয়াকসিমুহা,
তা'তী আলা হাসবিল ইসয়ানি ফিল কিসামী।

সরল অনুবাদ

আশা করছি যে, আমার পালনকর্তার রহমত যখন তিনি তা বন্টন করেন, তখন গুনাহর পরিমাণ অনুযায়ী তা ভাগে পড়বে। (অর্থাৎ গুনাহর পরিমাণ বেশী হলে, তা ক্ষমা করার জন্য দয়া রহমতও বেশী আসবে।)

কাব্যানুবাদ

আশা আমার প্রভুর দয়ায়, বাঁটেন তিনি সেই না যখন,
আসবে গুনাহর অনুপাতে, যার যা গুনাহ তার সে ওজন।

(১৫৯)

يارب واجعلْ رجائي غير منعكِــسٍ
لديك واجعل حسابي غير منخــرمِ

উচ্চারণ

ইয়া রাব্বিজ আল রাজা-ঈ গাইরা মুনআকিসিন,
লাদাইকা ওয়াজআল হিসাবী গাইরা মুনখারিমী।

সরল অনুবাদ

হে আমার পালনকর্তা, তোমার কাছে আমার প্রত্যাশার যেন ভিন্নতা না ঘটে, আর আমার করুণাপ্রাপ্তির ধারণা যেন বঞ্চনার শিকার না হয়।

কাব্যানুবাদ

হে মোর প্রভু, তোমার কাছে আশ যেন মোর হয় গো পূরণ,
দয়া পাবো-এই ধারণার হয় না যেন উল্টো ধরন।

(১৬০)

والطفْ بعبدك في الدارين إن له
صبراً متى تدعُهُ الأهوالُ ينهــزمِ

উচ্চারণ

ওয়ালতোফ বিআবদিকা ফিদ দা-রাইনি ইন্না লাহু,
সোয়াবরাম মাতা তাদউহুল আহওয়া লু ইয়ানহাযিমী।

সরল অনুবাদ

হে আল্লাহ, তুমি উভয় জগতে তোমার বান্দার প্রতি রহম করো। কারণ, তার ধৈয এতটুকু যে, ভয়াবহ বিপদ আসলে তা মুহূর্তে উবে যায়।

কাব্যানুবাদ

বান্দা তোমার চায় গো কৃপা, দুই জাহানে এই অভাজন,
দাও বিপদে ধৈয আমায়, অটল যেন রয় দু' চরণ।

(১৬১)

وأذن لسُحب صلاةٍ منك دائمةٍ
على النبي بمُنْهَلٍّ ومُنْسَجِمِ

উচ্চারণ

ওয়া' যান লিসুহবি সালাতিম মিনকা দা-ইমাতান,
আলান নাবিয়্যি বিমুনহাল্লিন ওয়া মুনসাজিমী।

সরল অনুবাদ

হে দয়াময় আল্লাহ, তুমি দরূদের মেঘমালাকে হুকুম দাও,
যেন নবীজির ওপর প্রবল বেগে অনন্তকাল বর্ষিত হয় ।

কাব্যানুবাদ

তোমার সালাত-ভরা মেঘে হুকুম দিও, ঐশী ভাষণ,
নবীর' পরে সবেগ ধারায়, অনন্তকাল ঘটুক পতন।

(১৬২)

والال والصحب ثم التابعين لهم
اهل التقى والنقى والحلم والكرم

উচ্চারণ

ওয়াল আ-লি ওয়াস সোয়াহ্‌বি সুম্মাত তা-বিঈনা লাহুম,
আহ্‌লিত তুকা ওয়ান নুকা ওয়াল হিলমি ওয়াল কারামী।

সরল অনুবাদ

অত:পর নবীপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র আ-ল (বংশধর),
আসহাব ও তাবেঈন'র প্রতিও সেই দরূদের নযরানা, যাঁরা তাকওয়া
(খোদাভীতি) পবিত্রতা, পরম সহিষ্ণুতা ও দয়া-দক্ষিণার অধিকারী।

কাব্যানুবাদ

ফের নবীজির আ-ল ও সাহ্‌ব, তাবেঈ সব শ্রদ্ধাভাজন,
দরূদ তাঁদের পরেও, যাঁরা মুত্তাকী, ধীর, বিশুদ্ধমন।

(১৬৩)

ثم الرضا عن أبي بكرٍ وعن عمر
وعن عليٍ وعن عثمانَ ذي الكرم

উচ্চারণ

সুম্মার রিদ্বা-আন আবী বাকরিন ওয়া-আন উমারা,
ওয়া আন্ আলিয়্যিন ওয়া আন উসমানা যিল কারামী।

সরল অনুবাদ

হযরত আবু বকর ও উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)'র প্রতিও হে আল্লাহ্,
তোমার সন্তুষ্টির ধারা থাকুক অব্যাহত, আর তদ্রুপ হযরত ওসমান, আলী
(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)'র মত দয়াবানদের প্রতিও।

কাব্যানুবাদ

আবু বকর, ওমর, আলী, ওসমানের ওই ধন্য জীবন,
তোমার তুষ্টি সিক্ত করুক সমাধির ওই বেহেশ্‌ত্-কানন।

(১৬৪)

ما رنّحتْ عذباتِ البان ريحُ صبا
وأطرب العيسَ حادي العيسِ بالنغمِ

উচ্চারণ

মা রান্নাহাত আযাবা তিল বা নি রীহু সাবা,
ওয়া আত্বরাবাল ই-সা হা দিল ই-সি বিন নাগামী।

সরল অনুবাদ

মরুর বান বৃক্ষের শাখায় যতদিন ভোরের হাওয়া দোলা দেবে, আর লালচে
সাদা উটকে গানের সুরে চালক হাঁকিয়ে যাবে। (ততদিন তাঁদের প্রতি
তোমার এ রহমতের ধারা প্রবাহিত রেখো)।

কাব্যানুবাদ

তোমার আশীষ হোক, যত দিন বান'র শাখায় হাওয়ার দোলন,
উট চালাতে রয় যতদিন চালক মুখে সুরের ভাঁজন।

(১৬৫)

فاغفرلنا شدها واغفرلقارئها

سألتك الخيرياذا الجود والكرم

উচ্চারণ

ফাগফির লিনা- শিদিহা ওয়াগফির লিকা-রি ইহা,

সাআলতুকাল খাইরা ইয়া যাল জু-দি ওয়াল কারামী।

সরল অনুবাদ

হে দানশীল ও দয়ালু আল্লাহ্, তোমার কাছে এ কাসীদার রচয়িতা ও পাঠককুলের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করি।

কাব্যানুবাদ

দয়াল দাতা, তোমার কাছে প্রার্থনা মোর, এই নিবেদন,

এই কাসীদার লিখক, পাঠক সবাইকে দাও ধন্য জীবন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

কাসীদায়ে গাউসিয়া শরীফ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা, যিনি অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' এর অসাধারণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। অগণিত নেয়ামতে পরিবেষ্টিত হওয়া ইনসানে কামিল তথা পূর্ণ মানবীয় মর্যাদার অধিকারীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ– وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (অর্থাৎ অতঃপর আপন প্রভুর নেয়ামতসমূহের চর্চা করুন)। এ বাণীর যথার্থ বাস্তবায়ন করে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমি আল্লাহর হাবীব, এতে গৌরব প্রকাশ নয়, হাশর ময়দানে 'লিওয়াউল হামদ' (প্রশংসার নিশান) থাকবে আমারই হাতে, এতে অহংকার করছিনে।" প্রসঙ্গত, অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার মতো? আমার প্রভু আমাকে খাওয়ান, আমাকে পান করান"।

নেয়ামতের অপার্থিবতা বোধগম্য না হলে অনেক সময় নেয়ামতের পরিপ্রেক্ষিতে কৃতজ্ঞতার প্রকাশটাও হয়ে উঠে রহস্যময়। তখন সাধারণ মানুষতো দূরে, অনেক বোদ্ধা ও বিদগ্ধ মহলেও এ নিয়ে গুঞ্জন, সমালোচনার ঝড় বইতে দেখা যায়। অলিকূল সম্রাট, খোদায়ী রহস্যের অকুল পাথার, গাউসিয়াতের তাজদার, হুযুর শাহেনশাহে বাগদাদ গাউসে আ'যম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এর কাসীদায়ে গাউসিয়া এমনি অভাবিত রহস্যে পরিপূর্ণ একটি বিষয়। যেকোন নেক উদ্দেশ্য পূরণে ও সমস্যা সমাধানে এর তেলাওয়াত এক অব্যর্থ ওয়াসীলাহ্ (মাধ্যম) হিসেবে পরীক্ষিত।

'কাসীদা' আরবী শব্দ। বহু বচনে কাসায়েদ। বৈচিত্রপূর্ণ আরবী সাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কবিতাকে কাসীদা বলা হয়। 'A Dictionary of modern written arabic' গ্রন্থে তার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "Kasida an ancient arabic poem having as a rule, a rigid tripartite structure" অর্থাৎ কাসীদা হচ্ছে সচরাচর তিনটি প্রধান স্তরবিশিষ্ট প্রাচীন আরবী কবিতা। আরবী কবিতাগুলো মূলত দু'টি

আঙ্গিকে রচিত হয়েছে। ১. কাসীদা (গীতিকাব্য) ২. কিৎআহ (খন্ডকবিতা)। ক.সীদার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক. কাসীদার বয়েত বা পয়ার সংখ্যা পঁচিশ থেকে একশতের মধ্যে থাকবে। খ. বয়েতগুলো দু'মিসরা' বা পঙক্তিতে ভাগ থাকবে। গ. প্রথম দু'পঙক্তির শেষে মিল থাকবে। ঘ. আর এ মিল প্রত্যেকটি বয়েতের শেষে অন্ত্যমিল হিসাবে পূর্ণ কাসীদায় বিরাজ করবে। ঙ. সাধারণত প্রিয় বাহন, প্রিয় প্রাণী, প্রিয় বসত বা প্রিয়জনের পূঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় মুখরিত থাকে কাসীদার দেহসৌষ্ঠব। চ. সচরাচর এ জাতীয় কাব্যে কারো প্রশংসা বা আত্ম প্রশস্তি, ভ্রমণ, যুদ্ধ, আমোদ-প্রমোদ বা বীরত্বের প্রকাশ, অথবা ব্যঙ্গাত্মক, কুৎসা, নিন্দা, প্রতিপক্ষকে হেয় করা, সতর্কতারোপ ইত্যাদি উপজীব্য হয়ে থাকে।

এ ধরণের কাব্যকর্মে সিদ্ধহস্ত সাহাবীদের মধ্যে হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত, কা'ব বিন যুহাইর, কা'ব বিন মালেক, হযরত ফাতিমা, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে আবুল কাসেম ফেরদৌসি, শেখ সাদী, আব্দুর রহমান জামী, আল্লামা রুমী, আল্লামা শরফুদ্দীন বুসিরী, ইমাম আযম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু'র নাম স্মর্তব্য।

গাউসে পাক হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু'র কাসীদা রচনাশৈলীতে অনন্য বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান। এ কাব্যে তাঁর এক অত্যুজ্বল কবিসত্বার যেমন পরিচয় মেলে, তেমনি আধ্যাত্মিকতার অসীম নিলীমায় তাঁর অবস্থান যে কতো সুউচ্চে, পাঠকদের তারও কিছু ধারণা অর্জিত হয়। বলাবাহুল্য, এ কাসীদায় গাউসে পাককে আল্লাহ তাআলা যে অপরিসীম নেয়ামতে ভরপুর করে দিয়েছেন, তাঁর কিছু আভাষ তিনি দিয়েছেন শুধুমাত্র তাহদীসে নে'মাত তথা নেয়ামতের শোকরগুজারি ও তার চর্চা করার মহান উদ্দেশ্যে। এটা অবশ্যই কোন অহংকারের সংজ্ঞায় আনা যায়না। তিনি নিজেই বলেছেন, এটা একান্তই মহাপ্রভুর অযাচিত দান। এছাড়া অপার্থিব পুরস্কারের মহানত্ব পার্থিব জগতের মানুষ কতোটাই বা আন্দাজ করতে পারে! এজন্য অপরের মাধ্যমে এ নেয়ামতের চর্চা যে অসম্পূর্ণ, তাতো বলার অপেক্ষা রাখেনা। ঐতিহাসিকের বিবরণের চেয়ে কোন মনীষীর আত্মচরিত অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য প্রমাণ। এজন্য

বেলায়তের অনতিক্রম্য অবস্থানে থেকে বিশেষ হালে গাউসে পাকের এ আত্মপরিচয় তথা কাসীদায়ে গাউসিয়া মোটেও আত্মশ্লাঘা নয়। গাউসে পাকের কাসীদাসমূহ দুষ্প্রাপ্য, বিরল। আমাদের জন্য বহুলপঠিত কাসীদাটি ছাড়া তাঁর আরও আটটি কাসিদার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এটি প্রথম। ইতোমধ্যে এ কাসীদার একাধিক কাব্যানুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। তথাপি সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য করে এ কাসীদার পুণঃ কাব্যানুবাদ প্রয়োজনীয় কিছু টীকা-টীপ্পনী ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিস্তারসহ পাঠককুলের খেদমতে পরিবেশন করার উদ্দেশ্যেই এ ক্ষুদ্র নিবেদন।

বড়পীর গাউসুল আ'যম দস্তগীর হযরত সায়্যিদ আবদুল কাদির জীলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র তিরোধানের মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত দ্বীন'র সুরক্ষা, প্রচার-প্রসার এবং এর অনুসরণে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের সাধনায় নিরত থাকেন সাহাবী, তাবিঈন,তবৃয়ে তাবিঈন ও তৎপরবর্তী অসংখ্য ওলামা-মাশায়েখ। যখনই দ্বীন'র নির্মল আকাশে ফিৎনার মেঘ ও দূর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয়, তখনই তাঁরা রিয়াযত-সাধনায় মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকেন। যুগে যুগে আধ্যাত্মিক সাধককুলের ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাঁদের জীবনপণ সংগ্রাম-সাধনার বদৌলতে এ দ্বীন নিজ স্বকীয়তা নিয়ে টিকে আছে আজো। দ্বীনের অস্থিত্ব রক্ষায় যে মহাপুরুষদের অতুলনীয় অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে বড়পীর গাউসুল আ'যম দস্তগীর হযরত সায়্যিদ আবদুল কাদির জীলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র নাম অবিস্মরণীয়।

হযরত সায়্যিদ আবদুল কাদির জীলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র বাগদাদ আগমন কালীন প্রেক্ষাপট ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য নৈরাজ্যকর। যদিও মুসলিম সাম্রাজ্য স্পেন হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃতি পায়, কিন্তু এর অভ্যন্তরীন অবকাঠামো হয়ে পড়ে ঘূণেধরা। মুসলিম জনগোষ্টির রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয় ছিল শোচনীয় পর্যায়ে। এমনই এক ক্রান্তিকালে খোদাপ্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে মুক্তির অবতার

হয়ে মৃতপ্রায় দ্বীনে পূনঃপ্রাণ সঞ্চার করেন ওলীকুল সম্রাট সরকারে বাগদাদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।

গাউসে পাক হযরত আবদুল কাদির জীলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জন্মগ্রহণ করেন হিজরী ৪৭১ সন মোতাবেক ১০৭৭ ঈসায়ী, ১লা রমযান কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী ইরান দেশের জীলান অঞ্চলের নীফ নামক স্থানে। পিতা-মাতার উভয় বংশধারা নবীদৌহিত্রদ্বয় তথা হাসান-হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)'র সাথে মিলিত হওয়ায় তিনি হাসানী-হুসাইনী। পিতা সায়্যিদ আবু সালেহ মুসা জঙ্গী দোস্ত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। জননী আমাতুল জাব্বার উম্মুল খাইর সায়্যিদা ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। পিতা যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন মহান আধ্যাত্মিক সাধক। মাতাও ছিলেন রত্নগর্ভা, খোদাভীরু মহিয়সী নারী, কুরআন মাজীদের আঠার পারার হাফিযা। গর্ভাবস্থায় ও শৈশবে মায়ের মুখের তেলাওয়াতে ওই আঠারো পারা শিশু আব্দুল কাদিরেরও মুখস্থ হয়ে যায়। মক্তবের প্রথম দিনেই তাঁর অসাধারণ এ ধীশক্তি ধরা পড়ে। অল্প দিনে তিনি পবিত্র কুরআনের হাফিয হন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর পর পিতার ইন্তেকাল হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর ৪৮৮ হিজরী উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে মায়ের অনুমতি নিয়ে ইরাকের বাগদাদে গমন করেন। কারণ বাগদাদ ছিল তৎকালীন সময় ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি বিদ্যাপীঠ মাদরাসায়ে নেযামিয়ায় ভর্তি হয়ে তিনি জ্ঞান সাধনায় গভীর মনোনিবেশ করেন। তাঁর সম্মানিত উস্তাযগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, আদীবে যমান হাম্মাদ বিন মুসলিম, শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ বিন হাসান বাকিল্লানী, যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ্ ক্বাযী আবু সাঈদ মুবারক মাখযুমী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রমুখ। এখানে তিনি হাদীস, তাফসীর, ইল্‌মে কালাম, ফিকহ (ইসলামী আইন শাস্ত্র), মানতিক, আরবী সাহিত্য, হিকমত, তাসাওউফ প্রভৃতি বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। ইলম ও হিকমত'র পরিপূর্ণতায় তিনি জ্ঞান পিপাসুদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন। লেখা-পড়া শেষে তিনি একদিকে অধ্যাপনা, অন্যদিকে দিব্য নির্দেশনায় ওয়ায নসীহত'র মাধ্যমে অসংখ্য বিপথগামী মানুষকে সুপথে আনেন।

যাহেরী ইলম অর্জন শেষে বাতেনী উৎকর্ষের জন্য গাউসে বাগদাদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। যদিও তিনি মাতৃগর্ভের ওয়ালিউল্লাহ। কিন্তু তাসাওউফ ও তরীকতের সাধনায় সুন্নাত হিসাবে হযরত শাইখ আবু সাঈদ মাখযূমী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র নিকট বাইআত হন। তাঁর ইন্তেকালোত্তর তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাসদনে অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। সেখানে গাউসে পাক প্রায় চার দশক পর্যন্ত ব্যাপক দ্বীনি খেদমত আনজাম দেন। গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র আধ্যাত্মিক সাধনার কথা অবর্ণণীয়। কঠোর সাধনাকালে তিনি আহার, নিদ্রা, বিশ্রামের কোন তোয়াক্কা করেন নি। দিনে সিয়াম, রাতে সালাত, দ্বীনি দরস, ওয়ায-নসীহত, যিকর-আযকার ও মুরাকাবা-মুশাহাদায় কাটান জীবনের প্রায় সময়। স্বাভাবিক ভোজন তো অধিকাংশ সময় বর্জন করতেন। অনেক সময় বনে-জঙ্গলে থেকে গাছের ফল-মূল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতেন।

বড়পীর গাউসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র ওয়ায, বক্তৃতার লিখিত সংকলন, তাঁর রচিত কিতাবাদি ইসলামী সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। সহস্র বছর ধরে মুসলিম বিশ্বে এগুলো ব্যাপক সমাদৃত হয়ে আসছে। তাঁর আরবী-ফার্সী রচনাবলী অনূদিত হয়েছে বিশ্বের অসংখ্য ভাষায়। কালোত্তীর্ণ ভাবে হেদায়তের ধারায় পাঠক প্রীতি ধরে রেখেছে তাঁর যেসব গ্রন্থাদি তন্মধ্যে 'ফুতূহুল গাইব', 'আল্ ফাত্হুর রাব্বানী', 'গুনিয়াতুত্তালিবীন', 'সিররুল আসরার'র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরবী ও ফার্সীতে রচিত তাঁর কিছু খন্ড কবিতা এবং কাসীদাও রয়েছে। এর মধ্যে অত্যধিক প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তার ঈর্ষণীয় পর্যায়ের হল কাসীদায়ে গাউসিয়া। এ কাসীদাটির বক্তব্য ব্যতিক্রমধর্মি বলে অনেকে এটা আদৌ তাঁর রচিত কিনা তা নিয়ে সংশয়গ্রস্থ হয়েছেন। আল্লাহর একান্ত নৈকট্যের সাধনায় বিভোর বান্দাগণ আপন সত্তা ভুলে প্রেমাস্পদ প্রভুর ধ্যানে লীন হয়ে যান। ওয়াজ্‌দ বা তাঁদের এ বিশেষ তন্ময় হালতের নাম ফানা ফিল্লাহ। সেই স্তরে থাকা অবস্থায় তাঁদের ভাবের বর্ণনা ভাষা পায় ভিন্ন। হযরত সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী, মানসূর হাল্লায (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রমূখ হতেও সেরূপ ভাবের কথা শোনা গেছে। যদিও জড়বাদ বা বস্তুতান্ত্রিক দর্শন প্রভাবিত অনেকে এ জাতীয় ভাববিহ্বলতাকে স্বীকার করতে নারাজ, তথাপি সত্য এটা যে, আধ্যাত্মিকতায় এ স্তর সশ্রদ্ধ

দৃষ্টিতে সমাদৃত। 'লী মাআল্লাহি ওয়াকতুন'- মহানবীর এ উক্তির আলোকে তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের মধ্যেও ঐশী প্রেম-বিভোরতা স্বীকার্য। তাই গাউসে পাকের আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে উন্নীত অবস্থায় উচ্চারিত হলেও এতে সংশয় পোষণ করা অমূলক। কারণ গাউসে পাকের অসংখ্য কারামতের কথা বহুল বর্ণনায় তাওয়াতুর (সন্দেহমুক্ত)'র পর্যায়ে পৌঁছেছে। কাসীদায়ে গাউসিয়ার খ্যাতি বিশ্বময়। এ কাসীদাও গদ্যে পদ্যে অনূদিত হয়েছে অনেক ভাষায়। টীকা-টীপপনী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও রচিত হয়েছে এন্তার। ভক্তি বিশ্বাসে 'ওয়াযীফা' হিসাবে পাঠ করেন বিপুল সংখ্যক ভক্ত-অনুরক্ত।

৫৬১হি. সালের রবিউস সানী মাসে বড়পীর গাউসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র ওফাত সংঘটিত হয়। বাগদাদেই হয়েছে তাঁর পবিত্র সমাধি।

তাঁর রচিত এ কাসীদার ফযীলত বরকত অপরিসীম। যেমন (ক) একাগ্রচিত্তে কেউ দৈনিক এগার বার করে ওয়াযীফা হিসাবে পাঠ করলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রিয়ভাজন হওয়া যায়। (খ) নিয়মিত পাঠ করলে স্মরণশক্তি এত বৃদ্ধি পায় যে, পঠিত বা শ্রুত বিষয়ও মনে রাখা যায়। (গ) নিয়মিত অধ্যয়ন করতে পারলে আরবীতে দক্ষতা অর্জিত হয়। (ঘ) যে ব্যক্তি কোন মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, বা কোন কঠিন সমস্যার জন্য এ কাসীদা শরীফ চল্লিশ দিন নিয়মিত পাঠ করবে, মেয়াদ পূর্তির মধ্যেই তার উদ্দেশ্য পূরণ ও সমস্যা মিটে যাবে। (ঙ) ভক্তি প্রেম নিয়ে যে ব্যক্তি এই কাসীদা রাখে ও দৈনিক ৩ বার করে তেলাওয়াত করে, আর যদি পড়তে অক্ষম হওয়ায় অন্যকে দিয়ে পাঠ করিয়ে শ্রবণ করে আর নিজের কাছ থেকে পৃথক না করে ও বিশুদ্ধ নিয়তে দৃঢ় ইয়াকীনে প্রত্যহ সকাল বেলা তাতে মুহাব্বতের দৃষ্টি বুলায়, তবে ইন্‌শাআল্লাহ গাউসে সাকালাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)কে স্বপ্নে দেখবে। আর তিনি রাজা বাদশাহর নিকট সম্মান লাভ করবেন।

নির্ধারিত তারতীবে বিশেষ মকসুদে পাঠ করলে পূর্বাহ্নে গাউসে পাকের রূহ শরীফে ঈসাল'র নিয়তে শিরনী পাকিয়ে ফাতেহা পাঠ করা উত্তম। অতঃপর নিম্মোক্ত দরূদ কমপক্ষে ৩ বার অথবা ১১ বার পাঠ করতঃ কাসীদা শরীফ আরম্ভ করা উচিত।

দরূদ শরীফ

اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي ال سيدنا محمد معدن الجود الكرم منبع العلم والحلم والحكم واله وصحبه وبارك وسلم

আল্লাহুম্মা সোয়াল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন মা'দানিল জু-দি ওয়াল কারামি মাম্বাইল ইলমি ওয়াল হিলমি ওয়াল হিকাম ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

السلام اے نور چشم انبیاء–السلام اے بادشاہ اولیاء

আস্‌সালাম আয় নূরে চাশমে আম্বিয়া,
আস্‌সালাম আয় বাদশাহে আউলিয়া।

سقاني الحب كاسات الوصالي
فقلت لخمرتي نحوي تعالي

উচ্চারণ

সাক্বানিল্ হুব্বু কা-সাতিল্ বিসালী,
ফাক্বুলতু লিখাম্‌রাতী নাহ্‌ভী তাআলী।

অনুবাদ

ভর পেয়ালার মিলন শরাব পান করালো আমায় প্রেম,[১]
শুধাই ডেকে আমার সুধায়, মোর পানে আয়, আয়রে শ্যাম।

سعت ومشت لنحوي في كؤوس
فهمت بسكرتي بين الموالي

উচ্চারণ

সাআত্ ওয়া মাশাত্ লি নাহ্ ভী ফি কুউসিন,
ফাহিম্‌তু বি সুক্‌রাতী বাইনাল্ মাওয়ালী।

অনুবাদ

পাত্রে পাত্রে আসলো ছুটে ভিড় জমালো আমার ঠাঁই,
সঙ্গীমাঝে প্রেমনেশাতে আকণ্ঠ পান করছি তাই।

فقلت لسائر الاقطاب لموا

بحالي وادخلوا انتم رجالي

উচ্চারণ

ফাক্বুলতু লিসায়িরিল্ আক্বত্বাবি লুম্মূ,

বিহালী ওয়াদ্খুলূ আন্তুম্ রিজ্বালী।

অনুবাদ

কই ডেকে সব কুতুবদেরে, এসো আমার এই হালে,

হওগো দাখিল এই হালে মোর, তোমরা চলো মোর চালে।

وهموا واشربوا انتم جنودي

فساقي القوم بالوافي ملال

উচ্চারণ

ওয়া হাম্মূ ওয়াশ্রাবূ আন্তুম্ জুনুদী,

ফাসা-ক্বিল্ কাওমি বিল্ ওয়াফী মালালী।

অনুবাদ

সাহস করে পান করে যাও, তোমরা সবে ফৌজ আমার,

দরাজ দিল এ সাকীরে ভাই, পূর্ণ রাখে পাত্র তার।

شربتم فضلتي من بعد سكري

ولانلتم علوي واتصالي

উচ্চারণ

শারিব্তুম্ ফুদ্বলাতী মিম্ বা'দি সুক্রী,

ওয়ালা নিল্তুম্ উলুব্বী ওয়াত্তিসালী।

অনুবাদ

নেশা আমার পূর্ণ হলে, যা বাকী তা করলে পান,

উচ্চতা কেউ পাবেনা মোর, তাঁর কাছে কে মোর সমান?

مقامكم العلي جمعا ولاكن

مقامي فوقكم مازال عال

উচ্চারণ

মাক্বামুকুমুল্ উলা জাম্আওঁ ওয়ালা-কিন্,

মাক্বামী ফাউক্বাকুম্ মা যা-লা আ-লী।

অনুবাদ

তোমরা সবার উচ্চ মকাম, জানি আমি; কিন্তু ভাই,

তোমাদেরও উচ্চে আমি, সে উচ্চতার শেষ যে নাই।

انا في حضرة التقريب وحدي

يصرفني وحسبي ذو الجلال

উচ্চারণ

আনা ফি হাদ্বরাতিত্ তাক্বরীবি ওয়াহ্দী,

ইয়ুসার্রিফুনী ওয়া হাস্বী যুল্ জালালী।

অনুবাদ

খোদার কাছে সেই নিরালায় একা আমি, একক হাল,

মর্যাদা যা দিলেন আমায় যথেষ্ট, সে যুল-জালাল।

انا البازي اشهب كل شيخ

ومن ذافي الرجال اعطي مثال

উচ্চারণ

আনাল্ বা-যিয়্যু আশ্হাবু কুল্লা শাইখিন্,

ওয়া মান্যা ফির্ রিজালী উ'তা মিসালী।

অনুবাদ

পাখির মাঝে বাজপাখি যা, ওলীর মাঝে আমিও তাই,[২]

আমার মতো প্রাপ্তি নিয়ে কে আছে আজ তাঁদের ঠাঁই?

ولو القيت سري فوق ميت
لقام بقدرة المولي تعالي

উচ্চারণ

ওয়া লাও আল্‌ক্বাইতু সির্‌রী ফাউক্বা মাইতিন্‌,
লাক্বামা বিক্বুদ্‌রাতিল্‌ মাওলা তাআলী।

অনুবাদ

গুপ্ত হিয়ার রহস্যটা সঞ্চারিলে মৃতের পর,
মহান প্রভুর কুদরতে যে দাঁড়িয়ে যাবে সেই নিথর।

وما منها شهور او دهور
تمر وتنقضي الا اتالي

উচ্চারণ

ওয়ামা মিন্‌হা শুহূরুন্‌ আও দুহূরুন্‌,
তামুর্‌রু ওয়াতান্‌ক্বাদ্বী ইল্লা আতালী।

অনুবাদ

ভূবন মাঝে সময় কালে মাস কিবা যুগ নেই এমন,
আসেনা যে আমার কাছে আসতে কিবা যাবার ক্ষণ।

وتخبرني بما ياتي ويجري
وتعلمني فاقصر عن جدالي

উচ্চারণ

ওয়া তুখ্‌বিরুনী বিমা ইয়া'তী ওয়া ইয়াজ্‌রী,
ওয়া তু'লিমুনী ফা আক্বসির্‌ আন্‌ জ্বিদালী।

অনুবাদ

তারা আমায় জানিয়ে যাবে হচ্ছে কী, আর ঘটবে কি?
অবিশ্বাসী নিন্দুকেরা, ঝগড়া তোদের থামবে কি?

مريدي هم وطب واشطح وغن
وافعل ما تشاء فالاسم عال

উচ্চারণ

মুরীদী হিম্‌ ওয়াত্বিব্‌ ওয়াশ্‌ত্বিহ্‌ ওয়া গান্নি,
ওয়া ইফ্‌আল্‌ মা তাশা-উ, ফাল্‌ ইসমু আলী।

অনুবাদ

মুরিদ আমার, সাহস রেখো, হও খুশী, নির্ভয়ে গাও,[৪]
উচ্চে আমার নামটি, কাজেই যা খুশি তা করেই যাও।

مريدي لا تخف الله ربي
عطاني رفعة نلت المنال

উচ্চারণ

মুরীদী লা তাখাফ্‌ আল্লাহ রাব্বী,
আত্বানী রিফ্‌আতান্‌ নিল্‌তুল্‌ মানালী।

অনুবাদ

মুরিদ আমার ভয় করোনা, আল্লাহ আমার রব,
দিলেন আমায় উচ্চতা, সে পেলাম পাওয়ার সব।

طبولي في السماء والارض دقت
وشاؤس السعادة قد بدالي

উচ্চারণ

তুবূলী ফিস্‌ সামা-ই ওয়াল্‌ আরদ্বি দুক্বক্বাত,
ওয়া শা-উসুস্‌ সাআদাতি্‌ ক্বদ্‌ বাদালী।

অনুবাদ

আসমানে, কি যমীনেতে বাজনা শুনি মোর নামের,
ফুটলো দু'কুল আলো করে ফুলগুলো মোর কিস্‌মতের।

بلاد الله ملكي تحت حكمي

ووقتي قبل قبلي قد صفالي

উচ্চারণ

বিলাদুল্লা-হি মুল্‌কী তাহ্‌তা হুক্‌মী,
ওয়া ওয়াক্বতী ক্বব্‌লা ক্বব্‌লী ক্বদ্‌ সাফা লী।

অনুবাদ

খোদার যমীন রাজ্য আমার, অধীন আমার ফরমানে,
জন্মের আগেই আল্লাহ্‌ সাজান সময় আমার সম্মানে।

نظرت الي بلاد الله جمعا

كخردلة علي حكم اتصال

উচ্চারণ

নাযোয়ার্‌তু ইলা বিলাদিল্লাহি জাম্‌আন্‌,
কা খার্‌দালাতিন্‌ আলা হুক্‌মিত ত্বিসালী।

অনুবাদ

আল্লাহ তাআলার তামাম শহর জুড়ে দিলাম যেই নযর,[৫]
সব মিলিয়ে দেখি তারে সর্ষে দানার বরাবর।

وكل ولي له قدم واني

علي قدم النبي بدر الكمال

উচ্চারণ

ওয়া কুল্লু ওলিয়্যিন্‌ আলা ক্বাদামিউঁ ওয়া ইন্নী,
আলা ক্বাদামিন্‌ নাবী বাদ্‌রিল্‌ কামালী।

অনুবাদ

প্রত্যেক ওলীর চলার তরে থাকে বিশেষ কক্ষপথ,
পূর্ণশশী মোর নবীজির চরণ চুমে আমার রথ।

مريدي لاتخف واش فاني

عزوم قاتل عند القتال

উচ্চারণ

মুরীদী লা তাখাফ্‌ ওয়াশিন্‌ ফা ইন্নী,
আযূমুন্‌ ক্বাতিলুন্‌ ইন্‌দাল্‌ ক্বিতালী।

অনুবাদ

কুচক্রী ওই শত্রু থেকে, মুরিদ আমার, নেইকো ভয়,
লড়াইকালে হন্তা আমি রইব অটল সুনিশ্চয়।

درست العلم حتي سرت قطبا

ونلت السعد من مولي الموالي

উচ্চারণ

দারাস্‌তুল্‌ ইল্‌মা হাত্তা সির্‌তু কুত্ববান,
ওয়া নিল্‌তুস সা'দা মিম্‌ মাওলাল্‌ মাওয়ালী।

অনুবাদ

কুতুব হয়ে বিরাজ করি, রপ্ত করি তত্ত্ব জ্ঞান,
ভাগ্য আমার এই যে শুভ, পেলাম মহাপ্রভুর দান।

فمن في اولياء الله مثلي

ومن في العلم والتصريف حال

উচ্চারণ

ফামান্‌ ফী আউলিয়া ইল্লাহি মিস্‌লী,
ওয়ামান্‌ ফিল্‌ ইল্‌মি ওয়াত্‌ তাস্‌রীফি হালী।

অনুবাদ

আল্লাহ তাআলার ওয়ালি কুলে আমার মতো কোন্‌ সে জন?
জ্ঞান-গরিমায় কিংবা হালে করতে পারে বিবর্তন?

كذا ابن الرفاعي كان مني
فيسلك في طريقي واشتغالي

উচ্চারণ

কাযা ইব্নুর্ রিফা-ঈ কা-না মিন্নী,
ফা ইয়াস্লুকু ফী ত্বরীক্বী ওয়াশ্তিগালী।

অনুবাদ

সেরূপ ইবনে রিফায়ীও ছিলেন আমার পথ চলায়,
আমার পথের পথিক হয়ে কর্ম, ধ্যান ও প্রেম বিলায়।

رجال في هواجرهم صيام
وفي ظلم الليالي كالليال

উচ্চারণ

রিজ্বালুন্ ফী হাওয়াজির্ হিম্ সিয়ামুন্,
ওয়া ফী যুলামিল্ লায়ালী কাল্ লাআ-লী।

অনুবাদ

মোর লোকেরা দিনের ভাগে থাকে সিয়াম সাধনায়,
রাত আধাঁরে ইবাদতে মুক্তোসম নূর ছড়ায়।

نبي هاشمي مكي حجازي
هو جدي به نلت المنال

উচ্চারণ

নাবিয়্যুন হাশিমী মাক্কী হিজাযী,
হুয়া জাদ্দী বিহী নিল্তুল্ মাওয়ালী।

অনুবাদ

হেজায ভুমের, মক্কাবাসী, হাশেমী মোর নবীবর,
আমার তিনি পিতামহ, তাঁর তরে সব পাই যে বর।

انا الحسني والمخدع مقامي
واقدامي علي عنق الرجال

উচ্চারণ

আনাল্ হাসানী ওয়াল্ মাখ্দা' মাক্বামী,
ওয়া-আক্বদা-মী আলা উনুক্বির্ রিজ্বালী।

অনুবাদ

বংশকুলে হাসানী ও মাখদা' মকাম এই আমার,[৬]
ওয়ালী কুলের সবার কাঁধে মান্য যে মোর চরণভার।

وعبد القادر المشهور اسمي
وجدي صاحب العين الكمال

উচ্চারণ

ওয়া আবদুল কাদিরিল্ মাশ্হূরু ইস্মী,
ওয়া জাদ্দী সোয়াহিবুল আইনিল্ কামালী।

অনুবাদ

এই আব্দুল কাদের আমি, বিখ্যাত এ নাম আমার,
মোর নানাজী প্রিয় নবী, উৎস যতো পূর্ণতার।

انا الجيلي محي الدين اسمي
واعلامي علي رأس الجبال

উচ্চারণ

আনাল জীলী মুহিউদ্দীনি ইস্মী,
ওয়া আ'লামী আলা রা'সিল্ জিবালী।

অনুবাদ

'মুহিউদ্দীন' লক্বব আমার, বসত জেনো সেই জীলান,
পাহাড়গুলোর শীর্ষে ওড়ে আমার যত জয়নিশান।

تقبلني ولاتردد سؤالي
اغثني سيدي انظر بحالي

উচ্চারণ

তাক্বাব্বাল্‌নী ওয়ালা তার্‌দুদ্ সুআ-লী,
আগিস্‌নী সায়্যিদী উন্‌যুর্ বিহা-লী।

অনুবাদ

মোর নিবেদন ফিরায়োনা, গ্রহণ করো এই আমায়,
মদদ করো আমায়, প্রভু দৃষ্টি দিও এই দশায়।

فحلل يا الهي كل صعب
بحق المصطفي بدر الكمال

উচ্চারণ

ফাহাল্লিল্ ইয়া ইলাহী কুল্লা সোয়া'বিন্,
বিহাক্বিল্ মুস্তফা বাদ্‌রিল্ কামালী।

অনুবাদ

সহজ সাধ্য করো আমার যতো জটিল ব্যাপার সব,
পূর্ণতার ওই চাঁদ নবীজি মোস্তফারই দোহাই, রব।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রয়োজনীয় টীকা ঃ

১. মিলন সুধা বা মিলন শরাব- এটা কোন পার্থিব নেশা বা মাদকতার সাথে সম্পৃক্ত নয়। প্রেমের শরাব বলতে এখানে আধ্যাত্মিক প্রেমকে বুঝানো হয়েছে। এ শরাবের কোন শরীরি অস্তিত্ব বা পান করার আদৌ কোন পেয়ালা এতে থাকেনা। বুঝার জন্য রূপকভাবে এসব শব্দমালার উপস্থাপন। যেমন উর্দূ ভাষায় জনৈক কবি বলেছেন-

তৈয়্যবাহ্ সে মাঙ্গওয়াঈ জাতী হে, সীনোঁমে চুপায়ী জাতী হে,
তাওহীদ কা মায় পেয়ালোঁ সে নেহী নযরোঁসে পিলায়ী জাতী হে।

মদীনা থেকে এ শরাব আসে, বুকে বুকে লুকিয়ে থাকে, তাওহীদের এ শরাব পেয়ালায় নয়, চোখে তারায় তা পান করানো হয়। নজরুলের ভাষায়, "এ কোন মধুর শরাব দিলে আল আরাবী সাকী"।

আল্লাহ তাআলা গাউসে পাককে এ শরাব পেয়ালায় পেয়ালায় পান করিয়েছেন; কিন্তু তাঁর ধারণক্ষমতা আর প্রেম তৃষ্ণা এত বেশী যে, তিনি বলেন, "সাকী, আরো আছে কি?" তাঁর ভাষায় এ সাকী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই। যেমন নজরুলের কণ্ঠে আমরা শুনি, "খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ি"।

এ প্রসঙ্গে সুলতান বাহু রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তাঁর 'রেসালায়ে রুহী'তে উল্লেখ করেছেন, "সুলতানুল ফুকারা" পদে অধিষ্ঠিত সাতজন বিশেষ ওলীর মধ্যে গাউসে পাক অন্যতম। তাঁদের প্রেমতৃষ্ণার গভীরতা ও তীব্রতা এত বেশী যে, আল্লাহ তাআলার যে তাজাল্লী তূর পাহাড় পুড়িয়েছিল, তেমনি সত্তর হাজার যাতী তাজাল্লী তাঁদের উপর মুহূর্তে মুহূর্তে বর্ষিত হয়, অথচ তারা ক্লান্ত হন না।

২. বাজপাখির মধ্যে প্রচন্ড তেজ ও উড়ার ক্ষমতা রয়েছে, যা অন্য পাখিদের নেই। এ ছাড়া এ পাখি সারাক্ষণ উড়েও ক্লান্ত হয় না। আধ্যাত্মিকতার অসীম নীলিমায় গাউসে পাকের উড্ডয়ন কল্পনাতীত রকম।

যেখানে কোন ওলী পৌঁছতে পারেন না। এ ছাড়া তাঁর লক্বব যমীনে মুহীউদ্দীন আর আসমানী জগতে 'বাযে আশহাব'। এ শেএরে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন, كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا অর্থাৎ আমি ছিলাম গুপ্তধনের এক লুকায়িত খনি।

এ গুপ্তধন ভান্ডার আল্লাহ্ তায়ালা হুযুর গাউসে পাকের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। গাউসে পাকের বাণী واطلعني على سر قديم অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে অনাদিকালের গুপ্ত রহস্য অবহিত করেছেন।

সুফীয়ায়ে কেরাম গাউসে পাকের বাণী চিরন্তনী গুপ্ত রহস্য অবহিত করেছেন। এর মর্মার্থ-বর্ণনায় বর্ণিত হাদীসের মর্মবাণীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাজেই এ কথা সহজেই অনুমেয়, যে ব্যক্তিত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলার অনাদি রহস্য জ্ঞাত হয়েছেন দুনিয়ার কোন বিষয় সম্পর্কে তিনি অনবহিত?

৪. বাহ্যত মনে হতে পারে, গাউসে পাকের অভয়বাণীর দ্বারা মুরিদ থেকে সমস্ত বিধি নিষেধের বেড়া তুলে দেয়া হয়েছে। যথেচ্ছাচার তাকে সকল বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে যেতে উদ্দীপ্ত করে তুলবে। কিন্তু গভীর উপলব্ধি বলবে অন্য কথা। মুরিদ বলতে যাকে বুঝাবে, তিনি উভয় জাগতিক বিষয় গাউসে পাকের অনুসরণে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে নেন যে, পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হিসেবে শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয় তিনি সযত্নে রক্ষা করবেন। তার মর্মার্থ দাঁড়াবে, আমার মুরিদ যদি যথার্থ হতে পারো, তবে তোমার প্রতি আল্লাহ ও রাসুল অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এভাবে কামালিয়ত অর্জিত হলে তিনি যা খুশি তা বাস্তবায়ন করে দেখাতে পারবে। শয়তান তাঁর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এ ছাড়া হাদীসে কুদসীর বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ তাঁর সব আবদার পূরণ করে থাকেন। অর্থাৎ তাঁর

ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটে। এখানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়; ক্ষমতার ব্যাপ্তি ও ইক্তেয়ার বুঝানো উদ্দেশ্য।

৫. প্রিয় নবী ইরশাদ করেছেন "পৃথিবী আমার সামনে এরূপে গুটিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আমি তা আমার এ হাতের তালুর মতো সম্পূর্ণ দেখতে পাই"। গাউসে বাগদাদ হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পূর্ণাঙ্গ অনুসরণে এমন ফয়েয হাসিল করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবীর বদৌলতে গাউসে পাকের নযরে সেই শক্তির সঞ্চার করেছেন। হাদীসে কুদসী "আমি আমার প্রিয় বান্দাটির চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে দেখে" অনুযায়ী গাউসে পাকের দৃষ্টিতে পৃথিবীকে সর্ষে দানার মতো ক্ষুদ্র করে দেখা অসম্ভব কিছুই নয়। তাছাড়া যাঁরা আল্লাহ তাআলার ঐশী প্রেমে বিভোর হয়ে পড়েন, দুনিয়ার জাগতিক সকল আবেদন তাঁদের কাছে একেবারেই গৌণ হয়ে পড়ে। ভৌগলিক দূরত্ব তাঁদের দিব্য দৃষ্টির কাছে কোন প্রতিবন্ধক হতে পারেনা।

৬. আরবী مخدع (মাখ্দা') শব্দটি خدعٌ (খিদউন) থেকে উদ্ভূত।

গাউসে পাকের কসীদায় ব্যবহৃত এ মাখদা' শব্দটি বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে।

দু'একটি অর্থ এখানে প্রদত্ত হলো, যা মর্মার্থ বুঝতে কিছুটা সহায়ক হবে।

ক. মাখদা' ঐ গুপ্ত জায়গাকে বলা হয়, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও বিশেষ সামগ্রী যেখানে লুকায়িত রাখা হয়, যাতে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি না পড়ে।

খ. রহস্যের গুপ্ত ভান্ডারকে মাখদা' বলা হয়।

গ. ধোঁকার স্থানকে শাব্দিকভাবে মাখদা বলা হয়। এখানে বেলায়তের এমন অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে, যা বুঝতে গেলে সাধারণ মানুষ ধোঁকায় পড়ে, হিমশিম খেয়ে যায়।

ঘ. বেলায়তের এমন উচ্চ মকামকে বলা হয়, যা সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, বড় বড় ওলী আওতাদও বুঝে উঠতে সক্ষম নন। যেমন- গাউসে পাকের "আমার এ কদম প্রত্যেক ওলীর কাঁধের উপর" এ

বাণী বুঝতে না পেরে শেখ সানআন ইসফাহানী প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

তথ্যপুঞ্জি

১. মিশকাত শরীফ
২. কালায়েদুল জাওয়াহের কৃত শেখ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া
৩. তাফরীহুল খাতির কৃত আব্দুল কাদের ইবনে মহিউদ্দীন ইরবলী
৪. গুনিয়াতুত্বালেবীন কৃত হযরত আবদুল কাদের জিলানী
৫. রেসালায়ে রুহী কৃত সুলতান ব.হ (রা.)
৬. মাযহারে জামালে মুস্তাফায়ী কৃত সৈয়দ নাসির উদ্দিন হাশেমী কাদেরী।
৭. কাসীদা-ই নু'মান, গাউসুল আযম ও আ'লা হযরত (রা.) রিসার্চ একাডেমী প্রকাশিত।

সমাপ্ত

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান অনূদিত ও লিখিত

আ'লা হযরত রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন'র অন্যান্য প্রকাশনা

আ'লা হযরত (رحمه الله) রচিত হাদায়েকে বখশিশ'র নির্বাচিত না'ত

- **কালামে রেযা**

আল্লামা শফি উকাড়বী (رحمه الله) কৃত

- **শামে কারবালা**

আ'লা হযরত (رحمه الله) প্রণীত শুমূলুল ইসলাম

- **প্রিয় নবীর পূর্ব পুরুষগণের ইসলাম**
- **মাজমুয়ায়ে সালাওয়াত-ই রাসূল (صلى الله عليه وسلم) পরিচিতি**

আ'লা হযরত রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন

A'LA HAZRAT RESEARCH & PUBLICATION

রাজ আ/এ, হামজা খাঁ লেইন, হামজারবাগ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮১৮-৫৭৩৬৯৮